বেদ-বাণী।

দ্বিতীয় প্রচার।

প্রকাশক
শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্
পটুয়াখালী, বরিশাল।
১৩২৯ সাল।

মূল্য ঃ— { কাগজে বাঁধাই ১।০ আনা।
কাপড়ে বাঁধাই ১।৵০ আনা

বেদ-বাণী

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচার প্রাপ্তির ঠিকানাঃ—

১। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার বসু,
২৯ নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্,
পটুয়াখালী, বরিশাল।

৩। শ্রীমতিলাল সেন, বি-এ,
চক্ বাজার, বরিশাল।

৪। ডাক্তার শ্রীরামানুজ চক্রবর্ত্তী,
৫৪।১ এ, সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা।

৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্যঃ—

প্রথম প্রচারঃ—	কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা।
	কাপড়ে বাঁধাই ১।৵০ আনা।
দ্বিতীয় প্রচারঃ—	কাগজে বাঁধাই ১।০ আনা।
	কাপড়ে বাঁধাই ১৷৵০ আনা।

Printed by Beharilal Nath at the EMERALD PTG. WORKS,
9, Nandakumar Chaudhuri 2nd Lane, Calcutta.

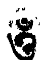
প্রকাশকের নিবেদন।

কোনও মহাপুরুষের লিখিত পত্র-সমূহের মধ্যে কয়েকখানি বেদ-বাণীর প্রথম প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল, আর কয়েকখানি লইয়া এই দ্বিতীয় প্রচার প্রকাশিত হইতেছে। পত্রগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির সাধকগণের নিকটে তাহাদের সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় লিখিত। তপস্যার প্রারম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে আছে। আশা করি, এই গ্রন্থ অধ্যাত্ম্য-রাজ্যের পথিক-বৃন্দের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

'ধর্ম্ম অনুভবের বস্তু।' 'তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা বুদ্ধিমান মানুষেরও জ্ঞান-লাভ হয় না।' 'ডাক্তারখানায় কত ঔষধ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ঔষধই সকলের জন্য নয়। শাস্ত্র-ভাণ্ডারেও হাজার হাজার উপদেশ আছে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের জন্য নয়।' বিভিন্ন প্রকৃতির সাধকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ গ্রহণীয়।

এই গ্রন্থে সাধন-রাজ্যের যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনুভূতি-লব্ধ এবং শাস্ত্র-সম্মত। আপ্তকাম, জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের মহীয়ান্ আদর্শের অনুবর্ত্তন করিয়া—শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিচরণ করিয়া 'অমৃতের পুত্রগণ' চির-অমরত্ব লাভ করুন ;—ইহাই প্রার্থনা। ওম্।

প্রথম অধ্যায়।



সর্ব্ব-প্রথমে একমাত্র যিনি বিরাজমান ছিলেন,—অনন্ত অতীত-কালে যিনি সর্ব্বদাই পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, এখনও যিনি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যতেও যিনি সর্ব্বদাই পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন,—সর্ব্ব-শেষেও একমাত্র যিনি বিদ্যমান থাকিবেন,—সেই অদ্বিতীয়, সনাতন পর-ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান-কল্পিত অনিত্য-পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, যিনি সকল বস্তুতেই নিয়ত বিদ্যমান, যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার,—সেই নিরাধার অনন্ত-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া সান্ত পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

২

যিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, যিনি সমুদয় জগতের পালন-কর্ত্তা,—সেই বিশ্ব-বিধাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

৩

সকল প্রাকৃত শক্তি যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র, সমুদয় জড় ও চেতন যাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র,—সেই সর্ব্ব-শক্তিমান বিশ্ব-মূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

যিনি এক ও বহু, নির্গুণ ও সগুণ, পুরুষ ও প্রকৃতি, চেতন ও জড়,—সেই 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' পুরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

যাঁহার অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব, যাঁহার চৈতন্যেই জগতের

চৈতন্য, যাঁহার আনন্দেই জগতের আনন্দ,—সেই সচ্চিদানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

৬

যাঁহার ইচ্ছায় অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড স্পন্দিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য্যাদি ঘূর্ণিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় নদ-নদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় যাবতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে,—সেই শান্ত-মূর্ত্তি চৈতন্য-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া অস্থির জড়-পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

৭

যাঁহার ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাঁহার ইচ্ছায় প্রাণধারণ করিতেছি, যাঁহার ইচ্ছার উপর জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে,—সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পরাধীন পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

৮

যাঁহার ইচ্ছায় নিশ্বাস বহিতেছে, শোণিত চলিতেছে, অন্ন

পরিপক্ক হইতেছে, স্বপ্ন দৃষ্ট হইতেছে, নিদ্রা ও জাগরণ যাতায়াত করিতেছে,—সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

৯

যাঁহার ইচ্ছায় মন-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে,—সেই অন্তর্য্যামী বিশ্ব-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

১০

যিনি জ্ঞানময়, প্রেমময় ও সর্ব্ব-শক্তিমান, যিনি সর্ব্বদাই আমাদিগের মঙ্গল করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন,—সেই মঙ্গলময় জগদ্‌গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

১১

দুঃখ দূর করিতে একমাত্র যিনিই সক্ষম, আনন্দ দান করিতে

একমাত্র যিনিই সমর্থ, শান্তি-লাভের পক্ষে যাঁহার কৃপাই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন,—সেই পরম-শিবকে পরিত্যাগ করিয়া বিষময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১২

যাঁহার ইচ্ছায় সকলই পাইতে পারি, যাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই পাইতে পারি না, যাঁহার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, যাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হইতে পারে না,—সেই ইচ্ছাময় ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১৩

যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সবল হই, যাঁহা হইতে বিচ্যুত হইলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ি,—সেই অভয়-রূপিণী মহাশক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ভীতি-সঙ্কুল পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১৪

যা' কিছু পাইয়াছি তা' যাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি, যা'

কিছু পাইব তা' যাঁহার নিকট হইতেই পাইব,—সেই রাজ-রাজেশ্বরের চরণ-তল পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১৫

সমগ্র পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করিলেও যিনি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করেন না, শোকে দুঃখে, বিপদে আপদে যিনি আমার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন,—সেই সর্ব্বাশ্রয় জগদ্বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহজনক পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১৬

আমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও যিনি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করেন না, আমি ইচ্ছা না করিলেও যিনি সর্ব্বদা আমাকে সস্নেহে রক্ষা করিতেছেন, আমি না জানিলেও যিনি সর্ব্বদা আমার উন্নতি-বিধানে যত্নবান,—সেই অহেতুক-কৃপা-সিন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া হিংসা-পরায়ণ পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

১৭

যে যা' দিতেছে তা' যাঁহার ইচ্ছায় দিতেছে, যে যা' লইতেছে তা' যাঁহার ইচ্ছায় লইতেছে,—সেই লীলাময় বিশ্বনাথকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তিহীন বৃথা-পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

১৮

যাঁহার প্রসাদে মানব-জন্ম লাভ করিয়াছি, যাঁহার কৃপায় শুভ-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছি, যাঁহার করুণায় সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি,—সেই প্রেমময় পতিত-পাবনকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব মলিন পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

১৯

যাঁহার দয়ায় তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি, যাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার প্রেম, তাঁহার মহিমা কিয়ৎ পরিমাণেও অনুভব করিতে সক্ষম হইতেছি,—সেই দীন-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া মায়াময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

যিনি প্রেম-স্বরূপ, যিনি কৃপা-স্বরূপ, যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি

আনন্দ-স্বরূপ,—সেই সর্ব্ব-কল্যাণ-স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া অশান্তি-জনক পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২১

যাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করাই পরম পুরুষার্থ, যাঁহাকে ভুলিয়া থাকাই আত্ম-ঘাতিত্ব,—সেই ভাবগম্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জনদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২২

যাঁহাকে চিন্তা করিলেই অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হই, যাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই মৃত্যুর দিকে গমন করি,—সেই সুখময় জগন্নাথদেবকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২৩

যাঁহাকে পাইলে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না, যাঁহাকে না পাইলে কিছুতেই অভাব-বোধ ঘোচে না,—সেই পূর্ণ-তৃপ্তি-স্বরূপ শান্তি-

নাথকে পরিত্যাগ করিয়া অশান্তিময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

২৪

যাঁহাকে পাইলেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব, যাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত সংসার-বন্ধন কিছুতেই ঘুচিবে না,—সেই অমৃত-স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-স্বরূপ পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

২৫

যাঁহার অভাবে জগৎ দুঃখময়, যাঁহাকে পাইলেই সকল মধুময় হইয়া যায়,—সেই রসময় জগজ্জীবনকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

২৬

যাঁহাকে ভাবিলে দুর্ব্বলতা কাটিয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে মোহ-বন্ধন ঘুচিয়া যায়, যাঁহাতে ডুবিলে আনন্দ-রসে প্রাণ-মন

আপ্লুত হয়,—সেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"কে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-নাশন পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২৭

যাঁহার নিত্য-স্মরণে জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়-পঙ্ক বিধৌত হইয়া যায়, যাঁহাতে অনন্যা ভক্তি জন্মিলে বাসনার জ্বালাময় দাব-দাহ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, সর্ব্বান্তঃকরণে যাঁহার সেবা-পূজা করিলে দুঃখ-কষ্ট-ময় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যাঁহার চরণ-কমলে আত্মাহুতি প্রদান করিলে সর্ব্বত্যাগীর প্রাপ্য নিত্যানন্দ লাভ করা যায়,—সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" আত্ম-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-জাল-স্বরূপ অশুদ্ধ পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২৮

জগৎ যত সুখ দান করিতে সমর্থ, তাহা যে আনন্দ-স্বরূপের কোটি-ভাগের এক ভাগের তুল্যও হয় না, যে আনন্দ-সাগরের কণামাত্র স্ফুরণেই জগতের যাবতীয় আনন্দ,—সেই ভূমানন্দকে পরিত্যাগ করিয়া স্বল্প-সুখ-দায়ক, দুঃখ-বহুল পদার্থের উপাসনা করিব কেন?

২৯

যিনিই আমার স্বরূপ, যিনিই আমার পূর্ণত্ব, যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ নিত্য এবং অচ্ছেদ্য,—সেই সত্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অনৃত পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

যাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনায় শাস্ত্র সকল পরিপূর্ণ, যাঁহার শান্তিময়ী চিন্তায় ঋষি-মুনিগণ নিরত,—সেই মহিমাময়কে পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চলতাময় পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

৩১

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার পন্থা বেদ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ঋষি-মুনিগণ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যাঁহার গুণ-গানে নিরত থাকিয়া মহাপুরুষগণ আমাদিগের মন তৎপদে আকৃষ্ট করিতেছেন,—সেই প্রেম-সিন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

৩২

শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন,—

সেই পরমারাধ্যকে পরিত্যাগ করিয়া ত্যাজ্য পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

৩৩

যাঁহাকে লাভ করিয়া ঋষিগণ মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন, যাঁহাকে অবগত হইয়া বিজ্ঞানিগণ পূর্ণশান্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মহাত্মাগণ জীবত্ব পরিহার পূর্ব্বক শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,—সেই ভক্তি-লভ্য বরণীয় দেবকে পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ পদার্থের উপাসনা করিব কেন ?

৩৪

৺কাশীধাম।
২২শে অগ্রহায়ণ,
১৩২৪।



নারায়ণেষু !

সর্ব্বত্র-ব্রহ্ম-দর্শনের ভাব যদি সর্ব্বদা মনে থাকে এবং তদনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে শান্তি-লাভে বেশী বিলম্ব ঘটে না। ভাবটি যতই বেশী মনে থাকিবে, যতই বেশী আলোচনা করিবে, ততই উহা ক্রমে সংস্কারে পরিণত হইবে এবং সংস্কার ক্রমেই বদ্ধ-মূল হইতে থাকিবে। কিন্তু যে ঐশী শক্তির প্রেরণায় এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহারই বশে আমরা জানা কথাও অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই এবং সেই জন্যই ঐ ভাবটিও সর্ব্বদা মনে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই যে ঐশী শক্তির কথা বলিলাম, ইহাকে ভগবদিচ্ছা বলিতে পার, আদ্যাশক্তি দক্ষিণা কালিকা বলিতে পার, শ্রীমতী রাধিকা বলিতে পার, কিম্বা ইচ্ছামত মায়া বা অন্য কোন নামেও ইহাকে অভিহিত করিতে পার। যে নামেই বল না কেন, ইহাই জগতের কারণ, সর্ব্ব কারণের কারণ ও জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের হেতু। ইহারই দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত, ইহারই দ্বারা তুমি, আমি পরিচালিত, ইহারই দ্বারা চেতন ও জড়, ভাব ও কর্ম্ম, সূক্ষ্ম ও স্থূল সমুদয়ই নিয়মিত। কেবল তাহাই নহে, সকলই এই শক্তির বিকাশ, সকলই এই শক্তির প্রকাশ এবং সকলই এই শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত। সকলই এই শক্তির মধ্যে বিদ্যমান, এই শক্তিই সকলের মধ্যে বর্ত্তমান এবং এই শক্তিই

এই সমুদয়। ভাল এবং মন্দ, বন্ধন এবং মোচন সমুদয়ই ইহার মায়া-গণ্ডির ভিতরে। এই গণ্ডির ভিতরে আছি বলিয়াই আমাদের এত ধাঁধা, এত ভ্রম ও এত ভ্রমণ! এই গণ্ডির ভিতরে আছি বলিয়াই এত লুকোচুরি, এত কল্পনা, এত অনুমান! এই গণ্ডির ভিতরে আছি বলিয়াই এত অশান্তি, এত দৈন্য, এত দুর্ব্বলতা!

এই গণ্ডির বাহিরে কেমন করিয়া যাইব? শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"মম মায়া দুরত্যয়া।" দুরত্যয়া—hard to cross. তবে দুর্ব্বল মানব আমরা পার হইব কিরূপে? আমাদের কি উপায় নাই? আছে বৈ কি? ঐ শুন, শ্রীভগবান বলিতে-ছেন,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" কিন্তু তাঁহাকে পাইব কিরূপে? অস্থির হইও না; তিনি নিজেই পথ বলিয়া দিতেছেন,—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" অনন্যা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। অনন্যা ভক্তি কোথায় পাইব? যাহাকে দেখি নাই, শুনি নাই, জানি না, তাঁহাকে ভালবাসিব কিরূপে? তাঁহাকে ষোল আনা মন অর্পণ করিব কিরূপে? উপায় আছে,—"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ।" তাঁহার সঙ্গ করিতে করিতেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হইতে পারিব। কেমন করিয়া তাঁর সঙ্গ করিব?—নানা প্রকারে, বহু প্রকারে, যখন যে প্রকারে পার। ঐ শুন, তিনি নিজেই পথ বলিয়া দিতেছেন,—"কীর্ত্তয়ন্তো মাং", "যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ", "নমস্যন্তশ্চ মাং", "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্", "কথয়ন্তশ্চ

মাং” ইত্যাদি। কখনও নাম-জপ, কখনও রূপ-চিন্তা, কখনও গুণ-আলোচনা, কখনও লীলা-স্মরণ, কখনও বাহ্যিক বা মানসিক পূজা, কখনও সঙ্গীত বা প্রার্থনা, কখনও স্বরূপ-চিন্তন—এইরূপে নানা সময়ে, নানা ভাবে একমাত্র তাঁহাতেই মন লাগাইবার চেষ্টা করিতে হয়। চেষ্টা করিতে করিতেই চেষ্টা ফলবতী হয়। ভয়ের কোন কারণ নাই;—“ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।” সন্দেহেরও কারণ নাই;—“মামেকং শরণং ব্রজ।” নিরাশ হইও না, ঐ শুন তাঁহার বাণী,—“মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।”

যত বেশী এগুতে পার্‌বে, লক্ষ্য ততই কাছে আস্‌বে। যত গড়িমষি, ততই দেরী। সাধারণ লোক ঠেকেও শিখিতে চায় না। বুদ্ধিমান লোক দেখেই শেখে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু। ইতি।

৺বৃন্দাবন ধাম।

৭।৪।'২০

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

"তুমিই সকল হইয়াছ, তুমিই সকল করিতেছ"—এই ধারণাটার দিকে খুব মনোযোগী হইবেন। যত বেশী কাল সম্ভব, এ কথাটী স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং এই ভাবের সাহায্যে প্রত্যেক কর্ম্ম করিতে যত্নবান হইবেন।

ভাল ও মন্দ, শত্রু ও মিত্র, আপন ও পর, পণ্ডিত ও মূর্খ, দাতা ও কৃপণ, পাপী ও পুণ্যবান, ছোট ও বড়, এবং জড় ও চেতন, শরীর ও মন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ভাব ও প্রবৃত্তি—এ সকলই তিনি। এ সকলই তিনি এবং তাঁর। তিনিই সকল শরীরে বলেন, শুনেন ও করেন। কাজেই, ভেদ-জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? সমালোচনারই বা স্থান কোথায়? ঘৃণা, নিন্দা, ভয়েরই বা অবসর কোথায়? সকল শরীর তাঁর; এ শরীর (নিজের শরীর) ও যেমন তাঁর, অন্য সকল শরীরও তেমনই তাঁর। তিনিই সকল শরীরে "আমি" "আমি" করেন। তিনিই সকল শরীরে চিন্তা করেন। সকল "আমি"গুলি তিনিই। এ শরীর সৎ কর্ম্ম করিলে আমার প্রশংসার লোভ হইবে কেন? কোটি কোটি শরীরের জন্য কোন চিন্তা করি না, তবে দু'-চারটার জন্য চিন্তা কেন? এ শরীরকে অন্য শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া কেন? নিজের ছেলেটীকে যেমন দেখি, অন্যকে তেমন দেখিব না কেন?

গীতা বলেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

সকলই তিনি করেন,—তবে আর আমার অহঙ্কারের স্থান কোথায়? তাঁর যেমন খুসী, তেমনি তিনি সকল শরীরে খেলিতেছেন। "পুতুল-বাজির পুতুল আমরা, যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচি।" আমি আর কর্ত্তা নই; তিনিই একা আছেন, তিনিই কর্ত্তা। কর্ম্মও তাঁর, ফলও তাঁর।

যদি এ ভাব ভাল না লাগে, তবে "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই ভাব অবলম্বন করিয়া সকল কাজ করা ভাল। ইহাতে 'অহং' আছে, তবে প্রেরক তিনি। ইহাও যদি অসম্ভব হয়, তবে "হে ভগবন্! তোমার প্রীত্যর্থে এই কর্ম্ম করিতেছি, তুমি সন্তুষ্ট হও, কৃপা কর।"—এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

যে ভাবই অবলম্বন করুন না কেন, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৃঢ় হইলেই অভাব-বোধ কমিয়া যাইবে, হৃদয়ে শান্তি আসিবে। তাই বলিতেছি, অভিরুচি অনুসারে উল্লিখিত কোন একটা ভাব অবলম্বন করিয়া সকল সময়ে থাকিবার চেষ্টা করুন। যখনই কোন বিষয় মনে আসে, চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা হয়, রজোগুণ জাগ্রত হয়, অমনি ঐ ভাবের সাহায্যে মনকে শান্ত করুন। অন্যান্য সময়েও চর্চ্চা দ্বারা ঐ ভাব বদ্ধমূল করুন। ভাবটী কেবল সময়ে সময়ে মনে মনে আওড়াইলেই চর্চ্চা করা হইবে না। উহাকে সত্য

বলিয়া ধারণা করিতে হইবে এবং উহা হইতে inferenceগুলি draw করিয়া practical lifeএ খাটাইবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতে হইবে। এজন্য চিন্তা এবং বিচার যেমন প্রয়োজন, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ও তেমনই আবশ্যক। মনটা এত সোজা জিনিষ নয়, যে অক্লেশেই ইহাকে পোষ মানাইতে পারিবেন। এ'কে জব্দ করিতে হইলে বীরত্ব চাই, অক্লান্ত-কর্ম্মা হওয়া চাই। পুনঃ পুনঃ বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে করিতে তবে সংসারী মন সজাগ হয়,—দুই এক দিনের কর্ম্ম নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে পড়িয়াছেন, শ্রীমৎ তোতাপুরীজী ৪০ বৎসরের চেষ্টার ফলে নির্ব্বিকল্প অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ৺গোস্বামী মহাশয়কেও কত বেগ পাইতে হইয়াছিল! খুব সহজেই যদি একাজ হইতে পারিত, তবে এর গৌরবও থাকিত না। তাই উৎসাহের সহিত, উদ্যমের সহিত কাজে লাগিয়া থাকুন; মা'র নাম লইতে থাকুন, আর যথা-সাধ্য চেষ্টা করুন। আজ ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

দ্বাদশী, (২৭।৭।'১৬)

* * *



নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইলাম। প্রাণ-পণে তপস্যা করিতে থাক। নাম কর আর গান কর, জপ কর আর ধ্যান কর। দিন-রাত তপস্যা কর। সর্ব্বদা ভগবানকে ধরিয়া থাক। ভগবান আহার, ভগবান নিদ্রা; ভগবান সুখ, ভগবান দুঃখ; ভগবান আপন, ভগবান পর; জগৎ ভগবানময়, ভগবান জগৎময়। ভিতরে তিনি, বাহিরে তিনি; উপরে তিনি, নীচে তিনি; নিকটে তিনি, দূরে তিনি। তিনি ভিন্ন আর কে আছে? তিনি ভিন্ন আর কে কর্ত্তা? তিনি ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন করিবে? ভগবানে যে আত্ম-সমর্পণ করে, তার আর চিন্তা কি, তার আর ভয় কি, তার আর দুঃখ কি? কোলের ছেলের যত ভার, সবই মায়ের উপরে। ছেলে কোলে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটায়, নিজের ভাবনা নিজে ভাবে না। তুমি দিন-রাত ভগবানকে ভাব। তিনি তোমাকে যে ভাবে ইচ্ছা, রাখুন্। ভগবান ভক্তির অধীন। নামের জোরে তাঁহাকে বশ করা যায়। তিনি ঐ দেহে বিরাজ করিতেছেন; তিনি ঐ দেহে লীলা করিতেছেন; তিনি ঐ দেহে প্রেমের খেলা খেলিতেছেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখ, তাঁহাকে ভাব, তাঁহাতে ডুবিয়া থাক। শিবমস্তু। ইতি।

কলিকাতা।

৯ই ভাদ্র, ১৩২৭।

* * *



শ্রদ্ধাস্পদেষু।

*　　*　　*　　*　　*

আসল কথাটা এই,—যে সনাতনী মহাশক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তিনিই স্বীয় ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লীলাচ্ছলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান, সুখ এবং দুঃখ, ভাল এবং মন্দ, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, বন্ধ এবং মোক্ষের অভিনয় করিতেছেন। আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্ত মহাসাগরের এক একটী বিন্দুমাত্র। তাঁহার ভিতরেই সকল রহিয়াছে, প্রত্যেকের ভিতরেই তিনি আছেন, আবার প্রত্যেক অণু-পরমাণুও তিনিই। তিনিই সকল শরীরে "আমি", "আমি" করিতেছেন, "আমি" সাজিয়া নিজকেই আবার নানা প্রকারে "তুমি", "তুমি" বলিতেছেন। তিনিই সংসারী, তিনিই বৈরাগী। তিনিই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভিতর দিয়া গমন করিয়া নিজকে উপলব্ধি করেন। তিনিই এই তত্ত্ব যেন ভুলিয়া যাইয়া অহঙ্কারী-জীব-রূপে কর্ম্ম করেন এবং তিনিই পরে যেন জ্ঞানলাভ করিয়া মহাসাগরে মিশিয়া যা'ন। মুক্তি-পথে-অগ্রসর মানব যখন বুঝিতে আরম্ভ করে,—সকলই তাঁহার লীলা, সমুদয় শরীর, প্রত্যেকটী পরমাণু তাঁহারই হাতের যন্ত্র, তাঁহারই হাতের পুতুলমাত্র, তখন আর সে যন্ত্রগুলির

দিকে মন দেয় না, যন্ত্রগুলিকে মূল্যবান মনে করে না, যন্ত্র-গুলিকে ভাল বা মন্দ মনে করিয়া, নিন্দা বা প্রশংসা অর্পণ করে না, তখন সে যে শক্তি সকল যন্ত্রের যন্ত্রী, যে শক্তি ইচ্ছা করিলে যন্ত্র-নিরপেক্ষ হইয়াও আমাদিগকে কৃপা করিতে পারেন, যে শক্তি আমাদিগকে ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার নিকটেই,—একমুখো হইয়া কেবল তাঁহার নিকটেই সর্ব্বদা ভক্তিভরে প্রণত হয়। তখন তাহার অভিমান গলিয়া যায়, বাসনা-কামনা ছুটিয়া যায়, দুর্দ্দিনের অবসান হয়। তখন সে কেবল বলে,—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্।

*　　*　　*　　*　　*



নারায়ণেষু।

সার্থক তাহার জন্ম, সফল তাহার কর্ম্ম, ধন্য তাহার জীবন, যে ঠিক ঠিক বলিতে পারে,—“তোমার ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ, করুণাময় স্বামি!” যাহার সরল হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া এই মহতী বাণী—এই মহামন্ত্র স্বতঃই বিনির্গত হয়, তাহার সাধন-সমর পরিসমাপ্তির আর বিলম্ব নাই, তাহার বিজয়-কেতন অচিরেই শান্তি-শৈলের শিখরোপরি উড্ডীন হইবে।

কিন্তু এই যে মহিমাময় মহামন্ত্র, ইহাকে মনে প্রাণে উচ্চারণ করিবার অধিকার কাহাদের, ইহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিবার যোগ্যতা কাহাদের? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য যখন মহাপুরুষগণের নিকটস্থ হই, তখনই যেন উত্তর শুনিতে পাই,—“রাগ-দ্বেষ-বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।” বাস্তবিক, রাগ ও দ্বেষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে ঐ মন্ত্র ঠিক ঠিক বলা হয় না। যাহার হৃদয় রাগ-দ্বেষে পূর্ণ, সে কেমন করিয়া ভগবদিচ্ছাকে প্রীতির সহিত বরণ করিয়া লইবে? যাহার নিকটে কিছু ত্যাজ্য এবং কিছু গ্রাহ্য রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া ঐশী শক্তির নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিবে? বাসনাময় দেহ-গণ্ডির ভিতরে নিজকে পুরিয়া রাখিতেই যাহার প্রয়াস, সে কেমন করিয়া বিশ্ব-মানসের নিকটে নিজ‘স্ব’কে আহুতি প্রদান করিবে?

এই যে রাগ এবং দ্বেষ, এই যে চাই এবং চাই-না, এই যে attraction এবং repulsion—ইহাই নানা ভাবে, নানা বেশে সংসার-রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনয় করিতেছে। সংসার-ক্ষেত্র এই রাগ-দ্বেষেরই বিলাস-ভূমি! প্রাণিগণের অন্তঃকরণে যতগুলি প্রবৃত্তি লীলা করিতেছে, তাহাদের কতকগুলি রাগেরই নামান্তর, কতকগুলি দ্বেষেরই রূপান্তর; আর কতকগুলি এই দুইটীর সমবায়ে উৎপন্ন। Hydrogen এবং Oxygen বিভিন্ন ভাবে মিলিয়া যেমন H_2O এবং H_2O_2 প্রস্তুত করে, কাহারও কাহারও মতে যেমন একমাত্র Hydrogenই under different conditions of temperature and pressure সমুদয় পদার্থের মূল কারণ, তেমনই রাগ ও দ্বেষ এই দুইটীমাত্র মূল পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ভাবে সম্মিলিত হইয়া সমুদয় যৌগিক প্রবৃত্তিগুলির উৎপাদন করিয়াছে। যত কিছু ভাব আছে, যত কিছু প্রবৃত্তি আছে, তাহা হয় রাগ, না হয় দ্বেষ, নয়ত এই উভয়ের সম্মিলন। যে কোন ভাব বা প্রবৃত্তি হইতে রাগ-দ্বেষকে পৃথক করিয়া লও, তাহা সূত্র-বিরহিত বস্ত্র-খণ্ডের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। রাগ ও দ্বেষকে দুইটী স্বাধীন পদার্থই বল, আর একটীরই বিভিন্ন দিক্ বল, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এই দুইটীকে যে ভাবেই দেখ, আর যে নামেই বল, ইহাদের হইতেই সমুদয় প্রবৃত্তি জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাদিগ্-হইতেই সমুদয় কর্ম্ম প্রসূত হয়। মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, কাম-প্রেম, ক্রোধ-ঘৃণা, ঈর্ষা-হিংসা, নিন্দা-স্তুতি, দান-কার্পণ্য, চৌর্য্য-হত্যা, বাগ-বিতণ্ডা,

উদারতা-সংকীর্ণতা, কৃতজ্ঞতা-কৃতঘ্নতা, আত্মত্যাগ-পরপীড়ন প্রভৃতি যত কিছু ভাব ও কর্ম্ম—এ সকলেই একমাত্র রাগ-দ্বেষেরই প্রভাব বর্ত্তমান। বৃক্ষ-তল-নিবাসী যতমান সাধকের তপস্যা হইতে নিকৃষ্টতম পশুচেষ্টা পর্য্যন্ত সমুদয়েরই প্রবর্ত্তক রাগ ও দ্বেষ।

আরও এক কথা। আমরা যাহাকে ভাল-মন্দ বলি, তাহা কি রাগ-দ্বেষ হইতে পৃথক? আমাদের যে আবশ্যক-অনাবশ্যক বোধ, আমাদের যে লাভ-ক্ষতির ধারণা, তাহার মূলেও কি রাগ-দ্বেষই বিদ্যমান নহে? যে সুবিধা-অসুবিধার বিচার আমাদের সমুদয় কর্ম্ম-প্রেরণার হেতু, তাহা কি রাগ-দ্বেষ হইতে বিভিন্ন? যে সঙ্কল্প-কল্পনা দ্বারা আমাদের মন দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত, তাহারও কারণ কি এই রাগ-দ্বেষ নহে?

এই রাগ-দ্বেষকে বর্জ্জন করিলে মনের কি অবস্থা ঘটে, জীবন-নদী কোন্ খাতে প্রবাহিতা হয়, তাহা চিন্তা কর। তুমি হয়ত বলিবে, রাগ-দ্বেষ-বিরহিত জীবন (যদি তাহা সম্ভবও হয় তবে) প্রস্তরবৎ অধমাধম। এ জীবনকে প্রস্তরবৎ বলিলেও বলিতে পার বটে, কিন্তু অধম নিশ্চয়ই নহে। একটা কথা বলিয়া লই। সুষুপ্তি-কালের যে জীবন, তাহাকে কিন্তু রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত বলা যায় না। ঐ সময়ে রাগ-দ্বেষের প্রকাশ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা গুপ্ত-ভাবে অবস্থান করে এবং ভবিষ্যতে আত্ম-প্রকাশ করে। যখন রাগ-দ্বেষ চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করে, আর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে না, তখনই রাগ-দ্বেষ-বিরহিত বলা যায়। এ অবস্থায় প্রস্তরের মত স্থিরত্ব থাকে বটে,

কিন্তু জড়ত্ব থাকে না। এ অবস্থায় কেবলই চৈতন্য, কেবলই চৈতন্য ; কেবলই চৈতন্য আর কেবলই শান্তি ! ইহাই উৎকৃষ্টতম অবস্থা, ইহাই লক্ষ্য এবং ইহাই প্রাপ্তব্য।

কেমন করিয়া রাগ-দ্বেষ-বিরহিত হইবে ? চিৎ-শক্তির নিকটে রাগ-দ্বেষকে বলি প্রদান কর। সর্ব্বদাই চৈতন্য-দেবীর ধ্যানে মগ্ন থাকিবে ; যখনই রাগ-দ্বেষের অস্তিত্ব অনুভব করিবে, তখনই তাহাকে ঐ মন্দিরের সম্মুখে সংহার করিবে। এইরূপে রাগ-দ্বেষকে, কাম-ক্রোধকে, ছাগ ও মহিষকে চৈতন্য-রূপিণী মহাশক্তির দ্বারদেশে বলি-প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে করিতেই সাধক সিদ্ধকাম হ'ন। ইহাই তোমার শক্তি-পূজা, ইহাই তোমার দুর্গোৎসব। এই ভাবে পূজা করিতে করিতে যখন ক্ষীণ-পাপ হইবে, তখনই ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করিবে। এই ধ্রুবা স্মৃতিই শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে শ্রেষ্ঠতমা ভক্তি। সাধকও গাহিয়াছেন, "ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শাক্ত হ'তে হয়।"

এই যে শক্তি-পূজার কথা বলা হইল, ইহাই গীতার "অভ্যাসেন—বৈরাগ্যেন" বাক্যে সূচিত হইয়াছে। আর এই কথাই 'তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ' নামে যোগ-বাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে। এই কথাই যোগ-বাশিষ্ঠের সার ;—এই এক কথাই নানা ছন্দে, নানা ভাবে, নানা অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এই একটী কথা যদি পালন করিতে পার, তবেই যোগ-বাশিষ্ঠ প্রকৃতরূপে পড়া হইবে। নতুবা, বাজারে না যাইয়া সমস্ত দিন জিনিষের তালিকা মুখস্থ করিলে, বস্তুলাভ হইবে না।

আজ আর বেশী কিছু লিখিব না। এই রাগ-দ্বেষ-রূপী রক্ত-বীজকে ধরিতে ও নিহত করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাক। সাবধান থাকিও,—অবশেষ যেন রাখিও না। যোগ-বাশিষ্ঠ বলেন,—ব্যাধি, অগ্নি ও আসক্তির শেষ রাখিতে নাই। শত্রুকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া তাচ্ছিল্য করিও না। নিজকে প্রবল মনে করিয়াও গর্ব্বিত হইও না।

কাজ করিতে থাক। হতাশ হইও না। যোগ-বাশিষ্ঠ যখন ইচ্ছা হইবে তথনই পড়িবে, অন্য সময়ে নহে।

শিবমস্তু। ইতি।

রাধাবাগ, ৺বৃন্দাবন ধাম।

৬।৪।'২০

* * *



নারায়ণেষু।

রাগ-দ্বেষ দূর করিবার জন্য শাস্ত্র ধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্যান যত গভীর হইবে, যত বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে, ততই রাগ-দ্বেষের উপদ্রব কমিবে। কিন্তু তোমাদের পক্ষে কেবল ধ্যানে কুলাইবে না। ধ্যানের সঙ্গে বিচার চাই। আমি কি, বিষয় কি, বিষয়ের সহিত আমার সম্পর্ক কি, আমার কর্ত্তব্য কি,—এ সকল চিন্তা করিতে হইবে। যখনই রাগ-দ্বেষ উপস্থিত হয়, কিম্বা রাগ-দ্বেষ-জনিত কোন চিন্তা, কল্পনা বা প্রবৃত্তি জাগে, তখনই ঐরূপ বিচারের সাহায্যে মনকে শান্ত ও স্বস্থ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন কোন্ সময়ে বিচারের সাহায্য ব্যতীত কেবল একটু ভ্রূ-ভঙ্গি, কেবল একটি হুঙ্কারেও অনেক নবাগত চাঞ্চল্য নষ্ট হইতে দেখা যাইবে, তখন বিচারের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সাধারণতঃ বিচারের প্রয়োজন যথেষ্ট। ধ্যান এবং বিচারের সহিত আরও একটী আবশ্যক। সে-টী দৃশ্য-বর্জ্জন। যখনই কোন বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়-পথের পথিক হয়, তখনই সংস্কার-ও-অভ্যাস-বশে মন চঞ্চল হইয়া উঠে, সুপ্ত বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিতে চায়। তাই যত দিন মনের শান্ত-ভাব প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন অপ্রয়োজনীয়-বিষয়-সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হয়। যা না দেখিয়া পার, তা দেখিবে না। যা না শুনিয়া পার, তা শুনিবে না। যা না করিয়া পার, তা করিবে

না। যা না ভাবিয়া পার, তা ভাবিবে না। এক কথায়, জগৎকে যথা সম্ভব ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (কেবল বর্ত্তমান দৃশ্য জগৎ ভুলিলেই চলিবে না ; অতীতের জগৎ—স্মৃতিময় জগৎও ভুলিতে হইবে। অমুক সময়ে অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, অমুক স্থানে অমুক ব্যাপার হইয়াছিল—ইত্যাকার ভাবনাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কল্পনা-ময় জগৎকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে।) এরূপ না করিয়া কেবল মুখে মুখে সময়ে সময়ে "জগৎ মিথ্যা", "জগৎ মিথ্যা" করিলে বেশী লাভের আশা নাই। যে মন বিষয়ের দিকে ধাবমান, ভগবচ্চিন্তা করিতে তার অবসরই বা কৈ, আর অধিকারই বা কি? তাই, মন স্থির করিবার জন্য ধ্যান, বিচার ও দৃশ্য-বর্জ্জন—এই তিনটীরই অনুষ্ঠান আবশ্যক। এইরূপে মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিলে মনে তত্ত্ব-বৃত্তির উন্মেষ ও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই বৃত্তির বিলয়ে যাহা হইবে, তাহা স্বানুভবগম্য। মনোনাশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা লিখিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু আজ আর লেখা হইবে না। সম্ভব হইলে পরে দেখা যাইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। একটী শ্লোক মনে হইল :—

"উৎসাহাৎ সাহসাদ্ধৈর্য্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ স্মরণাৎ।
জন-সঙ্গ-পরিত্যাগাৎ ষড়্‌ভি র্যোগঃ প্রজায়তে॥"

শিবমস্তু। ইতি।

দেওয়াজ। * * *



নিরাপৎসু।

লোকে বলে, "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—তিন থাকৃতে নয়।" কিন্তু মানুষের যে ঘৃণা-লজ্জা আছে, তাহা ত মনেই হয় না। আচ্ছা, তোমরা কলিকাতার কত রাস্তার পার্শ্বে কত মাংসের দোকান দেখিয়াছ। এক খণ্ড মাংস যদি দৈবাৎ তোমার জামায় লাগে ত চটিয়া লাল হইবে। যদি বলি, "একটী মাংস-স্তূপের মধ্যে একটীবার গড়াগড়ি দাও ত!" তাহা হইলে, হয় আমাকে পাগল ঠাওরাইবে, নতুবা নিজকে অবমানিত মনে করিয়া প্রতিশোধপরায়ণ হইবে। এই ত আমাদিগের অবস্থা! আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি ঐ পরিষ্কৃত সদ্য মাংসের উপর এতই বিদ্বেষ, তবে এই যে কতকাল ধরিয়া একটা বাসি মাংস-পিণ্ডের মধ্যে দিন-রাত শুইয়া রহিয়াছ, তাহাতে ঘৃণা হয় না কেন? আর কেবলই কি মাংস-পিণ্ড? মেদ, মাংস, মজ্জা, অস্থি, রক্ত, পুঁজ, কফ, পিত্ত, বাহ্য, প্রস্রাব—আরও কত কি? দিবারাত্রি পরিষ্কারের চেষ্টা যতই করিতেছ, এ চির-অশুচি নর্দ্দমা ততই যেন অপবিত্র হইবার জন্যই ব্যস্ত! আর কেবলই কি তাই? আজ জ্বর, কাল যক্ষ্মা, পরশ্ব কুষ্ঠ, তার পরদিন বসন্ত—এরূপ আনন্দ-ঘন বান্ধবগণের অযাচিত করুণারও অভাব নাই! মানুষ আবার বিষ্ঠার পোকা দেখিয়া নাক বাঁকা করে,—কিন্তু ভাবিয়া দেখে না, সে নিজে কি প্রকারের

অনন্ত-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে! পুরাণাদিতে নরকের কত বিবরণ পড়িয়াছ, কিন্তু এই দেহ-নরক অপেক্ষা জঘন্য নরকের বর্ণনা কোথায়ও কি পাইয়াছ? এই নরকের মধ্যে অহরহঃ কিল্-বিল্ করিতেছি, অথচ কত প্রকারে আমাদিগের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গৌরব ও আস্পর্দ্ধা করিতেছি! যদিও বুঝি,—সমুদয় দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ ও দৈন্য এই শরীর হইতেই পাইয়া থাকি, তথাপি এক তিল ইচ্ছা হয় না যে এই নরক-কুণ্ডের বাহিরে যাই! তোমরা নিরামিষাশী; বাজারের মাংস—পশু-পক্ষীর মাংস মুখে ছোঁয়াতে পার না; পুঁজ-রক্ত-মিশান এ মাংসের খোলসের সহবাস দিন-রাত করিয়াও বমি আসে না কেন? অবিবাহিত থাকা আজ-কাল অনেকে পছন্দ করেন। বিবাহ করিলে, না হয় পরিণীতা স্ত্রীর স্বামীই হইবে; কিন্তু এখন যে দেহের সহধর্ম্মিণী হইয়া আছ! রাজাধিরাজ বিশ্ব-বিধাতার সন্তান হইয়া এক ভিখারীর গলে বর-মাল্য অর্পণ করিয়াছ! নিত্য, শুদ্ধ, নিরঞ্জন, আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও, স্বভাবশীর্ণ, অনিত্য, কলঙ্কযুক্ত, দুঃখময় শরীরের সহধর্ম্মিণী হইয়া মুগ্ধ হইতেছ! প্রকাণ্ড সর্প হইয়া কেমন করিয়া একটী ছোট ঝাঁপির মধ্যে নিজ কলেবর লুকাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছ! যদি জিজ্ঞাসা করি, "আজ কি করিয়াছ?" অমনি উত্তর করিবে, "অমুক বই পড়িয়াছি, ভাত খাইয়াছি, দরিদ্রের সেবা করিয়াছি, অমুকের সমালোচনা করিয়াছি, ইত্যাদি।" কিন্তু একবার বিবেচনা করিয়া বল দেখি,—ইহার কোন্ কার্য্যটী তোমার? দেহের কর্ম্মকে নিজের কর্ম্ম মনে

করিয়া, দেহে অহংতা-মমতা-রূপ ভ্রান্তিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া,—কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া আছ। মনে করিও না, দেহ-পাশ-মোচনের জন্য তোমাদিগকে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে বলিতেছি। গুরুমহাশয়কে খুন করিলে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হইবে না, আর এক গুরু আসিবে;—এক দেহ যাইবে, আর এক দেহ আসিবে। দেহ-বন্ধন হইতে চির-মুক্তি পাইতে হইলে দেহে মমতা ত্যাগ করিতে হয়; ইহাই ধর্ম্ম-জগতের দেহ-ত্যাগ।

আর এক দিক দিয়া দেখা যা'ক্। যে সর্ব্বস্ব ভগবানকে অর্পণ করিয়াছে, সে যদি আবার দেহটাকে নিজের মনে করিয়া ব্যবহার করে, তবে কি তাকে চোর বলা অসঙ্গত হইবে?

তুমি একটী পুতুল তৈয়ারী করিলে, তার রক্ষণাবেক্ষণ ত তুমিই করিয়া থাক; তজ্জন্য অন্যের কোনই মাথাব্যথা উপস্থিত হয় না। তবে শরীরগুলি যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন—সেই বিশ্বকর্ম্মা জীবিত থাকিতে তুমি আমি মাথা ঘামাই কেন বাপু! "মা'র চেয়ে বেশী মায়া, তার নাম রাক্ষুসে মায়া।"

এখন একটা গল্প শোন। গত বছর "কেদার-বদ্‌রী" যাইবার পথে পূজ্যপাদ ৺স্বামী বিবেকানন্দের ভাই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু লছ্‌মন্-ঝোলায় কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন তিনি শ্রীমান গিরিধারী প্রভৃতির নিকটে এই গল্পটী করেন। একবার—তখনও এখানে লৌহ-সেতু হয় নাই—পুরাতন দড়ির লছ্‌মন্-ঝোলাই আছে—দুইটী লোক ঝোলা পার হইতেছিলেন; অগ্রে রিক্তহস্ত উক্ত স্বামীজী, পশ্চাতে একটী মোট মাথায় লইয়া এক

বৃদ্ধা পাঞ্জাবী রমণী। স্বামীজী সবেমাত্র ঝোলা পার হইয়া মাটিতে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ হইল; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—ঝোলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রেমার্দ্র-হৃদয় স্বামীজী মহিলাটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আঃ বুড্‌ঢা মাই! আপ্‌তো মর্ গিয়া!" বৃদ্ধার চোখ জ্যোতিষ্মান হইল; "মরণকো কেয়া ডর্, স্বামীজি!"—বলিতে বলিতে ভিতরের অদম্য শান্ত তেজঃ ও বাহিরের প্রসন্নতার সহিত গঙ্গা-প্রাপ্ত হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন সেই অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, জীর্ণ-দেহা ভারত-ললনার নিকটে বিশ্ব-বিখ্যাত বিবেকানন্দ যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা অনেক সাধনেও অনেকের লাভ হয় না।

সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প জান ত? মানুষ যখন নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, "সত্য"-স্বরূপ ভগবানকে ধরিয়া থাকিতে চায়, তখন সেই "সত্যবান" সাধকের নিকটে "সাবিত্রী"—ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী উপস্থিত হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। সাবিত্রী-লাভানন্তর অচিরেই সত্যবান দেহত্যাগ—দেহে আত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অমরত্ব—আধ্যাত্মিক অমরত্ব—অবিনাশী নিত্যানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। কিরূপে?—সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপ"যম"এর বরে—প্রেমময়ের করুণা-বলে।

আবার বলি, দেহটা খারাপ নয়, দেহে আত্ম-বুদ্ধিটাই খারাপ। যখন দেহে আত্ম-বুদ্ধির লোপ হইবে, তখন ল্যাম্পের চিম্‌নীর ন্যায় জ্ঞানীর দেহও অন্তর্নিহিত জ্ঞানালোক চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণের

মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিতই করিবে। সে শরীর দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয় না, জগৎ তদ্দ্বারা উন্নতি-লাভই করে। তবে, যে চোখ বুজিয়া থাকে, আলো সকল দিকে সমান-ভাবে বিস্তৃত হইলেও, সে তদ্দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না।

কাহারও মনে হইতে পারে, "দেহ-মমতা বিশেষ নাই; মৃত্যুকেও ভয় করি না; কিন্তু যন্ত্রণাটা যে সহ্য হয় না!" এ ভাবটার ভিতরে সার বেশী নাই। লোকে মৃত্যুকে ভয় করে কেন?—সেটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক বলিয়াই। তার-পর, দুঃখের দুঃখত্ব কতক্ষণ?—তাকে দুঃখ বলিয়া মনে করি যতক্ষণ। কোনটীকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাই সেটী সুখ; কোনটীকে দুঃখ বলিয়া মনে করি, তাই সেটী দুঃখ। কোন বিষয়ে ত দুঃখ দেখিতে পাই না! যদি বিষয়ে দুঃখ থাকিত, তবে যাহা আমাকে দুঃখ দিতেছে, তাহাই অপরকে সুখ দান করে কেন? যাহাকে সাধারণতঃ দুঃখজনক মনে করিয়া থাক—যেমন উপবাস, অবমাননা, পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি, একদিন তার একটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও; উহার কোন্ অংশ বাস্তবিক দুঃখময়, বিচার করিও; আর তৎসঙ্গে সহ্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, "এ আর কি কষ্ট, এইটুকু আমি সহ্য করিতে পারিব না? এ আর কতক্ষণ থাকিবে? কাতর হইলে লাভ কি হইবে?"—এইভাবে বিচার করিতে থাকিও; দেখিবে দুঃখ সেদিন হা'র মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা সুখ-দুঃখের গোলাম হইয়া পড়িয়াছি, তাই বড় বড় দুঃখগুলি

অবশ্যই দুই এক দিনেই যাইবে না; কিন্তু এরূপ অভ্যাস, সঙ্কল্প ও বিচার করিতে করিতে জ্ঞান-ভক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-বোধও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

যে পর্য্যন্ত দেহ-তরীখানি ভগবানের পাদ-পদ্মে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে না পার, সে পর্য্যন্ত দেহে "অহংতা" সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, "সংসার-সমুদ্র-পারের জন্য আবশ্যকীয় তরী"—এইটুকু মাত্র "মমতা"-বোধ রাখিয়া দেহ-রক্ষার জন্য যতটুকু অবশ্য-প্রয়োজন কেবল ততটুকু চেষ্টা করিতে হয়।

স্বর্গাশ্রম।

১।৩।'১৪

* * *

পুঃ—সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটী যে বাস্তবিকই একটী রূপক এবং তাহার ঠিক অর্থই আমি উপরে লিখিয়াছি—তাহা কিন্তু মনে করিও না। ইতি।



নিরাপৎসু।

পুরাকালে Greece দেশে Atlanta নামক এক ব্যক্তি ছিলেন ; তৎকালে দৌড়ে (in running races) তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। যে কেহ বাজি রাখিয়া তাঁহার সহিত দৌড়াইত, তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবীই ছিল। প্রথিতযশাঃ Atlantaকে পরাস্ত ও হতমান করিবার প্রবল বাসনায় জনৈক যুবক, রাবণের মত, কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আরাধ্যদেব তৎসকাশে আবির্ভূত হইলেন এবং বর-দান অঙ্গীকার করিলেন। যুবক বলিল, "Atlantaকে দৌড়ে পরাজিত করিব—এই আমার প্রার্থনা।" দেবতা বলিলেন, "তুমি অসম্ভব প্রার্থনা করিতেছ। বিধাতার আশীর্ব্বাদে Atlanta দৌড়ে অজেয় হইয়াছে। তবে তোমাকে এক কৌশল বলিয়া দিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে তুমি বাজি জিতিতে সক্ষম হইবে।" দেবতার নিকটে উপদেশ লাভ করিয়া যুবক Atlantaকে দৌড়ে আহ্বান করিল। Atlantaও সম্মত। দিন ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যুবক গোপনে কতকগুলি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ইষ্টক বাজির রাস্তায় মাঝে মাঝে রাখিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৌড় আরম্ভ হইল। দুই এক মুহূর্ত্তেই Atlanta যুবককে অনেক পশ্চাতে ফেলিলেন। তখন একটু বিশ্রাম করিবার বাসনায়

দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে একখানা ইষ্টক তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। কাঞ্চনের লোভ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সেখানাকে লইয়াই হাঁটিতে লাগিলেন। আত্ম-শক্তির গৌরবে এবং যুবকের ক্ষমতার প্রতি তাচ্ছিল্যবশতঃ তিনি তাড়াতাড়ি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছা আবশ্যক মনে করিলেন না। ভাবিলেন,—যুবক তাঁহাকে ছাড়াইয়া দু'-এক মাইল গেলেও তিনি নিশ্চয়ই অগ্রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। এদিকে যুবক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল—দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া কতদূর গেল; তখন তিনিও কিয়ৎকাল দৌড়াইয়া আবার যুবককে পেছনে ফেলিয়া আস্তে হাঁটিতে লাগিলেন ও ইষ্টক-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে চলিবার পর Atlantaর সংগৃহীত ইষ্টকগুলি এত ভারি হইল যে সেগুলি লইয়া দৌড়ান তাঁর পক্ষেও অসম্ভব হইল, অথচ পরিত্যাগ করিতেও মন চায় না! অগত্যা ঐ গুরু ভার মস্তকে লইয়া হাঁটিতে লাগিলেন। যুবক বরাবরই প্রাণপণে দৌড়াইতেছিল। Atlanta ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লক্ষ্য-স্থানে পঁহুছিয়া দেখিতে পাইলেন—যুবক পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিয়াছে। তখন যুবক বাজির নিয়মানুসারে পুরস্কার ত পাইলই, Atlantaর যত্ন-লভ্য সমুদয় ইষ্টক এবং আজন্মসঞ্চিত যশোরাশিরও অধিকারী হইল। আর Atlantaর কি অবস্থা? যশ, মান, ধন—সকলই হারাইয়া অনুতাপানলকে জীবন-সম্বল করিয়া লইলেন। হায়! কত মানব—কত সাধক এইরূপে ভ্রান্ত হইয়া থাকে! ভগবান বলিয়াছেন:—

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ

মহাতেজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব-লাভের নিমিত্ত দক্ষিণদেশে যাইয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যার ফলে তিনি 'রাজর্ষি' হইলেন। কিন্তু ত্রিশঙ্কু রাজাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে সমুদয় তপস্যার ফল হারাইয়া ফেলিলেন। তৎপর পশ্চিমদিকে যাইয়া উৎকট তপস্যা করিলেন এবং তন্নিমিত্ত 'ঋষি' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু একদা মেনকার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হওয়াতে সে তপস্যাও ব্যর্থ হইয়া গেল। তারপর উত্তরে যাইয়া তপশ্চর্য্যা করিলেন। প্রভূত শক্তি লাভ হইল। বিশ্বামিত্র 'মহর্ষি' হইলেন। একদিন তাঁহার মনোহরণ করিবার নিমিত্ত একজন অপ্সরা নিকটস্থ হইল। তখন মেনকার বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অপ্সরাকে ভস্মীভূত ও তৎসঙ্গে সমুদয় তপস্যা বিফল করিয়া ফেলিলেন। তখন—এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিবার ফলে, মনঃ-সংযম করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা পূর্ণ হইল। ব্রহ্মা, বশিষ্ঠাদি আসিয়া তাঁহাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া অভিনন্দিত ও সম্বর্দ্ধিত করিলেন।

ভগবান বড় দুষ্ট লোক। তপস্যার কালে ঐরূপ কত গোলমাল পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তারই ইচ্ছায় যে সাধক স্থির থাকিতে পারে, ভগবান তার গোলাম হইয়া থাকে। এইরূপ খেলাই তার প্রিয়।

আর এক খেলার একটি গল্প বলিতেছি। সেনপন্থী নামে একটী সম্প্রদায় আছে। তাহার প্রতিষ্ঠাতা এক "সেন"—(সেন উপাধি,—নাম নয়) জাতিতে নাপিত। সে রাজপুতানার এক রাজার (রাজ্যের নাম ভুলিয়া গিয়াছি) বেতনভোগী নাপিত ছিল। এইব্যক্তি অত্যন্ত প্রেমিক ছিল এবং ভক্ত পাইলেই ভগবৎ-গুণালোচনায় ব্যাপৃত থাকিত। একদা কয়েক জন ভক্ত সঙ্গে উক্ত ক্ষৌরকার মনানন্দে হরিনাম-কীর্ত্তনে নিযুক্ত আছে—কীর্ত্তন করিতে করিতে স্নান, আহার, ব্যবসায় সকলই ভুলিয়া গিয়াছে। এদিকে রাজার ক্ষৌরকার্য্য করিবার সময় উপস্থিত। তখন আর উপায় কি? অগত্যা ভগবান স্বয়ং ঐ নাপিতের বেশ ধারণ করিয়া রাজাকে কামাইয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তনান্তে নাপিতের মনে হইল—'রাজাকে কামান হয় নাই।' অমনি দ্রুতপদে রাজসমীপে যাইয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। তখন ব্যাপার সকলই প্রকাশ হইল। ক্ষৌরকার জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল। ঐ রাজাই তাহার প্রথম ও প্রধান শিষ্য হইল। ক্রমে ক্রমে এক সম্প্রদায় গঠিত হইল। অদ্যাপি এই নাপিতের বংশ উক্ত রাজবংশের দীক্ষা-গুরু।

স্বর্গাশ্রম।

৩।৪।'১৪

* * *

ওঁ

নিরাপৎস্থ।

খ্রীষ্টিয়ানগণ প্রভাত-কালে প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—"Give me O Lord! my daily bread"; ইহার কারণ কি? শরীর পোষণ এবং ক্ষুন্নিবৃত্তিই কি বিশ্ব-বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান? নহিলে, কোন্ মূর্খ রত্ন-রাজি উপেক্ষা করিয়া রাজ-রাজের সমীপে ধূলি-মুষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে? তোমরা বলিতে পার, "সংসার-সাগর-উত্তরণের সর্ব্বপ্রধান সহায় দেহ-তরি নিশ্চয়ই সর্ব্ব-প্রথমে রক্ষণীয়; এবং তজ্জন্য ভগবৎ-সমীপে দৈনন্দিন-আহার-প্রার্থনা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।" কিন্তু তোমাদিগের কথা মানিয়া লইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয় যে কেবল কাঙ্গালদিগের নিমিত্তই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; নতুবা, যে সৌধ-বিহারী ধন-কুবের অন্ন-দানে প্রত্যহ শত শত লোককে তৃপ্ত করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তি এমন কোন্ দায়-গ্রস্ত হইয়াছে, যে নিজের অন্ন-পানের নিমিত্ত পরের গলগ্রহ হইবে? তবে কি ভগবান যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ কেবল অকিঞ্চনদিগের প্রতিই প্রযোজ্য? হাঁ, তাহাই বটে। অকিঞ্চন কে নয়? সম্পত্তির উপর তোমার আমার কি অধিকার? যে ভূমি-খণ্ডের নিমিত্ত কুরু-পাণ্ডবের মহারণ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই ভূমি-খণ্ড এখনও সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে;—কিন্তু মোহগ্রস্ত সেই 'অধিকারিগণ' আজ কোথায়? যে দেশ তোমার অসম্মতি সত্ত্বেও এখনই

সমুদ্রে পরিণত হইতে পারে, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গমনে বিধ্বস্ত হইতে পারে, বলবত্তর শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে, তাহাতে তোমার কি অধিকার? যে সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে ধরাকে সরা মনে করিতেছ, তাহা কি তোমার ইচ্ছায় তুমি লাভ করিয়াছ, না বৃদ্ধকালে তোমার ইচ্ছাতেই তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? যে বুদ্ধি, শক্তি, পদ-মর্য্যাদা এবং কুল-গৌরব লাভ করিয়াছ, তাহা কি তোমার অভিলাষেই প্রাপ্ত হইয়াছ? হয়ত বলিবে, "আমার কর্ম্ম-ফলেই ত এই সকল সংঘটিত হইয়াছে।" কিন্তু মনে করিও,— "পুতুল বাজীর পুতুল আমরা, যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচি", "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। তুমি স্বাধীন নও, কিছুতেই তোমার দাবি নাই। ভগবান তাঁহার এই সুবৃহৎ জমিদারীর রক্ষণার্থ—তাঁহার আনন্দ-লীলার অভিনয়ের জন্য তোমার নিকটে যখন যে কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত রাখেন, তাহা তোমার নিজের জন্য নহে,—তাহাতে তোমার প্রভুত্ব এবং অধিকার নাই,—তাহা তুমি ভগবানের জন্য, সাধারণের জন্য, জগতের জন্য রক্ষা এবং ব্যবহার করিতে বাধ্য। তুমি খাজাঞ্চী মাত্র—অর্থের স্বামী নহ। খাজাঞ্চীগিরি করিবার জন্য ভগবানের নিকট হইতে তুমি bare maintenance রূপ allowance পাইতে পার। তাই বলিতে হয়, "সকলই প্রভো! তোমার। দেহ, মন, প্রাণ, সম্পত্তি, জগৎ, কর্ম্ম—সকলই তোমার। আমি তোমার দাস মাত্র। ভগবান! যদি তোমার কার্য্য সাধন করিতে এই শরীর রক্ষণ তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে হে দয়াময়! অদ্য অন্ন-পান দ্বারা এ দেহ পুষ্ট

করিয়া দাও।" ভগবানের নিকটে না চাহিয়া তাঁহার সম্পত্তি উপভোগ করা যায় কেমন করিয়া ?

এখন একজন খ্রীষ্টিয়ানের গল্প শোনা যা'ক্। ইঁহার নাম George Muller (জর্জ্জ মুলার), বাড়ী ছিল Bristol সহরে। বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বাইবেল নানা ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন, প্রায় দুই লক্ষ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বিতরণ করিয়াছেন এবং কয়েক শত ধর্ম্ম-প্রচারককে নিয়মিতরূপে বেতন দান করিতেন। ইনি পাঁচটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিয়াছেন এবং কয়েকটী স্কুল কলেজ স্থাপিত করিয়া তাহাতে ২০।২৫ হাজার ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

ইঁহার কার্য্য ত শুনিলে। কিন্তু বলিতে পার, এ সকল কার্য্যের জন্য টাকা পাইলেন কোথায় ? মুলার দরিদ্রের গৃহেই জন্মিয়াছিলেন, দরিদ্র থাকিয়াই—দরিদ্র অবস্থায় দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বোধ হয় ২০০৲ দু'শ টাকার অধিক তাঁহার ছিল না। অথচ ঐ সকল কর্ম্মে তিনি প্রায় ২১।২২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি কখনও কাহারও নিকটে অর্থ-সাহায্য চান নাই। কখনও কাহারও নিকট হইতে ঋণ-গ্রহণ কি ধারে দ্রব্য ক্রয়ও করেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যগুলি পত্রিকায় ছাপাইয়া দিতেন মাত্র। তাঁহার অর্থ-প্রাপ্তির একমাত্র চেষ্টা ও উপায় ছিল—ভগবানের নিকটে প্রার্থনা। যখনই অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই প্রার্থনা করিতেন এবং শীঘ্র কি বিলম্বে

প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে,—এরূপ বিশ্বাস করিতেন। কতদিন এমন হইয়াছে,—অনাথাশ্রমগুলির breakfast হইয়া গিয়াছে, কিন্তু dinnerএর জন্য কিছুই নাই। Muller ধারে জিনিষ কিনিতে নারাজ। তিনি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। কিন্তু মজা এম্‌নি, কখনও অর্থাভাববশতঃ তিনি অথবা কোন অনাথ বালক উপবাসী থাকেন নাই;—অযাচিত ভাবে দান আসিয়া সকল আবশ্যকীয় কর্ম্মই সম্পাদিত করিয়া দিত। বৈকালের tiffin এবং নৈশ-ভোজনও ঐ ভাবেই সম্পন্ন হইত। ৪'টার সময়ে কোন বন্ধুর আসিবার কথা, অথচ তিনি আসিতেছেন না; মুলার অম্‌নি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"ভগবান! বন্ধুকে আনিয়া দাও।" তিনি বলিতেন, "ভগবান ও আমি যেন এই যৌথ-কারবার খুলিয়াছি। টাকা-দেনে-ওয়ালা তিনি, আর শারীরিক পরিশ্রম করিব আমি।" কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি এত সব কর্ম্ম করিতেছেন কেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "ভগবানের নিকটে যে সরল প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় না, ইহা আমি জানি ও বিশ্বাস করি। কিন্তু অনেকে মনে করে যে বিধাতার করুণা পূর্ব্ব কালে লোকে যেরূপ লাভ করিয়াছে, আজ কাল তাহা সম্ভব নহে। সাধারণের এই ভ্রম অপনোদনের নিমিত্তই আমি ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এই বহুব্যয়সাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবান বরাবরই আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।"

সতীঘাট, কন্‌খল্। ২৭।৩।'১৪ * * *



নারায়ণেষু।

দেহ-চিন্তা-বিসর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; এবং সেরূপ চেষ্টাই কর্ত্তব্য। * * • * * *

অনেক্‌গুলি বই পড়ার ইচ্ছাও খুব ভাল নয়। অনেক সময়ে, বই পড়িতে পড়িতে পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হয়। সে নেশাকে দমন করিতে হয়। পড়া সাধনের সাহায্যের জন্য,— সাধনের স্থান অধিকার করিবার জন্য নহে। তাই বলিয়া কিন্তু বই পড়া একেবারেই বন্ধ করিতে বলিতেছি না।

নিস্ত্রৈগুণ্যের উপাসক হইতে যাইয়া যেন প্রকারান্তরে জড়োপাসক হইয়া পড়িও না। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণময়ী মহাশক্তির আধার। 'তজ্জলান্—ইতি শান্ত উপাসীত'। কিন্তু সাধারণতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিতে যাইয়া ঘটি, বাটি, মানুষ, গরু প্রত্যেকের ভিতরে মনটিকে প্রবিষ্ট করাইয়া সেগুলিতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিতে হইবে না। চেষ্টা করিতে হইবে সর্ব্বদা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরঞ্জনে সম্পূর্ণ মন সমাধান করিতে; এবং সেরূপ করিতে যাইয়া যখনই পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ মন বিষয়াকারকারিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, তখনই বিচার ও দৃঢ়তার বলে সেই বিষয়টিকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমুদ্রে প্রলীন করিয়া দিতে হইবে। ইহাই হইল প্রধান সাধন।

সময়ে সময়ে অনুলোম, বিলোম প্রভৃতি চিন্তাও ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।

সাধনের প্রতিকূল চিন্তা ও কর্ম্ম যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হয়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সত্য ও সংযম, জপ ও বিচার, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ক্ষমা ও অহিংসা—এ সকলেরই পূর্ণত্ব চুপে ;—মুখ-চুপে নয়, মন-চুপে।

আরও একটি কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করিও,—'জগৎটা ত্রিগুণেরই বিকাশ, জগতে ত্রিগুণ ভিন্ন আর কিছুই নাই।' যখন জগতের দিকে মন যায়, তখনই এরূপ চিন্তা করা যায় ; অন্য সময়ে নহে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু। * * *



নিরাপৎস্থ।

এক জন ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন :—

"Thrice blessed are the pure, as the wise have us told,
They'll find the dear Lord in their heart's prison-hold;
For, a fit habitation for God, to be sure,
Is the eye that is chaste and the heart that is pure."

পবিত্র হৃদয়-মন্দির ভগবানের প্রিয় বিলাস-নিকেতন—একথা সকল দেশের সকল মহাপুরুষই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে—"পবিত্র হৃদয়"এর অর্থ কি, কি হইলে মন পবিত্র হয়। "পাত্রটীতে পবিত্র ঘৃত রহিয়াছে"—বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় এই যে পাত্র মধ্যে কেবল খাঁটি 'ঘী'ই আছে—ঘৃতের সহিত অন্য কোন দ্রব্যই মিশ্রিত হয় নাই। কোন দ্রব্যের সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত না হইলেই তাহাকে পবিত্র বলা যায়। আচ্ছা, এখন দেখা যাক্, পবিত্র মন কাহাকে

বলে। যে মনের সহিত অন্য কিছুই মিশ্রিত হয় না, তাহাই পবিত্র মন। মন বিষয়ে লিপ্ত হইলেই অপবিত্র হইল। সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষয় মনই পবিত্র। মন বিষয়-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হইলেই, সমুদ্রে নদীর মত, নির্ব্বাণানন্দে লীন হইতে পারে।

কন্‌থল্।

২।৪।'১৪

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

আনন্দের তুলিকায় বিজয়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। যে ধৃতিমান সাধক শাস্ত্র-বিধির অনুসরণ করিয়া ৺জগন্মাতা মহাশক্তির উদ্বোধন এবং আরাধনা সুসম্পন্ন করেন, তাঁহার বিজয়াই প্রকৃত বিজয়া। সে বিজয়ার আরম্ভ আছে, সমাপ্তি নাই। সে বিজয়ার প্রসাদে তিনি মৃত্যু বিজয় করিয়া আনন্দময়, উৎসবময় পরমধাম প্রাপ্ত হন। এ হইল এক প্রকারের বিজয়া। আর, তোমার আমার যে বিজয়া, যাহারা মিষ্টান্ন-ভোজন এবং নববস্ত্র-পরিধানকেই দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করে, যাহারা ৺পূজার সময়ে নানা প্রকার তরল আমোদের সম্ভোগ-আশায় উৎফুল্ল হয়,—সেই তোমার আমার যে বিজয়া, তাহা আর এক প্রকারের বিজয়া। আমাদের যে বিজয়ার আমোদ, তাহা তড়িতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহা হাস্যপ্রবণ মহারাজের সম্মুখে পুত্র-শোক-কাতর বয়স্যের কাষ্ঠ-হাসির তুল্য শূন্য-গর্ভ। যদি তোমার অবসর থাকে, এস, এই উভয় প্রকার বিজয়ার, এই উভয় প্রকার আনন্দের কিছু আলোচনা করি।

প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ক্রূরকর্ম্মা জমিদারের যে আনন্দ, শক্তি-বিলোপী ইন্দ্রিয়ভোগে মত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল যুবকের যে

আনন্দ, আবশ্যক-ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও ধন-সঞ্চয়ে কৃপণের যে আনন্দ, জ্যামিতি-চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিয়া মৃত্যুগ্রস্ত আর্কিমেডিসের যে আনন্দ, স্বোপার্জ্জিত সমুদয় ধন-সম্পত্তি জগতের কল্যাণার্থ ব্যয়িত করিয়া সেবা-পরায়ণ আত্ম-ত্যাগীর যে আনন্দ—এ সকল আনন্দই এক শ্রেণীর বা এক প্রকারের নহে। একটী অপেক্ষা অন্যটী পবিত্র, একটী অপেক্ষা অপরটী উৎকৃষ্ট। জগতের বিভিন্ন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানব যে সকল আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তাহারা আলম্বনের পার্থক্য অনুসারে পৃথক্ শ্রেণীরই হইয়া থাকে। একটী আনন্দ যে অপর একটি অপেক্ষা তোমাকে উন্নততর, পবিত্রতর করে, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। এই হিসাবে জাগতিক আনন্দের মধ্যে—জাগতিক বিষয়োপলক্ষিত আনন্দ-সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আনন্দ ভজনানন্দ—ঈশ্বরারাধনার আনন্দ। যাহা এতদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যে আনন্দ শ্রেষ্ঠতম, উচ্চতম, পবিত্রতম, উৎকৃষ্টতম—তাহাই ব্রহ্মানন্দ।

ব্রহ্মানন্দের তুলনায় যে অন্যান্য আনন্দ হেয়, নিকৃষ্ট ও অপবিত্র, কেবল তা-ই নয়, তাহার কাছে এগুলি আর কতটুকু? অতি অল্প। একটু ধীরভাবে বিচার করিলেই বুঝিবে, একটী আনন্দ অপেক্ষা অপর একটী আনন্দ ঘন, বস্তু-পরিমাণে বেশী। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে হঠাৎ আনন্দ-বহুল সংবাদ প্রদান করিতে চিকিৎসক কুণ্ঠিত হন। দুগ্ধের সহিত চিনি পাইলে তোমার যে আনন্দ, একটী রসগোল্লা পাইলে

তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে—অনেক অধিক মাত্রায় আনন্দ উপভোগ কর। আনন্দগুলির মধ্যে এইরূপে মাত্রার, বস্তু-পরিমাণের, ঘনত্বের প্রভেদ বর্ত্তমান। যে আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘন, যাহার মাত্রা, যাহার বস্তু-পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—তাহাই ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু এ প্রভেদও খুব বেশী নয়। আরও একটা কথা আছে। ক্ষণ-বিধ্বংসী জাগতিক-বস্তু-নিচয়কে অবলম্বন করিয়া যে সকল আনন্দ আমরা বিভিন্ন সময়ে সম্ভোগ করিয়া থাকি, তাহাদের প্রত্যেকটী আনন্দই ক্ষণ-বিধ্বংসী। উপভোগ করিতে না করিতেই তাহা বিলীন হয়। কেবল যে বিলীনই হয়, তা নয়; একটী নিরানন্দ, একটী বিষাদ, একটী দুঃখের কাছে আমাদিগকে হঠাৎ পহুঁছাইয়া দিয়া, বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতেই যেন, অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়। স্পর্শ-সুখ-মত্ত হস্তী যেমন নেশার ঘোরে অজ্ঞাতসারে গর্ত্তে পতিত হইয়া বন্ধন-গ্রস্ত হয়, আমরাও তেমনি সুখের আপাত-প্রতীয়মান রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, সুখের পেছনে ছুটিতে ছুটিতেই, সুখের আস্বাদন করিতে না করিতেই, অপ্রত্যাশিত রূপে দুঃখের ভিতর পতিত হই। প্রত্যেক সুখ একটী দুঃখের কাছে পহুঁছাইয়া দিয়া, প্রত্যেকটী তুষ্টি একটী অতুষ্টিতে উপনীত করাইয়া, প্রত্যেক তৃপ্তি একটী অভাবের মধ্যে নিপাতিত করিয়া, কি বিশ্বাস-ঘাতকতার, কি নির্দ্দয়তার, কি হিংসা-বৃত্তির পরিচয়ই না দিতেছে! অথচ আমরা—বিচার-বিহীন অবিবেকী আমরা সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র, পরিমিত, ক্ষণ-বিনাশী আনন্দগুলিকেই জীবনের প্রিয়তম চির-সুহৃদ্

মনে করিয়া তাহাদের অনুগমন করিতেই লালায়িত। তুমি হয়ত বলিবে, "জগতের সুখও যেমন ক্ষণ-বিধ্বংসী, দুঃখও ত তেমনি ক্ষণ-বিধ্বংসী। সুখ যেমন দুঃখের কাছে পহুঁছাইয়া দেয়, দুঃখও তেমনি সুখের কাছে পহুঁছাইয়া দেয়। কাজেই সুখ আমাদিগকে দুঃখের কাছে উপনীত করাইয়া আর একটী সুখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাই করিয়া দেয়। সুতরাং সুখের বিশ্বাস-ঘাতকতা কোথায়?" বাস্তবিকই সুখ বিশ্বাস-ঘাতক নয়। উভয়েই ক্ষণ-বিধ্বংসী হইলেও আমরা সুখকেই চাই, দুঃখকে চাই না—ইহাই আমাদের স্বভাব। একটী সুখ বহু বিলম্বে আর একটী সুখ প্রদান করিবে, আর, একটী দুঃখ অনতি-বিলম্বেই একটা সুখে পহুঁছাইবে ;—এ পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা দুঃখকে হেয়, এবং সুখকে উপাদেয় বোধ করি। এই বোধের হাত যদি এড়াইতে পারিতাম, সুখ-দুঃখের পার্থক্য যদি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম, তবে হয়ত দুঃখকে চিরকালের তরে নির্ব্বাসিত করিতে সক্ষম হইতাম। কিন্তু আমরা সুখান্বেষী সাংসারিক জনগণ তা' পারি না। পারি না বলিয়াই আমাদের মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিমান সুখকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। যাহা হউক, সুখের সে কলঙ্ক সত্য কি মিথ্যা, সে বিচারে আমাদিগের সময়-ক্ষেপের প্রয়োজন নাই। দুঃখ কেহই চায় না, সুখ সকলেই চায়। অথচ সংসারের যাবতীয় সুখই বিনাশশীল,—অন্তবান। জাগতিক আনন্দগুলির মধ্যে যে আনন্দ অপেক্ষাকৃত অধিক-ক্ষণ-স্থায়ী, তাহাই আমাদিগের নিকটে সমধিক আদরণীয় ; আর যে আনন্দ

অপেক্ষাকৃত অল্প-ক্ষণ-স্থায়ী, তাহাই আমাদের নিকটে অল্প আদরণীয়। যে আনন্দ অনন্ত-কাল-স্থায়ী, যে আনন্দের সমাপ্তি হয় না, যে আনন্দ আমাদিগকে দুঃখে উপনীত করায় না, যে আনন্দ চিরকালের তরে আমাদিগকে দুঃখ হইতে মুক্ত করে, যে আনন্দ অভাব-বোধকে চিরকালের তরে ঘুচাইয়া দেয়, যে আনন্দ পূর্ণ-তৃপ্তি ও পূর্ণ-শান্তির স্বরূপ—তাহাই ব্রহ্মানন্দ।

এই যে অনন্ত, অপরিমেয়, পরিপূর্ণ, পবিত্রতম ব্রহ্মানন্দ, তাহা জাগতিক আনন্দ হইতে কতগুণ বড়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব সংগ্রহ করা যা'ক্। হিসাবটী এই :—

সংসারে প্রত্যেকেই ত নানা সময়ে নানা প্রকার আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সকলে একরূপ সুখী নয়। মোটের উপর কেহ বেশী সুখী, কেহ কম সুখী। জগতে খুব বেশী সুখী কে, অনুমান কর। মনে কর, তুমি নব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছ; অনিন্দ্য-সুন্দর দেহ-কান্তি লাভ করিয়াছ; দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন শরীর ধারণ করিতেছ; শ্রেষ্ঠতম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সসাগরা ধরিত্রীর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ; ধন-রত্নে ও দ্রব্য-সম্ভারে তোমার ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তোমার অপ্রতিহত আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী প্রস্তুত রহিয়াছে; তোমার প্রতাপে, তোমার প্রভাবে, তোমার ক্ষমতায় সকলেই তোমার বশতাপন্ন হইয়াছে; সমুদয় কামনা তোমার পদ-লেহন করিবার জন্যই যেন সর্ব্বদা লালায়িত রহিয়াছে;

তোমার গুণ, তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি, তোমার শক্তির খ্যাতি অন্য সকলের যশকেই হীনপ্রভ করিয়াছে। যদি তুমি এইরূপই হইতে পার, তবে যে জগতের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ-ভাজন হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই তোমার যে আনন্দ, তাহাই এ জগতের পূর্ণানন্দ। এই জগতের যাহা পূর্ণানন্দ, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক গন্ধর্ব্বলোকের পূর্ণানন্দ। গন্ধর্ব্বলোকের যাহা পূর্ণানন্দ, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক পিতৃলোকের পূর্ণানন্দ। পিতৃলোকের যাহা পূর্ণানন্দ, তদপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক দেবলোকের পূর্ণানন্দ। দেবলোকের যাহা পূর্ণানন্দ, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক প্রজাপতি-লোকের পূর্ণানন্দ। প্রজাপতিলোকের যাহা পূর্ণানন্দ, তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক ব্রহ্মানন্দ।

এখন অনুমান কর, সংসারের যে 'আবিল মধু'র * পানে অবিরাম তাকাইয়া আছ, সংসারের যে আনন্দগুলির জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে ছুটাছুটি করিতেছ, সংসারের যে আনন্দ-গুলির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াই জীবনকে দুঃখময়, অশান্তিময় করিতেছ, সে আনন্দই বা কোথায়, আর ব্রহ্মানন্দই বা কোথায় ?

ব্রহ্মানন্দের ত একটা হিসাব পাইলে। এ আনন্দ-প্রাপ্তির জন্য, দুঃখের চির-নিবৃত্তি সাধনের জন্য কি চেষ্টা করিবে ? এই ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই প্রকৃত বিজয়া।

---

* আবিল মধুর গল্পটী বেদ-বাণী প্রথম প্রচারের ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাসা করিবে সে আনন্দ—পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ কোথায় পাওয়া যায়? শোন, তা পাওয়া যায় নিত্য-বৃন্দাবনে। সে দেশ জল-মাটীর তৈয়ারী নয়; সে দেশ আকাশ দিয়া গড়া, আর আকাশ দিয়া ঘেরা। যদি সে দেশে যাইতে কখনও ব্যগ্র হও, আর তখন সম্ভাবনা থাকে, তবে সে দেশের খবর তখন বলিতে চেষ্টা করিব। আজ আসি।

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৫। * * *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওঁ

১। ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশ্যমনন্তং হি নিরন্তরম্।
নিরাকারং নিরাধারং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ম্॥ ১
ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং সদাত্মকম্।
সুসূক্ষ্মম্পুরুষমব্রহ্ম বিষ্ণুং সর্ব্বগতং বিভুম্॥ ২
অজং সত্যং ধ্রুবং নিত্যং শাশ্বতঞ্চ সনাতনম্।
ঋতম্পুরাণমমৃতং বিনাশোৎপত্তি-বর্জ্জিতম্॥ ৩
অবিভক্তমখণ্ডঞ্চ নিষ্কলঞ্চ নিরংশকম্।
অদ্বৈতমেকরূপঞ্চ নির্ভেদং হি একং সমম্॥ ৪
সর্ব্বাবয়ব-নির্মুক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।
মনঃ-শূন্যং বুদ্ধি-শূন্যং প্রাণ-শূন্যং বিদেহকম্॥ ৫
শব্দহীনং স্পর্শহীনং রূপহীনমগন্ধবৎ।
রস-শূন্যং প্রভা-শূন্যং ব্যোমাতীতন্নিরাময়ম্॥ ৬
ঊর্দ্ধ-শূন্যমধঃ-শূন্যং মধ্য-শূন্যমকল্মষম্।
সর্ব্ব-শূন্যং নিরাভাসং নির্লেপঞ্চ সুনির্ম্মলম্॥ ৭
নিত্য-পূতং নির্ব্বিশেষং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অবিক্রিয়াত্মকং ধীরমপাপবিদ্ধমচ্যুতম্॥ ৮
নিশ্চলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ষড়ূর্ম্মি-রহিতং শমম্।
সঙ্গহীনং কামহীনং বিরজং স্থিরমব্যয়ম্॥ ৯

নির্ব্বিকল্পং নির্ব্বিকারং নির্গুণং নিরুপাধিকম্ ।
নির্দ্দোষমভয়ং তত্ত্বমকলঙ্কমুদাসীনম্ ॥ ১০

অক্ষরং হি গুণাতীতং মায়াতীতমলক্ষণম্ ।
অহেয়মনুপাদেয়মবাঙ্-মনস-গোচরম্ ॥ ১১

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়মনির্দ্দেশ্যং যদদ্ভুতম্ ।
মন্ত্রহীনং ভাষাহীনং স্বর-ব্যঞ্জন-বর্জ্জিতম্ ॥ ১২

শুদ্ধং মুক্তং মোক্ষরূপং কেবলং বিশোকম্পরম্ ।
একরসঞ্চাদ্বিতীয়ং দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩

বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং বুদ্ধং সম্বিদ্রূপং চিদাত্মকম্ ।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানং বেদং চিন্মাত্রঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ১৪

বিধূমাগ্নিনিভং দেবং স্বপ্রকাশং জ্যোতির্ম্ময়ম্ ।
শুভ্রং শুক্রং দ্যোতমানং স্বয়ঞ্জ্যোতিং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৫

আনন্দং পরমানন্দং পরানন্দং পরাৎপরম্ ।
পূর্ণানন্দং মহানন্দং ভূমানন্দং রসং শিবম্ ॥ ১৬

ঘনানন্দং চিদানন্দং নিত্যানন্দং সদাশিবম্ ।
সদানন্দং সর্ব্বানন্দং পূর্ণ-তৃপ্তিং সুখাত্মকম্ ॥ ১৭

[যৎ পদং পরমং বেদাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ।
সচ্চিদানন্দমাত্মানং তন্মামেব স্মরাম্যহম্ ॥ ১৮]

ওঁ হরিঃ ওঁ

২। কণ্টকাকীর্ণ এক ঘোর অরণ্যের মধ্য দিয়া কোন পথিক কষ্টে-সৃষ্টে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ এক বাঘ তাহাকে তাড়া করিল। অনন্যগতিক হইয়া সে নিকটস্থ এক গাছে আরোহণ করিল এবং তদুপরি এক বলবান বানরকে দেখিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বাঘ গাছের নীচ হইতে ডাকিয়া বানরকে বলিল, "মানুষ স্বার্থপর, সে সর্ব্বদাই তোমার হিংসা করে; অতএব তুমি উহাকে আমার নিকটে ফেলিয়া দাও।" বানর উত্তর করিল, "এ যখন আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি ইহাকে রক্ষা করিবই; কিছুতেই ফেলিয়া দিব না।" কতক্ষণ পরে রাত আসিল। পথিকটী কোন প্রকারে একখানা ডাল ধরিয়া বসিয়া রহিল। বানরটীর নিদ্রাবেশ হইল। বাঘ তখনও গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। সে মানুষটীকে বলিল, "বানরকে আবার বিশ্বাস কি? সে তো চিরকালই মানুষকে হিংসা করে! উহার অধীনতা-জনিত কষ্ট তোমার দূর হউক্। এই মুহূর্ত্তেই তুমি উহাকে আমার নিকটে ফেলিয়া দাও। আমি চলিয়া গেলে তুমি নিরাপদে ও শান্তিতে কাল কাটাইতে থাক।" পথিক বাঘের কথাই মানিয়া লইল;—আশ্রয়-দাতাকে সবলে ধাক্কা প্রদান করিল। শাখামৃগটী পড়িতে পড়িতে জাগরিত হইয়াই এক লাফে একটী ডাল ধরিয়া ফেলিল এবং লাফাইতে লাফাইতে একটী উচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিল। তখন বাঘটী বানরকে বলিল, "এই কৃতঘ্ন মানুষটীকে কি তুমি এখনও রক্ষা করিতে চাও?" বানর বলিল, "সে যখন একবার মন-প্রাণে আমার শরণাগত হইয়াছে, তখন

দুর্ব্বলতাবশতঃ সে কখনও আমার হিংসা করিলেও—আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি কদাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিব না।" বাঘ অগত্যা চলিয়া গেল।

৩। "হে ভগবন্! ভয়ঙ্কর তুফানে পড়িয়াছি; শরীর অবসন্ন হইয়াছে, আর সাঁতার কাটিতে পারি না;—এই বুঝি ডুবিয়া যাইতেছি! জলজন্তুগণও যেন আমাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে! রক্ষার কোন উপায়ই দেখিতেছি না। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার আশ্রিত—শরণাগত, তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। হে দীননাথ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তুমি আমাকে কৃপা কর!"—ইহাও ঠিক্ ঠিক্ আত্ম-সমর্পণ নহে। প্রকৃত আত্ম-বিসর্জ্জনে হা-হুতাশ নাই—অনুতাপ নাই—প্রার্থনা নাই—কামনা নাই—নিজের বা অন্যের বা জগতের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই নাই—কোন কর্ত্তব্য নাই—কোন দায়িত্ব নাই। সমর্পিত-চিত্ত সাধকের মন সদাই ভগবন্ময়। সে যে সকল বোঝা ভগবানের ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। তার যে 'আমার' বলিতে এখন কিছুই নাই। সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—উদাসীন।

৪। হে ভগবন্! সকল শরীর-মন—সমুদয় জগৎ তোমার শরীর। এ মুখে তুমিই বলিতেছ, এ মনে তুমিই ভাবিতেছ, এ শরীরে তুমিই করিতেছ।

৫। আমরা এমনই কপর্দ্দকহীন দরিদ্র, এমনই ক্ষুদ্রাশয় নীচ, এমনই বিচারবিহীন অন্ধ, এমনই উদ্যমবিহীন হতভাগ্য যে প্রকৃতি-রাণীর প্রদত্ত দুই-একটী টাকা-মোহর পাইয়াই, কেবল-বিশ্ব-সম্রাটের-নিকটেই-প্রাপ্তব্য অমূল্য রত্নরাজির কথা বিস্মৃত হইয়া থাকি !

৬। জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কার্য্যে ভগবান আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই !

৭। মানুষ যেমন কলম দিয়া লেখে, ভগবানও তেমনি সকল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিতেছেন।

৮। নিত্য সর্ব্বগত আমার আবার মৃত্যু কি ? আমি বরাবর নদীতে প্রবাহিত হইব, সূর্য্যে কিরণ-বিস্তার করিব, বৃক্ষ-পত্রে কম্পিত হইব, অসংখ্য জীব-জন্তুতে বিচরণ করিব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিব, অনন্ত কল্পে অনন্ত লীলা করিব, মহাপ্রলয়েও স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকিব।

৯। দোল উপলক্ষে ছেলেরা কাপড়ে রঙ্ দেয় না ? এবার থেকে তারা একটা নূতন ব্যবস্থা করুক্ না ! কিছু 'হরি-মাটি' সংগ্রহ করিয়া, গুলিয়া সাম্‌নে রাখুক্। যে কাপড়ই চোখের

সাম্‌নে পড়িবে, তাহাতেই এই রঙ্‌ লাগাইয়া দিবে। যে কাপড়ে "মার(ড়)" থাকিবে, তাতে বেশী বার লাগাইবে। কিছুকাল পরে দেখিবে, সব কাপড়ই একাকারে রঞ্জিত হইয়াছে। দেখিতে পাইবে, ঐ রঙ্‌—বিনা পয়সার, শুধু পরিশ্রমের ধন, হরি-মাটি "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" তখনই তারা "হরিময় বিশ্ব করিবে দর্শন।"

১০। আজকালকার ছেলে-পিলেরা কিছু গম্ভীর হইতেছে; তাই যদি তারা 'আবিরোৎসব' করিতে না-ই চায়, তারা বরং অম্‌নিই দোল-পূজা করুক্‌ না? সম্ভ-প্রস্ফুটিত-হৃদয়-কমলোপরি কণকোজ্জ্বল মণি-মন্দির প্রত্যক্ষ কর। তন্মধ্যে অতুলপ্রভ রত্নবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভগবান-চন্দ্রের দিব্য মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাক। জ্ঞানের অর্ঘ্যে ও ভক্তির চন্দনে, শ্রদ্ধার সহিত, মানস-পূজা সম্পন্ন কর। অভিমানকে ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া সরল মনে তাঁহার কিঙ্কর্য্য অবলম্বন কর। দীন ভাবে তাঁহাকে নমস্কার কর। একাগ্র মনে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা কর। দেখিবে—ঠাকুরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় দশদিক্‌ আলোকিত হইয়াছে। বুঝিবে—শ্রীমুখের মৃদু-মধুর হাস্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুলকিত হইতেছে। অনুভব করিবে—তিনি আছেন

"অনলে অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধরে সলিলে গহনে।
বিটপী লতায়, জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে॥"

সকলের হৃদয়-সিংহাসনেই তাঁহাকে দর্শন করিবে এবং জগতের সর্ব্বত্রই তাঁর প্রেম-লীলা প্রত্যক্ষ করিবে।—সমুদয় জগৎ তাঁর রঙে রঞ্জিত, তাঁর প্রভায় অনুপ্রাণিত, তাঁর তেজে সঞ্জীবিত।

১১। পিচ্ছিল—শুধু পিচ্ছিল কেন, নানা প্রকারেই দুর্গম জীবন-পথের যাত্রিগণের কর্ত্তব্য,—বিচারের মশাল ও ভক্তির যষ্টি সঙ্গে লইয়া অনবরত পথচলা।

১২। সমুদ্র যেমন ভিতরে প্রশান্ত থাকিয়াও, উপরে উত্তাল-তরঙ্গ-মালার বিস্তার করিয়া থাকে, মহাপুরুষগণও তেমনি অন্তরে প্রশান্ত ভাব বজায় রাখিয়া, বাহিরে চঞ্চলতার ছদ্ম-বেশ পরিধান পূর্ব্বক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন।

স্বর্গাশ্রম।

২৯শে আশ্বিন, ১৩২৩।

ওঁ

১। মহাত্মা তুলসীদাস ভক্তিকে এই নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ—

(১) সাধু-সঙ্গ।

(২) ভগবৎ-প্রসঙ্গে রতি।

(৩) গুরু-সেবা।

(৪) ভগবানের স্তুতি, প্রার্থনা, বন্দনা ইত্যাদি।

(৫) মন্ত্র-জপ।

(৬) যে কোন ভাবেই হউক, সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণ (ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি)।

(৭) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একত্ব-দর্শন।

(৮) সর্ব্বাবস্থায় মনের সমত্ব রক্ষা এবং স্বপ্নেও কাহারও দোষ দর্শন না করা।

(৯) সরলতা এবং সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্ম-বিসর্জ্জন।

২। প্রেম লাভ করিতে চাও ত সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর।

৩। রাজধানী উদয়পুরের অনতিদূরে শৈলোপরি এক সুরম্য মন্দিরে ভগবান নারায়ণ বিরাজিত আছেন। (চতুর্ভুজ নারায়ণ —ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ-কর্ত্তৃক "চা'রভুজা" নামেই অভিহিত হন।) অনন্ত-লীলা-বিলাস-ময় এবং বিশিষ্ট-মহিমা-মণ্ডিত এই চা'রভুজার প্রতিপত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দূর দূরান্তর হইতেও বহু নর-নারী নানা কামনা পূরণার্থ পূজার দ্রব্য-সম্ভার সমভিব্যাহারে এই মন্দিরে আগমন করিয়া থাকে। বৎসরের এক নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্দিরের পাদদেশে এক প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের পরও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মেলাটী স্থায়ী হয়। এই স্থানটী পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া সমাগত যাত্রি-বৃন্দের মধ্যে কেহ না কেহ প্রায় প্রতি বৎসরই সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগমন সময়ে পথ ভুলিয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে ঐ সময়ে এক নীল ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ভগবান চা'রভুজা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া পথ-ভ্রান্ত জন-গণের দিঙ্-নির্ণয় করিয়া দিয়া থাকেন।

একদিন এক সন্তানহীন বৈশ্য-দম্পতি এই মন্দিরে আসিয়া মানস করিল যে যদি ভগবানের কৃপায় তাহারা পুত্র-মুখ দেখিতে সক্ষম হয়, তবে সেই পুত্রকে, তাহার ষষ্ঠ বৎসরে, শ্রীশ্রীভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিবে (অথবা, পুত্রের ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে তাহারা যথাশক্তি ভগবানের পূজা করিবে;—ঠিক মনে নাই)। যথাকালে তাহাদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, একদিন অপরাহ্ণে, বাড়ীর এক বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য তাহাকে লইয়া অন্যের অলক্ষিতে বহির্গত হইল; এবং এক বিজন

অরণ্যে উপনীত হইয়া অস্ত্রাঘাতে বালকের মুণ্ডচ্ছেদ করতঃ অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিল এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রভুর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল। সন্ধ্যা-সমাগমে পুত্রকে না পাইয়া সকলেই চিন্তাকুল হইল। অত্যন্ত বিষাদ এবং ব্যস্ততার মধ্যে সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিতা হইলে পর দেখা গেল, পুত্র সুস্থ শরীরে একাকী প্রত্যাগমন করিতেছে। বালক তাহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল যে অতি প্রত্যূষে সে জীবন লাভ করিবার পরই কে যেন একজন তাহাকে এক নীল ঘোড়ায় নিজের পার্শ্বে বসাইয়া, এইমাত্র বাড়ীর ফটকের কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। জন্মাবধি পুত্রের চুল কর্ত্তন করা হইয়াছিল না। দেখা গেল পুত্রের দীর্ঘ শিখাটির একাংশ গলদেশে কর্ত্তিত স্থানের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।

এই ছেলেটী যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে আজকাল এর বয়স এগার বৎসর।

৪। আপ্তকাম জ্ঞানঘন ভগবানই সেবা করিতে সক্ষম এবং তিনি সর্ব্বদাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবের সেবা করিতেছেন। আমাদিগের—স্বার্থপরায়ণ, জ্ঞানহীন আমাদিগের সেবা-কার্য্যের সামর্থ্য কই ?

৫। নিজের প্রীতির জন্য কাহারও অসুবিধা ঘটাইও না।

৬। যাহা কিছু—সকলই চৈতন্য-সাগরে বিলীন করিয়া দাও।

৭। যাহা কিছু—সকলই চিৎ-শক্তির প্রকাশ।

৮। সকল শরীরই ভগবানের পবিত্র মন্দির।

৯। আবরণ ও বিক্ষেপ—এই দুইটীকে দূর করিতে হইলে নামের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ—এ উভয়েরই চিন্তা করা প্রয়োজন।

১০। ধৈর্য্যহীন সাধকের পক্ষে সিদ্ধি লাভ সুকঠিন।

১১। কু-যোগী কখনও সংসার-তরুর উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয় না।

১২। রাম-রাবণের যুদ্ধে যে সকল রাক্ষস প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্যুর প্রাক্কালে তাহাদের চিত্ত রামাকার-কারিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছিল; কিন্তু নিহত হইবার সময়ে বানর-সৈন্য-গণের চিত্ত রাবণাকার-কারিত হওয়াতে তাহারা মুক্ত হয় নাই। তাই, যুদ্ধাবসানে যখন ইন্দ্রদেব অমৃতবর্ষণ করিলেন, তখন হতাহত সমুদয় কপি-সৈন্য জাগিয়া উঠিল; কিন্তু একটী রাক্ষসও পুনর্জ্জীবন লাভ করিল না।

ওঁ

১। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।"

২। পরস্পর ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে কতিপয় বন্ধু একদিন সন্ধ্যাকালে কোন পার্ব্বত্য পথে চলিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটী যুবক অকস্মাৎ দেখিতে পাইল,—নিকটস্থ ঝরণার কাছে উপবিষ্ট কোন বৃদ্ধকে দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া এক ব্যাঘ্র নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে বন-পথ ধরিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুবকের ইঙ্গিতে বৃদ্ধ স্থান-ত্যাগ করিবামাত্রই যুবকের মনে হইল, "বৃদ্ধের জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তজ্জন্য ব্যাঘ্রকে ভক্ষ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার হিংসাই করিলাম! এই বিনশ্বর দেহের মাংস-শোণিতে ব্যাঘ্রের ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি হউক।" এই মনে করিয়াই যুবক বৃদ্ধের পরিত্যক্ত স্থানে যাইয়া বসিয়া পড়িল। ব্যাঘ্রটী আসিয়া তাহাকে মুখে লইয়া প্রস্থান করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল। ক্ষণকাল পরে স্থিরচিত্ত হইয়া যুবকের সহগামী এক প্রৌঢ় আস্তে আস্তে বলিল, "জন্মান্তরে—অদূর-ভবিষ্যতে এই যুবক নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিবে।" প্রৌঢ়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিরঞ্জন-তটে জীবন্ত সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

৩। ভগবান সর্ব্বগত ও সনাতন। সকল স্থানই তীর্থ এবং সকল কালই ধর্ম্মোৎসবের সময়।

৪। নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে যাইয়া যেন জড়োপাসক হইয়া পড়িও না।

৫। অন্যের দোষ দর্শন ও প্রচার করিতে আমরা যতটা ব্যগ্র, তাহার গুণ গ্রহণ ও কীর্ত্তন করিতে ততটা চেষ্টিত হই না।

৬। "তপঃ শৌচম্ দয়া সত্যম্"—ধর্ম্মের এই চারি পদ।

৭। নিষধ-রাজের ছিদ্রান্বেষণে সতর্কতার সহিত নিযুক্ত থাকিয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষ কাল পরে কলি যখন দেখিতে পাইলেন যে নল একদা প্রস্রাবান্তে পাদ-প্রক্ষালন না করিয়াই আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যা-বন্দনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অমনি সেই ছিদ্রটী অবলম্বন করিয়া তিনি নিষধ-রাজের শরীরে প্রবেশ করিলেন!

৮। কাষ্ঠাসন, মৃত্তিকাসন ও প্রস্তরাসন তপস্যার অনুকূল নয়।

৯। রাসমণ্ডলে প্রত্যেক গোপিনীই দেখিল,—পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহারই সম্মুখে অবস্থিত, এবং তাহারই সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।

১০। 'প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে' 'কফ-বাত-পিত্তের' প্রকোপে ভগবৎ-স্মরণ সম্ভব না হইতেও পারে। তাই, সময় থাকিতে, এখনই কেন তাঁহাকে ডাকিয়া লই না?

১১। অভিমানের বশে—বুদ্ধির চাঞ্চল্যে সাধনের মার্গ-বিশেষ অবলম্বন করিতে যাইয়া যেমন অন্তরায়ের গবাক্ষটী সজোরে অবরুদ্ধ করিতে যাই, অনেক সময়েই দেখিতে পাই, কোথা হইতে প্রশস্ত দ্বার সকল উন্মুক্ত করিয়া বিঘ্ন-বাত্যার (?) অপ্রতিহত প্রবাহ, আমার সমুদয় গর্ব্বিত পুরুষকারকে বিদ্রূপের সহিত ব্যর্থ করিয়া, আমাকে সবেগে পরিচালিত করিতে করিতে—আমার আশা ও কল্পনা অপেক্ষাও স্বল্পতর কালের মধ্যেই—উন্নতির উচ্চতর শিখরের সুকোমল আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত করাইতেছে।

যতই দেখিতে চেষ্টা করি, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যে বিধাতা আমাদের কর্ম্মসূত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহার দিকে যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, ততই জ্ঞানময়ী—করুণাময়ী—রহস্যময়ী মহাশক্তির লীলা-বৈচিত্র্যের অদ্ভুত তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২। ধন ও জন, বিদ্যা ও বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শক্তি, দ্রব্য ও কর্ম্ম—এ সকল বালির-বাঁধের উপর নির্ভর করিয়া ফল কি ?

১৩। "ভগবান", "ভগবান" ত করিতেছ; কিন্তু "ভগবান" বলিতে কি বুঝায়, তা' কি কখনও ভাবিয়াছ ? ভাবিয়া দেখ—বিচার কর—বুঝিতে চেষ্টা কর—বুঝিয়া শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হও। তাহা হইলে অনেক সমালোচনা ও অনেক কর্ম্মের দ্বার অর্গল-বদ্ধ হইবে।

১৪। কর্ম্মের হাটে যাইয়া যেন নিজকে হারাইয়া ফেলিও না।

১৫। ঠাকুর পূজা করিতে যাইয়া যেন উদর ও অভিমানের পূজাই করিও না।

১৬। শিশুর সুষুম্না নাড়ীতে যতদিন শ্লেষ্মাধিক্য থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে ভালরূপে কথা বলিতে পারে না।

কলিকাতা।
১৫ই মাঘ, ১৩২৩।



১। সত্য ও সংযম, জপ ও বিচার, গীত ও প্রার্থনা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ক্ষমা ও অহিংসা—এ সকলেরই পূর্ণত্ব চুপে ;—মুখ-চুপে নয়, মন-চুপে।

২। মন ছাড়া জগৎ কোথায়, আর জগৎ ছাড়াই বা মন কোথায় ?

৩। সঙ্কল্পের ফল কি, তাহা বিচার করিয়া সাবধান হও।

৪। "যামিন্যাঃ পশ্চিমে যামে
ত্যক্ত-নিদ্রো হরিং স্মরেৎ।"

৫। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ক্ষমা।

৬। মনে মনে বিরক্ত হওয়াও ক্রোধ।

৭। "সকলই মঙ্গলময়ের খেলা" এবং "সর্ব্বত্রই তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে"—ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

৮। কারও কোন কাজেই যখন নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করি না, ক্ষতি বোধ যখন একেবারেই থাকে না, তখনই বলা যাইবে —ক্ষমা আমার অভ্যস্ত হইয়াছে।

৯। "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

১০। আসক্তিই মিথ্যার প্রসূতি।

১১। অনেক সময়ে আমাদের অনেক কাজের মূলে থাকে—কুমৎলব, ছোট নজর ও ক্ষুদ্র স্বার্থ; কিন্তু সমাজকে বুঝাইতে চাই যেন কাজগুলি করিয়াছি—মহৎ উদ্দেশ্যে, পরার্থ বা পরমার্থ সিদ্ধির জন্য!

১২। কখনও করি "পারি"র অহঙ্কার, কখনও করি "পারি-না"র অহঙ্কার।

১৩। সকলের সন্তোষ উৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য বা কর্ত্তব্য নয়। ভগবৎপ্রীতিই আমার লক্ষ্য। ভগবানের প্রীতির জন্যই সর্ব্বদা কর্ম্ম করিব,—তা'তে জগৎ সন্তুষ্ট হউক্, আর না হউক্।

১৪। "ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা"।

১৫। There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in our Philosophy.

১৬। জগৎটা গুণত্রয়েরই বিকাশ।

১৭। নিজে নিজেই, নিজের খেয়াল মত, যখন তখন উপরের শ্রেণীতে পড়িতে যাইও না। উপযুক্ত সময়ে Head-masterই promotion দিবেন।

১৮। দীনতা ভিন্ন ভক্তি কোথায়?

১৯। "Plain Living and High Think ng."

২০। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নিয়ম। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা।

২১। যে সময়-টুকুতে ভগবৎ-স্মরণ হইল না, সেই কালটুকুই বৃথা ব্যয়িত হইল।

২২। জগৎকে তুমি যেমন দান করিবে, জগতের নিকট হইতে ঠিক্ তেমনই প্রতিদান পাইবে। যেমন ধ্বনি, তেমনই প্রতিধ্বনি।

২৩। বড় টেবিলটীর এক কোণে একখানি খাতা রাখিয়া রামবাবু প্রবন্ধ লিখিতেছেন; গিন্নি আসিয়া ছোট খোকাকে টেবিলের উপর বসাইয়া রাখিয়াই চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "দেখো, খোকা যেন পড়িয়া যায় না।" তখন হইতে রামবাবুর কতক মন লেখায়, আর কতক মন খোকায়।

বি-এ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। যদু উত্তরের খাতায় অঙ্ক কষিতেছে; তাহার অধ্যাপক আসিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া লেখা দেখিতেছেন। যদু অঙ্কও কষিতেছে, আর জানিতেওছে যে অধ্যাপক পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া, তৈল-রক্ষায় মনোযোগী থাকিয়াও কেহ কেহ নগর প্রদক্ষিণ ও নগর দর্শন করিতে সমর্থ।

অভ্যাস করিলে তুমি-আমিও কর্ম্মের মধ্যেও ভগবানকে মনে রাখিতে পারি।

সেই সন্ন্যাসীর মেয়েটী * রাজপত্নী হইয়াও—কর্ম্মবাহুল্যের

* প্রজারঞ্জক এক রাজা প্রজাবর্গের অনুরোধে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বেচ্ছায় কোন সন্ন্যাসীর পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

সন্ন্যাসীর মেয়ে রাজরাণী হইয়া কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তথায় সযত্নে রক্ষিত সন্ন্যাসী প্রদত্ত মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচার করিতেন,—"মন! স্মরণ রাখিও, আমি সন্ন্যাসীর মেয়ে; আমি পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম এখনও তেমনই আছি। এই আগন্তুক অনিত্য বিষয়-জালের সহিত আমার বাস্তব কোন সম্বন্ধ নাই; দেখিও, যেন ইহাদিগকে আপনার মনে করিয়া প্রতারিত হইও না।"

কালে রাণীর একটী কন্যা হইল। প্রজাগণ রাজার পুত্র কামনাই করিয়াছিল। রাণী কন্যা প্রসব করায়, রাজ্যের ভাবী অকল্যাণ আশঙ্কায় কন্যাটীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল।

রাজা কর্ত্তব্যানুরোধে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, রাণী সহাস্যবদনে, পতিসেবার অঙ্গ-রূপে-প্রতিপালিতা কন্যাকে গচ্ছিত ধনের প্রত্যর্পণের ন্যায়, রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

প্রায় দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে রাণী পুনরায় কন্যা প্রসব করিলেন। আবার বিদ্রোহ। এবারে রাণীর নির্ব্বাসন অনিবার্য্য হইল। রাণীও প্রফুল্ল চিত্তে, পূর্ব্বাভ্যস্ত জীবনের সেই চির পরিচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া বন গমনে প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—যদি কখনও সেবার জন্য প্রয়োজন হয়, তবে যেন তাহাকে সংবাদ দিতে রাজা কুণ্ঠিত না হ'ন।

মধ্যেও আত্ম-বিস্মৃতা হয় নাই। এবং আত্ম-বিস্মৃতা হয় নাই বলিয়াই অবস্থা-বিপর্য্যয়েও শান্তিহারা হয় নাই।

২৪। প্রেম বল দান করে।

•

২৫। বাজারে বন্ধুত্বের ছড়াছড়ি যত বেশী, বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ তত বেশী নয়।

পুনর্ব্বার রাজার বিবাহের আয়োজন হইল। এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য রাণীকে আনান হইল। তাঁহার সুপ্রসন্ন বদন, প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহার এবং সরল সস্নেহ দৃষ্টিতে অনেকেরই প্রাণ গলিয়া গেল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

বিবাহ-লগ্নে এক জন ছুটিয়া আসিয়া কার্য্যে বাধা দিয়া বলিল যে এ বিবাহ হইতে পারে না, কারণ, পাত্রী রাজার নিজেরই কন্যা,—তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল না। তখন প্রজাবর্গ প্রস্তাব করিল যে পূর্ব্বের রাণী-মাকেই গ্রহণ করা হউক। সন্ন্যাসীর মেয়ে আবার রাজরাণী হইলেন। তিনি কদাপি আত্ম-বিস্মৃতা হ'ন নাই—এই অবস্থা পরিবর্ত্তনেও কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না।

ওঁ

১। ভাল হ'তে পারি না ব'লে কি মন্দ হ'তে হবে?

২। আজ যদি ৺বদরিনাথ পৌঁছিতে না-ই পারি, তাই বলে কি এখানেই বসে থাকতে হবে? তার চেয়ে কি, যতটুকু পারা যায়, ততটুকু রাস্তা আজ এগিয়ে থাকা ভাল নয়?

৩। খুঁৎ খুঁৎ ক'রে, কি অন্য প্রকারে শক্তি ও সময় নষ্ট করার চেয়ে কি যখন যেটুকু পারা যায়, তখন সেইটুকু করা ভাল নয়?

৪। সাধনের যেটুকু শক্তি ও সুযোগ ভগবান দিয়াছেন, সে টুকুর সদ্ব্যবহার না করিয়াই অধিকতর শক্তি ও সুযোগ লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে তোমার কি অধিকার?

৫। ভগবানের নাম সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ।

৬। মদ খাইলে যেমন নেশা হয়, নাম করিতে করিতেও তেমনি এক রকম নেশা হয়—জগৎ ভুল হইয়া যায়। কি এক আনন্দরসে প্রাণ-মন আপ্লুত হয়!

৭। একটা সময় আসে, যখন নাম ও রূপ মিলিয়া যায়।

৮। শিবজীর এক গুরুভাই ছিল—বলরাম। বলরাম লেখাপড়া জানিত না, সাধন-ভজনের কোন ধারই ধারিত না, চরিত্র-গঠনের প্রতিও মনোযোগী ছিল না। কিন্তু সে অনন্য-মনে গুরুসেবা করিত। রামদাসও তাহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন এবং তাহার সেবায় প্রীতি প্রকাশ করিতেন। বলরামের অনেক দোষ সত্ত্বেও সে গুরুদেবের নিকট অধিকতর স্নেহভাজন হওয়াতে তাহার গুরুভাইগণ তৎপ্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিল এবং তাহার উপর রামদাসের ক্রোধ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে অনেক বৃথা চেষ্টাও করিয়াছিল। এক দিন বলরামের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া, একজন তার ঘরে প্রবেশ করিল এবং যে 'হামাম্‌দিস্তাতে' স্বামীজীর জন্য পান ছেঁচা হইত, তাহা লইয়া পলায়ন করিল। স্বামীজী আহার করিতে বসিয়াছেন, আহারান্তেই পান খাইবেন,—বলরাম পান ছেঁচিবার জন্য ঘরে ঢুকিল; কিন্তু কি বিপদ! হামাম্‌দিস্তা পাওয়া গেল না! বলরাম অগত্যা নিজের মুখ দ্বারাই পান চিবাইয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গুরুজীর হাতে সেই উচ্ছিষ্ট

পান প্রদান করিল। গুরুভাইগণ বলরামের নিকট হইতে এতটা দুঃসাহসিকতা আশা করে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, হামাম্-দিস্তার অভাবে পান প্রস্তুত হইবে না, বলরাম তিরস্কৃত হইবে। কিন্তু ঘটিল বিপরীত। সেই দিনের পান খাইয়া রামদাস বলরামের প্রশংসা করিলেন। বলরামও ঐরূপেই প্রত্যহ পান তৈয়ার করিয়া গুরুকে দিতে লাগিল। গুরুভাইগণ শিবজীকে বলিল, "বলরাম প্রত্যহই এক অপরিষ্কৃত অপবিত্র পাত্রে খারাপ ভাবে পান ছেঁচিয়া গুরুজীকে খাইতে দেয়।" তার পর দিন শিবজী গুরুর আশ্রমে আসিলেন এবং সেই দিন গুরু-সেবার সমুদয় কার্য্য তিনি নিজ হাতেই করিবেন বলিয়া গুরুজীর অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বলরামকে কিছুই করিতে দিলেন না। মূল্যবান এক নূতন হামাম্‌দিস্তায় শিবজী নিজেই পান ছেঁচিলেন এবং তাহা আহারান্তে গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। "নূতন হামাম্‌দিস্তা ও পান কিরূপ হইয়াছে?"—জিজ্ঞাসিত হইয়া রামদাস উত্তর করিলেন, "বলরামের হামাম্‌দিস্তার পান অধিকতর সুস্বাদু হয়।" শিবজী বলিলেন, "সে হামাম্‌দিস্তা ভাল নয়—অপবিত্র,—উহা আর ব্যবহার করিতে হইবে না।" রামদাসের অপর শিষ্যগণ বলরামকে জব্দ করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বলরামের নিকট হইতে তাহার হামাম্‌দিস্তা চাহিয়া আনা হউক্। এখনই জানা যাইবে, কোন্‌টী ভাল।" শিবজী বলিলেন, "আচ্ছা, লইয়া আইস।" অমনি একজন ধূর্ত্ত শিষ্য দৌড়িয়া যাইয়া বলরামকে বলিল, "গুরুজী তোমার হামাম্‌দিস্তা দেখিতে চাহিয়াছেন। এখনই আমার

নিকট দাও। তোমার যাইবার হুকুম নাই।" "এই আমার হামাম্‌দিস্তা লও,—গুরু-পাদ-পদ্মে অর্পণ করিও ;—জয় গুরু!"—এই বলিয়াই অবিলম্বে তীক্ষ্ণ খড়্গে বলরাম নিজের শিরশ্ছেদ করিল। মুণ্ড কর্ত্তনের সময় হইতেই 'হা' করিয়া রহিল। লোকটী মুণ্ডটী আনিয়া রামদাস ও শিবজীর সম্মুখে রক্ষা করিয়া বলরামের আত্ম-হত্যার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।• রামদাস শিবজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ হামাম্‌দিস্তা ভাল ?"

৯। এক রাজা ছিলেন,—তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই। রাণীর ইচ্ছা হইল—রাজাকে পরীক্ষা করিবেন। রাজার বিছানা পাতিবার জন্য একজন নূতন চাকরাণী নিযুক্ত হইল। সে বিছানা পাতিতে ক্রমেই অধিকতর অমনোযোগ ও শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা কিছুই বলেন না ; যেমন বিছানা পা'ন, তা'তেই প্রফুল্লচিত্তে শয়ন করেন। ক্রমে ক্রমে চাকরাণীর তাচ্ছল্য চরমে উঠিতে লাগিল। একদিন রাজা পালঙ্কোপরি না শুইয়া, নীচে কোন বিছানা না পাতিয়াই, মাটিতে শুইয়া রহিলেন। রাণী আসিয়া মাটিতে শুইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা উত্তর করিলেন, "বোধ হয়, বিছানা পাতিতে চাকরাণীটির অসুবিধা ও কষ্ট বোধ হয়। আমি যদি মাটিতে শুইতে অভ্যস্ত হই, তবে আর তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।"

১০। তিন মাস খুব উৎসাহের সহিত সাধন করিলে, আবার দুই মাস সংসারে মাতিলে, আবার চারি মাস সাধন করিলে, তারপর এক মাসে আর ভগবানকে মনে করিবার অবসর পাইলে না,—এতে সুবিধা হয় না।

১১। ধর্ম্ম অনুভবের বস্তু,—কল্পনার বস্তু নয়। কল্পনার সাহায্যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইও না।

১২। গীতা-গ্রন্থ জগতে অতুল। সমগ্র এক জীবন ব্যয় করিয়াও যদি কেহ গীতা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারে,—তবে তার জন্ম, জীবন ও চেষ্টা সার্থক।

১৩। পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, সাধারণ লোকজন—সকলেই সংসারের কীট, আসক্তচিত্ত, নীচাশয়; আমি এদের চেয়ে অনেক ভাল, ও ভাল বুঝি।—এ সব ভাব ভাল নয়। বিনয় এবং শিষ্টাচার সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়।

১৪। যৌবনের পূর্ব্বেই শরীরটীকে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া লওয়া উচিত।

১৫। নাম-জপ করিতে করিতে যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সাধারণতঃ নামই তাহাদিগকে দূর করিতে সমর্থ।

১৬। রাত্রিতে মৃদু প্রদীপের আলো ঘরে রাখিয়া ধ্যান করিতে কারও কারও সুবিধা বোধ হয়।

১৭। সকল কথা সকল সময়ে সকলের সাম্‌নে বলা চলে না।

ওঁ

১। পরস্পরের অপরিচিত দুই জন গৃহস্থ বন্ধু-বর্গের দুর্ব্যবহার-বশতঃ গৃহত্যাগী হইয়া একই দিনে একই গুরুর পাদমূলে উপনীত হইলেন। উভয়ের একই প্রকারের অশান্তি। উভয়ের প্রশ্নও একই। গুরুদেব উভয়কে একত্র করিয়াই একই সময়ে একই তত্ত্বোপদেশ উভয়কে প্রদান করিলেন। উপদেশ লাভ করিয়া উভয়ে একত্র হইয়াই তপস্যায় গমন করিলেন। বিশ্বজননী মহাশক্তি উভয়েরই উপাস্য দেবতা। এক সময়েই উভয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেন। সকলাংশে মিল থাকিলেও লাভের বেলায় কিন্তু মিল রহিল না। ক্ষত্রিয় সুরথ লাভ করিলেন—'রাজ্য', আর বৈশ্য সমাধি লাভ করিলেন—'মুক্তি'।

২। মায়ার কার্য্য দুইটী ঃ—(১) যাহা বাস্তবিকই আছে, এমন সত্য বস্তুকে লুকাইয়া রাখা এবং (২) যাহা আদপেই নাই, এমন মিথ্যাকে প্রকাশিত করা।

৩। যার অস্তিত্বই নাই, তা' লইয়া আবার ভাল মন্দ বিচার কেন?

৪। দৃশ্য-দোষ নিবারণের চেষ্টা কর।

৫। সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণের একমাত্র উপায়—অভ্যাস-যোগ।

৬। আশা-বাসনা, সঙ্কল্প-কল্পনা, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি যত প্রকার ভাব অন্তঃকরণে উদিত হয়, তাহা চৈতন্যেরই বিলাস,—চৈতন্য-সাগরের কতকগুলি বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। সেগুলি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই, অবিলম্বে, তাহাদিগকে অনন্ত, অখণ্ড, মহা-চৈতন্যে লীন করিবে। এই প্রকার প্রত্যাহার ধ্যান-নিষ্ঠ যোগীর পরম হিতকারী।

৭। নিঃসঙ্গ হইতে না পারিলে সাধনে অগ্রসর হওয়া মুস্কিল।

৮। জীব ও শিবের মধ্যে একটী মাত্র পর্‌দা বিদ্যমান; সেটী —অভিমানের পর্‌দা। ব্রহ্ম-ধ্যান, বিচার ও প্রার্থনাদির সাহায্যে তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে।

৯। সাধনের স্থান উপদ্রব-রহিত হওয়া আবশ্যক।

১০। দৃষ্টি তিন প্রকার। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন—উত্তম দৃষ্টি; গুণ-দর্শন—মধ্যম দৃষ্টি; দোষ-দর্শন—অধম দৃষ্টি।

১১। ধর্ম্মের

উৎপত্তি	...	...	সত্যে,
বৃদ্ধি	...	...	দয়া ও দানে,
স্থিতি	...	...	ক্ষমায়,
	এবং		
বিনাশ	...	...	ক্রোধে।

১২। একদা একজন মদান্বিত যুবক বিনা কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া একজন বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে, বৈষ্ণব শান্ত ও বিনীত ভাবে বলিলেন, "হে কৃপা-নিধান! আমাকে ক্ষমা করুন। এতক্ষণ ত আপনি শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছিলেন! মহাপাতকী আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার নিকটস্থ হইয়াছিলাম বলিয়াই ত আমার পাপ আপনার অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছে ও অশান্তি আনয়ন করিয়াছে! আমি যদি কাছে না আসিতাম, তবে ত আপনার শান্তি-ভঙ্গ হইত না! আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ আপনাকে এতটা ক্লেশদান করিয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন।"

১৩। ধর্ম্ম-সাধনকে যদি গোপনে রাখিতে পার, ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন। আর যদি অভিমানবশে প্রকাশ ও প্রচার করিতে থাক, তবে কোন কোন মানুষকে খুসী করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে, হয়ত, ধন-মানও লাভ করিতে সক্ষম

হইবে ; কিন্তু ভগবানের প্রীতিভাজন হওয়া সহজসাধ্য হইবে না। আর, যে ধন-মান লাভ করিবার সম্ভাবনা, তা'ও কি বরাবরের জন্য, না, তা'তে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে ?

১৪। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কন্‌খলে অবধূত ৺চেতন-দেবজীর 'কুঠিয়াতে' থাকিয়া এক যোগী তপস্যা করিতেন। যোগ-প্রভাবে ইনি দূর-দর্শন এবং দূর-শ্রবণের শক্তি লাভ করিলেন। কিন্তু, কোন কোন সাধক যেমন কিছু সিদ্ধাই লাভ করিয়াই জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হয়, এবং ঐ সিদ্ধাইর বলে ধন-মানাদি উপার্জ্জন করিয়া এক প্রকার সুখ-শান্তিতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, এই যোগী তেমন লোভ-পরবশ ছিলেন না। এই সিদ্ধাই দুইটী এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক শক্তি-লাভের আশা ও সম্ভাবনা ইঁহাকে সাধন-ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। ইনি ভগবদ্দর্শনাভিলাষী হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু একটা মুস্কিল হইল। নিকটের এবং দূরের এত দৃশ্য ইঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল এবং এত শব্দ ও কথাবার্ত্তা ইঁহার কাণে আসিতে লাগিল যে সাধনে মনঃ-সংযোগ করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ক্রম-বর্দ্ধমান চিত্ত-চাঞ্চল্য ইঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিল। উপায়ান্তর-বিরহিত হইয়া এক-দিন এক প্রতিষ্ঠাপন্ন সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন। সাধু ইঁহার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া ইঁহাকে অভয়দান করিলেন। এবং গৃহান্তর হইতে কিছু অপবিত্র

ভোজ্য-দ্রব্য আনিয়া আহারার্থ ইহাঁকে প্রদান করিলেন। কয়েক দিন যাবৎ উহা আহার করিবার পরই যোগীর বহুকষ্টার্জ্জিত শক্তিদ্বয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনিও শক্তি-বিরহিত হইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং অভক্ষ্য-ভক্ষণের প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

১৫। মুখে বলি—'আমি ভগবানের দাস', কিন্তু সেবা করি বিষয়ের! মুখে বলি—'ভগবানই আমার আশ্রয়', কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে নির্ভর করি অন্যের উপরে এবং ভিক্ষা করি দশ দুয়ারে! আমার সরলতাই বা কই, আর বিশ্বাসই বা কোথায়?

১৬। তুমি বাস্তবিক যেমন, তদপেক্ষা বড় বলিয়া যদি নিজকে জন-সমাজে প্রচার করিতে চাও, তবে, হয়ত, কয়েক জন লোককে কয়েক দিন ঠকাইতে পারিবে; কিন্তু সকলকেই ঠকাইতে পারিবে না। সকলের চোখেই ধূলো দেওয়া যায় না। বিশ্বত-শ্চক্ষুর কথা ত ছাড়িয়াই দিতেছি, মানুষের কাছেও তুমি ধরা পড়িবেই পড়িবে।

১৭। যতই চিন্তা করিবে, ততই দুঃখের দুঃখ-রূপত্ব বাড়িবে।

১৮। বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতেই বিষয়-বাসনা জন্মে এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য বাড়ে।

১৯। যশ-মান-ধনাদির লোভে যে পরোপকার, তাহা মন্দের ভাল মাত্র। শান্তিকাম সাধক লোভকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন।

২০। সাধু-সঙ্গ মোক্ষের রাস্তা; বিষয়ী-সঙ্গ সংসারের রাস্তা

২১। ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জ্জনের নামই সন্ন্যাস।

২২। একজন সাধু বেশ বলেন, "অলস লোকগুলো অর্দ্ধেক বৈরাগ্য, আর অর্দ্ধেক সর্ব্বজ্ঞ।"

নিরীকারী আশ্রম, কন্‌থল্।
২৮।৮।'১৭

ওঁ

১। যম ও নিয়মের সহিত, চিত্ত-প্রসাদ লাভের জন্য, (১) সর্ব্বজীবে মৈত্রী, (২) দুঃখিতে করুণা, (৩) পুণ্যবানে মুদিতা ও (৪) পাপীতে উপেক্ষা—এই চারিটির অভ্যাস সাধকের পক্ষে প্রয়োজন।

২। ব্রহ্ম—পূর্ণ, অখণ্ড, অংশ-বিহীন। পূর্ণ-ব্রহ্মই প্রত্যেক শরীরে বলেন, প্রত্যেক শরীরে শোনেন, প্রত্যেক শরীরে করেন ও প্রত্যেক শরীরে ভাবেন। প্রত্যেক শরীরই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তি-প্রকাশের যন্ত্র-মাত্র। সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মই প্রতি শরীরে "আমি", "আমি" ও "তুমি", "তুমি" বলেন। সকল রূপই পূর্ণ-ব্রহ্মের রূপ, সকল নামই পূর্ণ-ব্রহ্মের নাম, সকল ক্রিয়াই পূর্ণ-ব্রহ্মের ক্রিয়া। আবার প্রত্যেক রূপ, প্রত্যেক নাম, প্রত্যেক ক্রিয়াও পূর্ণ-ব্রহ্ম। যখনই যে দিকে মন যায়, তাহাতে—প্রত্যেক নামে, প্রত্যেক রূপে, প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক ভাবে পূর্ণ-ব্রহ্মকে ধারণা করিতে চেষ্টা কর, এবং অভ্যাস দ্বারা সেই "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" পূর্ণ-ব্রহ্মের ধারণা ক্রমে অধিক কাল স্থায়ী করিতে সচেষ্ট হও। যখনই "আমি", "তুমি" প্রভৃতি শব্দ অবলম্বন

করিয়া অহঙ্কার প্রভৃতি যে কোন ভাব মনে জাগরূক হউক না কেন, ঐরূপে সেই সকল শব্দাদি অবলম্বন করিয়াই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধ্যান করিতে যত্নবান হইবে। ইহাই ধ্যান-নিষ্ঠ হইবার সহজতম পন্থা।

। শরীরের শক্তি নহে, শক্তির শরীর

৪। সংসারের কারণ—(১) অবিদ্যা ও (২) কাম। জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে হয়।

৫। সূর্য্যের প্রকাশে যেমন পদ্ম বিকশিত হয়, তেমনই ব্রহ্মের প্রকাশে (ব্রহ্মের প্রকাশ—নিত্য প্রকাশ) প্রকৃতি (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি—বৃক্ষ-লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-উপগ্রহ —অনন্ত কোটি জড় জগৎ) স্পন্দিত ও পরিচালিত, সৃষ্ট ও বিনাশ-প্রাপ্ত হইতেছে।

৬। এক অবস্থায় মন বলে "লীলা", অন্য অবস্থায় মন বলে "মায়া"। দুইটা নাই, মোট জিনিষ একটাই। যার যেমন চশ্‌মা, সে তেমনই দেখে। Bi-focal চশ্‌মা হইলে মন্দ কি?

৭। একটাই জিনিষ; যে যে দিকে দেখে, সে সেই দিকের কথাই বলে। এক দল লোক বলে "দ্বৈত", আর এক দল বলে "অদ্বৈত", আর এক দল বলে "দ্বৈতাদ্বৈত"; আরও কত কি!

৮। এই যে 'দ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'অদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি 'বাদ' লইয়া দর্শন শাস্ত্রের ঝগড়া,—এ ঝগড়াগুলিরও সার্থকতা আছে, এগুলিও প্রয়োজনীয়।

৯। যাকে মন্দ কাজ বল, তার ভিতর দিয়াও জীবগণ সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছে।

১০। কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত না হইলে, এবং দেহ-মমতা অনেকটা না কমিলে জ্ঞান-নিষ্ঠা হওয়া দুষ্কর।

১১। শারীরিক অসুস্থতা এবং অত্যাবশ্যক বিষয়-কর্ম্মের মধ্যেও যথাসাধ্য স্মরণ-মননাদি করিতে চেষ্টা করিবে। কোন সময়েই ভগবানকে একেবারে ভুলিয়া থাকা ভাল নহে।

১২। যে মুহূর্ত্তে বিষয়-চিন্তায় তন্ময় হইতেছ, তখনই যদি মৃত্যু আসে! সাবধান!

১৩। ভোগ থাকিলেই রোগ আছে। দেহ থাকিলেই মৃত্যু আছে।

১৪। নল ও রাম, হরিশ্চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির—ইহাঁরাও দুঃখ-কষ্টের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

১৫। যতই শান্তমনে সহ্য করিতে অভ্যাস করিবে, ততই দুঃখের দুঃখত্ব কমিয়া যাইবে; আর যতই দুঃখকে ভয় করিতে থাকিবে, ততই দুঃখের দুঃখত্ব বাড়িবে। অসহিষ্ণুর পক্ষে শান্তি দুষ্প্রাপ্য।

১৬। সাধারণের পক্ষে সাধনের জন্য কম্বলাসনই প্রশস্ত।

১৭। কে জানিত, শৌচের অবশিষ্ট জল আমগাছের নীচে ঢালিয়া তুলসীদাস মহাবীরের কৃপা লাভ করিবে!

১৮। এক ব্যক্তি বর লাভ করিল,—"মনে যা' যখনই উদিত হইবে, তা' তৎক্ষণাৎ সাম্‌নে পাইবে।" বাসনার কি অন্ত আছে? রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, ধন-জন, গাড়ী-ঘোড়া—কত কি, মনে হইতে না

হইতেই হাজির! সে ত আহ্লাদে আটখানা। শীকার করিবার ইচ্ছা হইল। যেই মনে হইল—'বাঘ', অমনি এক বাঘ আসিয়া উহাকে মুখে লইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল!

১৯। সকলেই বুদ্ধির দাস। বুদ্ধি কার দাস?

২০। প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্ম দ্বারা পর-মুহূর্ত্তের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

২১। সংসারে আবার seriousness কোথায়?

২২। তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতিরেকে, কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা বুদ্ধিমান মানুষেরও জ্ঞানলাভ হয় না।

২৩। অধ্যাপনা ব্যতীত অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না।

২৪। সীতা-হরণের অব্যবহিত পরে রাম লক্ষ্মণকে প্রশ্ন করিলেন, "ধর্ম্ম কেন সীতাকে রক্ষা করিলেন না?"

২৫। ভগবান যাহাকে কৃপা করিবেন, তাহার উপরে অনেক সময়েই ভীষণ পরীক্ষার কঠোর বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়!

২৬। লোভ ও যশোলিপ্সার হাত এড়ান বড় কঠিন।

২৭। বিচার ও সংযমের সাহায্যে চরিত্রের মল দূর করিতে হইবে।

২৮। অভিমানী জীব সহজে অন্যের নিকটে বুদ্ধিতে ছোট হইতে চায় না।

২৯। সংসারে ভালই বা কি, আর মন্দই বা কি?

৩০। স্বার্থপর লোককে অধ্যাত্ম জগতের পথ-প্রদর্শক করিও না।

৩১। যাহার সহিত কোনও প্রকারের ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার স্থানে নিজে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বে একবার তার অবস্থা ও সুবিধা-অসুবিধাদির বিচার করিয়া লইও।

৩২। এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য-বিশেষ লইয়া একটি কর্ম্ম করিল, আর দশ জন সমালোচক নিজদের ভিন্ন ভিন্ন মন অনুসারে তাহার পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়া নিন্দা ও প্রশংসার অযাচিত বারিধারা তাহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিল।

৩৩। অতীতের স্মৃতিগুলি অনেক সময়ে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সাধকের কর্ত্তব্য—সর্ব্ব-প্রযত্নে সে গুলিকে প্রত্যাখ্যান করা। ওগুলিকে যতই বেশী প্রশ্রয় দিবে, ওরা ততই বেশী বেশী আসিবে।

৩৪। যে বিষয় যত কম চিন্তা করিবে, তার উপরের আসক্তি ততই কমিয়া যাইবে। আবার, যে বিষয় যত অধিক পরিমাণে চিন্তা করিবে, তার উপর আসক্তি তত বেশী বাড়িবে।

৩৫। সমাজের সমালোচনা শান্তমনে সহ্য করিতে অভ্যাস কর। আসক্তি এবং বিদ্বেষ পরিহার করিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩৬। যে পথটি তোমার প্রিয়, সেই পথেই সকলকে পরিচালিত করিতে চাহিও না।

৩৭। সংগ্রামের সময়ে যেমন বীর ক্ষত্রিয়ের উল্লাস হয়, তেমনি ভয়ঙ্কর অন্তরায় উপস্থিত হইলেও সাধক উৎসাহের সহিত সাধন-সমরে প্রবৃত্ত থাকে।

ওঁ

১। সদ্‌গ্রন্থ কেবল তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেলেই কাজ হয় না ;—আস্তে আস্তে, বুঝিয়া বুঝিয়া পড়িতে হয় ; পড়িয়া চিন্তা করিতে হয় এবং তাহার আলোকে জীবনকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

২। বিম্বসার একদিন সিদ্ধার্থকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি রাজপুত্র, রাজত্বই আপনার উপযুক্ত। সন্ন্যাস ও ভিক্ষা-বৃত্তি আপনার জন্য নয়। আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আপনাকে প্রদান করিতেছি, তাহাই পরম সুখে ভোগ করিতে থাকুন।" সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন, "আমি মাটির রাজত্ব চাই না, জ্ঞানের রাজত্ব চাই।"

৩। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশের কি? শরীর নষ্ট হইলে শরীরীর কি?

৪। ধন-কুবের রামদুলাল সরকার একদিন বারাণ্ডায় বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন ; নিকটস্থ রাস্তা দিয়া এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতে

যাইতে দেখিতে পাইলেন, অদূরে পথি-পার্শ্বে একটী পক্ষীর গলিত-প্রায় দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহার ক্ষুদ্রাংশগুলিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ রামদুলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কি?" রামদুলাল বলিলেন, "মরা পায়রা।" তীব্রস্বরে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "এ হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর আহার যোগাইতেছে—এ হইল মরা, আর তুমি ধন-কুবের, পরের দুঃখে উদাসীন থাকিয়া, বারাণ্ডায় বসিয়া পরম সুখে মুখ ধুইতেছ—তুমি হইলে জীবিত! ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। রামদুলালের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার সেই দিন হইতেই কাঙ্গাল-গরীবের হিতার্থে নিয়োজিত রহিল।

৫। সাধারণতঃ বদান্য বা সেবা-পরায়ণ বা পরোপকারী হওয়া অপেক্ষা সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ হওয়া অনেক বেশী কঠিন। অথচ, ন্যায়-নিষ্ঠ হইতে না পারিলে নৈতিক জীবনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না;—আধ্যাত্মিকতা ত আরও কিছু দূরের কথা।

৬। রাত্রির শেষ প্রহরটী সৎ চিন্তায় ব্যয় করিতে পারিলেই ভাল হয়।

৭। স্থল-মাহাত্ম্য, জল-মাহাত্ম্য ও সাধু-মাহাত্ম্য—এই তিনে মিলিয়া তীর্থ-মাহাত্ম্য।

৮। 'ভাল' আর 'মন্দ', এই দুইটীকে লইয়াই সংসার। সংসারের পারে যাইতে হইলে, সর্ব্বদাই মন্দটীকে ত্যাগ করিয়া ভালটী লইতে হইবে। কাজ করিবে ভালটী, এবং সেটী করিবে ভালরূপে,—যত ভাল ভাবে করা তোমার পক্ষে সম্ভব।

৯। মন না থাকলে জগৎ কোথায়? জগৎ না থাক্‌লেই বা মন কোথায়?

১০। মন ও জগতে তফাৎ কি?

১১। কেহ ভাল হইলেই বা তোমার কি, আর কেহ মন্দ হইলেই বা তোমার কি?

১২। তোমার বড় মেয়ে 'বুদ্ধি' যে এখন বয়স্থা হয়েছে; তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিয়ে দাও না?

১৩। জগতের মিথ্যাত্ব-বোধ যদি জাগে, তবে আর শোক-দুঃখের স্থান কোথায়?

১৪। তোমার যদি ক্ষতি-বোধ না থাকে, তবে কেহ হাজার চেষ্টা করিয়াও তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

১৫। যেমন আমি, তেমন আমার জগৎ। ঠিক্ জগৎটা কেমন ?

১৬। যেমন মন, তেমন ভগবান। ঠিক্ ভগবানটী কেমন ?

১৭। প্রকৃতিরই সংসার, প্রকৃতিরই সাধন, প্রকৃতিরই মুক্তি।

১৮। সংসারও মায়া, সাধনও মায়া, মুক্তিও মায়া।

১৯। আমি 'অন্য'কে জান্‌তে পারি। কিন্তু আমি 'আমাকে' জান্‌বো কেমন ক'রে ?

২০। "A barking dog seldom bites."

২১। যখন "জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা" জপ করিতেছ, তখনও তোমার কাছে জগৎ 'মিথ্যা' হইয়া যায় নাই।

২২। যে পর্য্যন্ত একটীমাত্র ইন্দ্রিয়ও অবশীকৃত থাকিবে, সে-কাল পর্য্যন্ত অশান্তি ঘুচিবে না।

২৩। দোকানের খাবার ও বড় বড় ভোজের নিমন্ত্রণ, যত না খাইয়া পারা যায়, ততই ভাল।

২৪। যাহা মুখ দিয়া গিলি, কেবল তাহাই 'আহার' নয়। সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করি, মন দ্বারা যে কিছু চিন্তা করি, তৎ-সমুদয়ই আহার-শব্দ-বাচ্য। সকল প্রকারের আহারই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

২৫। উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা, উপযুক্তরূপে, উপযুক্ত কাল ধরিয়া, চিকিৎসিত হইলেও যে ব্যাধির উপশম হয় না, তাহার প্রতীকারের জন্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২৬। ভগবানের ইচ্ছায়ই যদি এই সকল অভিনয় করিতে হইতেছে, তবে কেন এমন ভাবে অভিনয় করিতে থাক না, যা'তে তাঁর সন্তোষ হয়,—যা'তে তিনি খুসী হইয়া রেহাই দেন ?

নারিট্।
১৮।১২।'১৬



১। শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বুঝিতে পারিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বুঝিয়াছি।"

২। অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই সমান ও এক। কেবল প্রকাশের বিভিন্নতা।

৩। একটী প্রকোষ্ঠের চারিটী দুয়ার। প্রত্যেক দুয়ারের পেছনেই সম্পূর্ণ ঘরটি। তেমনি, প্রত্যেক মূর্ত্তির—প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতেই পূর্ণত্ব—পূর্ণব্রহ্ম বিদ্যমান।

৪। অহঙ্কার মানে ক্ষুদ্রত্ব। 'এই শরীরটী ইহা করিয়াছে, অপর কোন শরীর নয়', 'এই শরীর ইহা জানে, ঐ সকল শরীর জানে না', 'এই সাড়ে তিন হাত শরীরটীর ভিতরে আমি সীমাবদ্ধ, অপর কোন শরীর আমি নই'—ইহাই ত অভিমান। ক্ষুদ্র প্রাচীরের ভিতরে নিজকে আবদ্ধ না রাখিয়া যখন তুমি বড় হইবে,—নিজকে সর্ব্বগত এবং সর্ব্বাধার বুঝিবে, তখন আর ভেদজ্ঞান ও অহঙ্কার থাকিবে না।

৫। সংসারটা কি, তা' আগে বুঝিতে চেষ্টা কর; তারপর বৈরাগ্যের অভ্যাস কর।

৬। প্রত্যেকটী বিষয়ই একটী তপ্তোজ্জ্বল লৌহপিণ্ড। রূপমুগ্ধচিত্তে, স্নেহের টানে, প্রবৃত্তির বশে, শান্তির আশায় ছুটিয়া যাইয়া যেটিকেই আলিঙ্গন করিবে, সেইটিই তোমার হৃদয়দেশ দগ্ধ করিয়া তথায় বিষময়—যন্ত্রণাময় ক্ষত জন্মাইয়া দিবে।

৭। বাসনার সামান্য অবশেষও পরিণামে, ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মত, মানস-ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিস্তীর্ণ অরণ্যের সৃষ্টি করিতে পারে।

৮। বাসনাই চিত্তের মল; চিত্ত শুদ্ধ না হইলে জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়?

৯। শান্তিপুরে যাইতে হইলে চারিটী 'পুল' পার হইতে হয়ঃ—ক্ষমা, দান, সত্য ও অহিংসা।

১০। দেখা আর শুনায় অনেক তফাৎ।

১১। স্থান-তীর্থ—জন-তীর্থ—ভাব-তীর্থ।

১২। শ্রদ্ধা-শূন্য ব্যক্তিকে উপদেশ দিও না।

১৩। অনাবশ্যক চিন্তা, অনাবশ্যক বাক্য ও অনাবশ্যক অঙ্গসঞ্চালন পরিহার কর।

১৪। ভাব-শূন্য পড়ায় স্বাধ্যায়ের কাজ হয় না।

১৫। বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে নিজ অতীত জীবনের আলোচনা সাধকের পক্ষে পরিহর্ত্তব্য।

১৬। ধর্ম্মলাভের প্রয়োজন বোধ না হইলে সাধনে অধ্যবসায় জন্মে না।

১৭। আদি ও অন্ত না দেখিয়া কেবল মধ্যভাগ দেখি বলিয়াই যত গোলমাল।

১৮। আলো ও অন্ধকার দুইটী পৃথক বস্তু নয়।

১৯। অন্ধকারময় ঘরে যখনই দিয়াশলাই জ্বালিলাম, ঘরটি ত তখনই আলোকময় হইল। অন্ধকারটি পলাইয়া গেল কোথায়?

২০। তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি উপযুক্তরূপে সুসম্পন্ন কর, তাহা হইলে নিজেও লাভবান হইবে, সমাজেরও কল্যাণ হইবে।

২১। যদি তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন প্রকারের ত্রুটি হয়, তবে যে কেবল নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তা' নয়, সমাজেরও ক্ষতি হইবে।

২২। বৃথা কৌতূহল পরিত্যাগ কর।

২৩। প্রবৃত্তির অধীনতাই পরাধীনতা ; ভগবানের অধীনতাই স্বাধীনতা।

২৪। ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের সহিত যত কম যুক্ত করিয়া পারা যায়, ততই মঙ্গল।

২৫। সাধনের ভাবটিকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিবে তাতে আঘাত লাগিতে পারে, এমন কর্ম্ম করিতে নাই।

২৬। সাত্ত্বিক আহার বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। কেবল আহারেই কেন, আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, চিন্তা-কর্ম্মে সর্ব্বদাই সাত্ত্বিকতা বাড়াইবার জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

২৭। যে দ্রব্য দান করিবে, তার সহিত তোমার সমুদয় সম্পর্ক, দানের সঙ্গে সঙ্গেই, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২৮। যম-নিয়ম উপেক্ষা করিয়া যোগ-সিদ্ধ হওয়া যায় না।

২৯। সাধককে হইতে হইবে সম্পূর্ণরূপে অনপেক্ষ।

৩০। পরমুখাপেক্ষা, পরমতের অধীনতা, পরের মনরক্ষা করিবার আবশ্যকতা, পরকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়োজন বোধ,—এগুলি সাধনের পরিপন্থী।

৩১। দীনতা—উন্নতির পরিচায়ক।

৩২। নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসা হজম করা বেশী কঠিন।

৩৩। লোকের কাছে ভাললোক সাজিবার—প্রশংসা লাভ করিবার ইচ্ছা ধর্ম্ম লাভের একটী ভয়ঙ্কর অন্তরায়।

৩৪। তুমি যে ঔষধটী খাও, তাই পৃথিবীর সকল লোকের জন্য ব্যবস্থা করিও না। তোমার যে ব্যামোটি, তা অন্যান্য সকল লোককেই আক্রমণ করিয়াছে—এরূপ মনে করিও না।

৩৫। দয়ায় যদি হৃদয় না গলে, পরোপকারের জন্য যদি প্রাণ না টানে, তবে সাধনে ফল হইতেছে কি ?

নারিট্।

৭।১২।'১৬।

ওঁ

১। সমুদ্রের লবণাম্বুরাশি মানব-সাধারণের বিশেষ কার্য্যকরী নহে। অনেকের পক্ষে ত তা সুপ্রাপ্যই নহে; সাগর-তীর-বাসিগণের পক্ষেও পান-ভোজনাদি ক্রিয়া এবং জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি-কল্পেও উহা অব্যবহার্য্য। কিন্তু সবিতৃ-নারায়ণের প্রবল আকর্ষণে অপবিত্র লবণ মল পরিত্যাগ করিয়া উহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যখন আবার ভূতলে ফিরিয়া আইসে, তখন সে আর কেবল সমুদ্র-কূল-বাসিদিগের নিকটই উপনীত হয় না। সে সুশীতল জলধারা সর্ব্বত্র পতিত হইয়া খাল-বিল-কূপ-তড়াগাদি পরিপূর্ণ করে, পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করে ও জনগণের স্নান-পানের কার্য্য সম্পাদিত করিয়া নিজের 'জীবন' নাম সার্থক করে। মানুষও এইরূপ। অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি অভিমান-বশে যে সকল কার্য্য করে, তদ্দ্বারা সংসার বিশেষ উপকৃত হয় না। কিন্তু যখন ভগবৎ-কৃপা-বলে স্বার্থ-জ্ঞান-শূন্য ও ভেদ-বুদ্ধি-হীন হয়, তখনই তাহাদ্বারা বাস্তবিক জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

২। যে কর্ম্মফলের কথা লোকে বলে—যেমন চুরি করিলে জেল হয়—এ কর্ম্মের গৌণ ফল মাত্র; এ ছাড়া মুখ্য ফলও আছে।

কর্ম্মগুলি মনের কার্য্য, উহার কোন কোনটী শরীর দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয় মাত্র। যখনই তুমি মনে কোন কর্ম্ম করিলে, অমনি সেই কর্ম্ম অনুসারে তুমি উন্নত বা অবনত হইলে। যে মুহূর্ত্তে একটী সৎচিন্তা করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই একটু উঠিয়াছ; আবার অসৎ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই তুমি সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছ। এই জন্যই, যে যত পবিত্র চিন্তা করিবে, সে তত উপরে উঠিবে। যার মন যত অপবিত্র থাকিবে, সে তত নিম্নগামী হইবে। যেমন ভাব, তেমন লাভ। পৃথিবী টের পাউক্ আর না পাউক্, তোমার উঠা-নামা সম্পূর্ণরূপে তোমার মানসিক চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে। একটু পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়—নীতি-বিরুদ্ধ চিন্তাতে মনের তেজ কমিয়া যায়, আর পবিত্র চিন্তাতে তেজ-বীর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩। কেবল-রাম ও শান্তি-কামের মধ্যে স্বত্ব-সাব্যস্তের মকদ্দমা হইয়াছিল। ফলে সমুদয় জমীদারীই কেবল-রামের হইয়াছে। শান্তি-কাম যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন কেবল স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনের অধিকার ভোগ করিবে—এইরূপ হুকুম হইল।

৪। আত্ম-সমর্পণ বা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের অভ্যাস করিতে করিতে এমন একটী অবস্থা হয়, যখন সাধকের মন পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইয়া শুদ্ধাদ্বৈত-তত্ত্বে স্থিতিলাভ করে।

৫। অনেকে আত্ম-সমর্পণের নামে ভগবানের কর্ত্তৃত্বের দোহাই দিয়া নিজের আসক্তি চরিতার্থ করে। পরিণামে এরূপ লোকও উঠিতে পারে—যদি বিশ্বাস দৃঢ় থাকে।

৬। হে ভগবন্! আমার শরীর, মন, অবস্থা, বন্ধু-বান্ধব—সমস্ত পৃথিবীই যেন সাধনের বিরোধী। এমন কোন গুণ বা সম্বল নাই—যে জন্য তোমার কৃপা দাবী করিতে পারি। একমাত্র ভরসা—তুমি পতিত-পাবন, অহেতুক-কৃপা-সিন্ধু।

৭। যদি কোনও শরীরের প্রতি বিদ্বেষ থাকে, তাহার হৃদয়ে তোমার ইষ্ট মূর্ত্তির প্রেমময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর। পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতাকে ও প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করিতে হইবে।

ওঁ

১। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।"

২। যত অধিক কাল সম্ভব, ব্রহ্ম-ধ্যান করিবে। যখন ধ্যানে অসমর্থ হইবে, তখন অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের চিন্তা ও বিচার করিবে। শাস্ত্র-চিন্তনও সম্ভবপর না হইলে জপ করা বিধেয়। যখন জপও ভাল না লাগে, জপে মন না বসে এবং চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হয়, তখন শাস্ত্রানুসারে তীর্থ-ভ্রমণ ও সাধ্যানুসারে জীব-সেবা করণীয়। এ ব্যবস্থা কিন্তু সকলের জন্য নয়।

৩। মাঝে মাঝে এইরূপ চেষ্টা করিও। নিয়মিতরূপে, স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট হও। যোগবাশিষ্ঠের বশিষ্ঠদেবের মত, —বন্দুক-নিক্ষিপ্ত গুলির মত, কল্পনায় ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাক। শরীর ছাড়িয়া মস্তকে প্রবেশ করিলে—সহস্রারে উঠিলে—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অন্তরীক্ষগামী হইলে—চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্র-লোক ছাড়াইলে—ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর ভেদ করিলে,—মহাকাশে দেখিতে পাইলে, কত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড—মহাসাগরে বুদ্বুদের মত—উঠিতেছে, খেলিতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে; আরও উঠিলে—বহু ঊর্দ্ধে

উঠিলে—সেখানে ব্রহ্মাণ্ড নাই—সৃষ্টি নাই—'কিছু' বলিতে কিছুই নাই ; সেখানে আছে—এক সত্তা—এক জ্যোতিঃ—এক চৈতন্য—এক শান্তি—এক পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। তুমি তাহাই।

৪। যখন ধ্যানের নিমিত্ত আসনে বসিবে, তখন সকল প্রকারের অঙ্গ-সঞ্চালনাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া থাকিবে।

৫। শরৎ ঋতু অকাল কি না,—তাই শারদীয় মহোৎসবে বোধন প্রয়োজন। বিল্ব-মূলে মা মহাশক্তির বোধন কর—মা কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণের নিমিত্ত সাধন কর। বোধনান্তে বিশ্বজননী, বিভিন্ন বর্ষে বিভিন্ন যানে, (পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে) হিমালয়-শিখরে উপস্থিতা হন ;—কুণ্ডলিনী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আধারে, বিভিন্ন গতিতে (শক্তি ও সিদ্ধি, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে উঠিতে) শান্তিনিলয় সহস্রারে উপনীতা হন। তিন দিন পরে বিজয়া, মা আনন্দময়ীর স্বস্থানে পুনরাগমন ;—উপযুক্ত কাল পরে আনন্দের তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে মহাশক্তি কুল-কুণ্ডলিনী সাধককে অমরত্ব প্রদান করিয়া—বিশ্ববিজয়ী করিয়া পুনরায় বিভিন্ন গতিতে—মূলাধারে গমন করেন।

৬। বিশ্বজননী মহাশক্তি হিমালয়ের কন্যা,—ঋষি-মুনি-সেবিত হিমালয়ে জাতা—আবির্ভূতা ও প্রকাশিতা। তপস্যা দ্বারাই বিশ্ব-জননীর কৃপা লাভ করিতে হয়।

৭। মহামায়া এক এক সময়ে, এক এক আধারে, এক এক রূপ বুদ্ধি প্রদান করেন ; সেই সেই সময়ে, সেই সেই আধার, সেই সেই বুদ্ধি অনুসারে ভাল-মন্দ নিরূপণ করিয়া থাকে। তাই এখন যেটি তোমার কাছে ভাল, সেটি এখনই আমার কাছে এবং অন্য সময়ে তোমার নিজেরই কাছে মন্দ। বাস্তবিক ভালই বা কোন্‌টি, আর বাস্তবিক মন্দই বা কোন্‌টি ?

৮। বুদ্ধি ত আসক্তির কেনা গোলাম ;—তার আবার মুরদ্ কি ?

৯। যে বুদ্ধি লইয়া আজ আস্ফালন করিতেছি, কাল, হয়ত, সেই বুদ্ধির জন্যই অনুতপ্ত হইব !

১০। অন্যের উপকার করিতে যদি না-ও পার, তার অপকার না করিতে কিম্বা অসুবিধা না ঘটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিও।

১১। যার উপকার করিবে, তাকে তা জানাইতে, বুঝাইতে ও তার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে ব্যস্ত হইও না।

১২। বিভীষণ-বেশী মহীরাবণের মত, আসক্তি যেন ধর্ম্মের বেশ পরিধান করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে না পারে !

১৩। তুমি যা-ই কর, তাতেই নিন্দা ও প্রশংসা এ উভয়কেই প্রাপ্ত হইবে। তবে আর লোকমতের দিকে চাহিবেই বা কেন,— আর ভালটি ছাড়িয়া মন্দটিকেই বা করিবে কেন ?

১৪। প্রকৃতি অনুসারে প্রীতিরও ভেদ হয়।

১৫। রাজপুতানায়—বোধ হয় উদয়পুরে—আছেন শ্রীশ্রী 'শ্রীনাথজী'। তাঁর দৈনিক ভোগ-সেবায় ব্যয় হয় এক হাজার টাকা। সে আজ প্রায় এক শত বছর পূর্ব্বের কথা— তখনও তিনি তাঁর প্রধান সেবায়েত—প্রধান পাণ্ডার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। বিধাতার কি বাজি! ঐ সময়ে এক মুসলমানের ইচ্ছা হইল—শ্রীনাথজীকে দর্শন করিবে! কিন্তু সে যে মুসলমান! এ অসম্ভব আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মন্দিরে প্রবেশ তার পক্ষে নিষিদ্ধ; ঠাকুরকেও কখনও মন্দিরের বাহিরে নেওয়া হয় না। তা হইলে কি হয়! তীব্র বাসনা কি বিরুদ্ধ যুক্তিতে কান দেয়? মুসলমান অন্য পন্থা না পাইয়া অনশন-ব্রত ধারণ করিল। ঠাকুরের দর্শন না পাইলে পান-ভোজন করিবে না; মৃত্যু হয়,—তাও স্বীকার। শ্রীনাথজী আর কি করেন, অগত্যা একদিন রাত্রিকালে মুসলমানের সম্মুখে হাজির! আর হাজির কি অমনি অমনি? নিয়ম আছে—বড়-বড়-কুমড়ার মত দুইটী উৎকৃষ্ট লাড্ডু ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষান্তে রাত্রিতে কপাট বন্ধ করা হয়; সকাল বেলা ঐ লাড্ডু পাণ্ডারা ভাগ করিয়া লয়।

শ্রীনাথজী উহারই একটী লাড্ডু লইয়া ভক্ত-দর্শনে আসিয়াছেন। উভয়ে কত আমোদ-প্রমোদ হইল—একত্রে ঐ লাড্ডু থাওয়া হইল —তারপর মুখ মুছিতে মুছিতে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নেহাৎ ভালমানুষটীর মত নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রাতঃকালে প্রধান পাণ্ডা আসিয়া লাড্ডু না পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না। অগত্যা সে অন্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু তার পর দিনও ঐ অবস্থা! সেবায়েত সঙ্কল্প করিল, সে নিজে রাত্রিকালে মন্দিরের দ্বারে পাহারা দিবে। পরের রাত্রিতে পাণ্ডাজী মন্দিরের দ্বারে বসিয়া রহিলেন। শেষ রাত্রিতে দেখেন, শ্রীনাথজী মুখ মুছিতে মুছিতে আসিতেছেন। পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "সেই যে মুসলমানটী আমাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিল, তোমরা তাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দাও নাই; সে অনশন-ব্রত ধারণ করিয়া পড়িয়াছিল। আমি এই দু'-তিন দিন তক্ রোজই রাত্রিতে তার কাছে যাই।"

পা। আমি ত আজ সমুদয় রাত্ই এখানে বসিয়া আছি। তুমি যে কখন গেলে, আমি ত কিছুই টের পাই নাই!

শ্রী। আমি টের না পাওয়ালে টের পাবে কেমন করিয়া?

পা। আচ্ছা, রোজ রোজই সেখানে যাইয়া কি কর?

শ্রী। কথাবার্ত্তা বলি,—খেলা করি,—আর, এখান হইতে একটা লাড্ডু লইয়া যাই, একত্র হইয়া সেটা খাই;—তারপর, শেষ রাত্রিতে আবার চলিয়া আসি।

পা। কি ঠাকুর! তুমি মুসলমানের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাও?

শ্রী। তোমার কাছেই হিন্দু আর মুসলমান। আমার কাছে সবই এক। সে যে আমার কত বড় ভক্ত। তোমরা তাকে মন্দিরে ঢুকিতে দিলে না, তাই ত আমাকে রোজ রোজ তার কাছে যেতে হয়!

পা। হিন্দুর মন্দির,—সেখানে বিধর্ম্মী মুসলমানকে ঢুকতে দিব কেমন করিয়া? আচ্ছা ঠাকুর! তুমি তার বাড়ী যাও, তাতে আপত্তি নাই। তার সঙ্গে খেলে,—এখন আমার উপায় কি? আমি যে তোমার প্রসাদ ভিন্ন আর কিছুই খাই না!

শ্রী। কেন, আমার প্রসাদ এখন খেতে পারবে না?

পা। ঠাকুর! আমার দুর্ভাগ্য! আমার যে এখনও ভেদ-বুদ্ধি ঘুচে নাই! যার সঙ্গে মুসলমান একত্র খায়, তার ভুক্তাবশেষ খেতে যে আমার মন চায় না! ঠাকুর! তুমি এর ব্যবস্থা কর!

শ্রী। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। আমার মন্দিরের প্রসাদ আর তুমি খাইও না। তোমার বাড়ীতে এক মদন-মোহনজীর প্রতিষ্ঠা কর। আমি ত সর্ব্বঘটে আছি, তথায়ও থাকিব। তুমি প্রত্যহ সেই মদন-মোহনজীর প্রসাদ পাইবে।

এইরূপ বন্দোবস্তই হইল। এখনও এই ব্যবস্থা চলিতেছে। বর্ত্তমান সেবায়েতও শ্রীনাথজীর প্রসাদ খায় না,—মদন-মোহনজীর প্রসাদ খায়। শ্রীনাথজীর সেবা-পূজা এখনও পূর্ব্ববৎই চলিতেছে; কিন্তু এক বিষয়ে একটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঐ ঘটনার দিন হইতে শ্রীনাথজী আর কোন সেবায়েতের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন না।

১৬। একটী বাঙ্গালী সাধুর কথা বলি। সে এখানে—এই স্বর্গাশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করে। হৃদয়ে বা শরীরের অপর কোন স্থানে ধ্যান করিতে সে পছন্দ করিত না। সাম্‌না সাম্‌নি সে ঠাকুরকে দেখিবে, কথা বলিবে—এই ছিল তার সাধ। এবং সে তদনুকূল সাধনই করিত। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে একদিন তার প্রতি বিধাতার কৃপা হইল। আরাধ্যদেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ কি-এক ভাবে চলিয়া গেল। তারপর তার ইচ্ছা হইল, ঠাকুরকে প্রণাম করিবে। যতবারই সে ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইল, প্রতিবারেই তার হাত তার নিজেরই পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি নিজমস্তকে প্রদান করিল। পরে আবার ইচ্ছা হইল—"ঠাকুর আমার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।" অমনি তাহারই ডান হাত, যেন অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই, নিজের মস্তকে স্থাপিত হইল। সে অবাক্! ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন "ও শরীর যে আমারই! সব শরীরই আমার। সব শরীরেই আমি। আমিই তোমার আত্মা। আমিই তুমি। তুমিই আমি।"

স্বর্গাশ্রম।
শুক্লা সপ্তমী;
আশ্বিন ১৩২৩।



১। মানুষের যা বমি, ভাগ্যবান্ কুকুরের তাই আহার।

২। হা মূঢ়! কিসের চিন্তা করিতেছ? এই মুহূর্ত্তেই যদি মৃত্যু আসিয়া তোমাকে গ্রাস করে, তবে এই চিন্তা তোমাকে কি ফল প্রদান করিবে, ভাবিয়াছ?

৩। ব্রাহ্মণের দেহ তপঃ-ক্লেশের নিমিত্ত;—ভোগ-বিলাসের জন্য নয়।

৪। যাহারা অজ্ঞান—স্বার্থ-বুদ্ধিতে পর-সেবা, বিষয়-সেবা করে, তাহারা 'শোক'-ভাগী শূদ্র। যখন জ্ঞান 'প্রবেশ' করে এবং তৎ-সাহায্যে ইন্দ্রিয় 'বশ' করিতে প্রযত্ন করে, তখনই বৈশ্যত্ব-প্রাপ্তি—উপনয়নের অধিকার লাভ হয়। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বার্থপরতা ঘুচিয়া যায়—পরার্থে জীবন ব্যয়িত হয়, তখনই সেই সর্ব্ব-ভূত-হিতে-রত নিষ্কামকর্ম্মী ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্ত-শুদ্ধি পূর্ব্বক জ্ঞান-লাভ যখন হয়, তখনই ব্রাহ্মণ।

৫। স্বার্থ—পরার্থ—পরমার্থ।

৬। স্বার্থ-বুদ্ধি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য শেষ হয় না।

৭। অপরা বিদ্যা—পরা বিদ্যা—মহা বিদ্যা—পরমা বিদ্যা।

৮। ব্রহ্মচর্য্যে শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবে। (ব্রাহ্মণ)। তৎপর গার্হস্থ্য-জীবনে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের অভ্যাস দৃঢ় করিবে, স্বার্থ-শূন্য হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য প্রাণ-পাত করিবে। (ক্ষত্রিয়)। তৎপর মন বিষয়ত্ব বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মময় হইতে থাকিলে—পরার্থ ছাড়িয়া পরমার্থে প্রবিষ্ট হইলে, বানপ্রস্থ বিধেয়। (বৈশ্য)। যখন পরমার্থও থাকে না,—মন ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বিজ্ঞান লাভ করে এবং সর্ব্বত্র ভগবানকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা তাঁর পূজাতেই রত থাকে, তখনই সন্ন্যাস। (শূদ্র)।

[এ সকল কথা মহর্ষি গার্গায়ণের সম্মত।]

৯। চতুরাশ্রম পুরুষের জন্য যেমন, স্ত্রীলোকের জন্যও তেমনই প্রয়োজন।

১০। কর্ম্ম-প্রবাহ অনন্ত,—শেষ কোথায়? কৌশল-পূর্ব্বক কর্ম্মের নামই যোগ।

১১। যিনি শাস্ত্রের সারভাগ চয়ন (আহরণ) করেন, তাহা

নিজে আচরণ করেন, এবং অন্যকে তদ্রূপ আচরণ করাইতে যত্ন করেন,—তিনিই আচার্য্য।

১২। পাগল কুকুরের কামড়ে বুদ্ধিমান মানুষও পাগল হয়; প্রস্রাবের সঙ্গেও কুকুর বেরোয়।

১৩। যখন হৃদয় সংশয়-সন্দেহে আকুল—অশান্তিতে জর্জ্জরিত—শান্তি-লাভের আশায় ব্যাকুল, যখন আত্ম-শক্তির বলে ঘনান্ধকার দূর হয় না, নিজের বুদ্ধিতে দিঙ্-নির্ণয় হয় না, যখন যা ভাল বুঝি তাও করিতে পারি না, যা করিতে পারি, তা'তেও সুফল পাই না, তখনই "করিষ্যে বচনং তব"—এই বলিয়া উক্ত বিষাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি আচার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে।

১৪। সাধনের প্রারম্ভে গীতার অর্জ্জুনের মত একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হয়—কার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, কাকে পরাস্ত করিতে হইবে, কার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই সাধন-সমরের ফল কি হইবে। নতুবা, "খৃষ্টান হইয়াছি বলিয়া কি বাপ-দাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না কি ?"—এরূপ খ্রীষ্টিয়ান হওয়ায় লাভ নাই।

১৫। প্রাথমিক বৈরাগ্য কিরূপ ?—পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভাই-ভগিনীর মায়া ত্যাগ করিয়া গুরু-ভাইকে ভাল বাসে, বন্ধুগণকে উপেক্ষা করিয়া সজ্জনে

অনুরক্ত হয়। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া কঠোরতার আশ্রয় লয়। বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাধন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। (যেখানে আসক্তি ছিল, সেখানে দ্বেষ ও উদাসীনতা আসে। যেখানে দ্বেষ বা উদাসীনতা ছিল, সেখানে আসক্তি আসে। এক প্রকার সংসারের বদলে অন্য সংসার হয়, এই মাত্র।) তার পর, যখন বিজ্ঞান লাভ হয়, তখন সংসার—ভেদজ্ঞান—আসক্তি-বিদ্বেষ দূর হয়; মহাত্যাগ ও মহাপ্রেমের বন্যায় সকল একাকার হইয়া যায়।

১৬। প্রকৃতি, জীবাত্মা, পরমাত্মা—বিজ্ঞেয়।

১৭। যখনই বল—'এটা রজ্জু, সর্প নহে', তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়,—রজ্জু ও সর্পের মধ্যে সাদৃশ্য—একত্ব আছে।

১৮। আত্মা, অনাত্মা ও এতদুভয়ের সম্বন্ধ জানিতে হইবে।

১৯। ক্ষুদ্রতম পরমাণুর ভিতরেও অনন্ত সংসার—অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত প্রকারের অনন্তত্ব—পূর্ণত্ব বর্ত্তমান। সকলই সর্ব্বত্র বিরাজমান। একটী পরমাণুকে জানিতে পারিলেই সমুদয় জানা হইবে।

২০। কিছুই অপ্রয়োজনীয় নহে।

২১। 'ভারত' মানে কি জান? ভা—ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাতে যে

রত (রমতে), সে 'ভারত'। বিবেক-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইতে না পারিলে, ভারত-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার কোথায় ?

২২। কৃপণতার বোঝা লইয়া স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।

২৩। জানইত, মুখুজ্জে মশায়ের দুই স্ত্রী—পদ্মমণি ও কমলমণি। গুপ্তধন লাভের প্রত্যাশায়ই হউক বা যে কারণেই হউক, দুই জনই নিয়ম করিয়া খুব স্বামী-সেবা করিত। পদ্মমণি বুড়োর ডান পা, কমল বাম পা টিপিত। অন্ধ অভ্যাসের ফলে তাহারা স্বামী-সেবা ভুলিয়া পায়ের সেবিকাই হইয়া গেল। দৈবাৎ একদিন পরস্পরের গায়ে ঠেকাঠেকি হওয়াতে, ঝগড়া আরম্ভ হইল। ঝগড়া ক্রমে পাকিল। পরে পরস্পর পরস্পরকে জব্দ করিবার জন্য, ভগবদ্‌দ্রোহী শয়তানের মত, স্বামীর বাম পায়ের উপর পদ্ম ও ডান পা'র উপর কমল লাঠি মারিতে লাগিল। মুখুজ্জে মশায়ের চিৎকারেও ওদের হুঁশ হইল না। অগত্যা তিনি উভয়কেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন ও পরিত্যাগ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরাও কতবার বলি—"মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব"। "এরা আমার, ওরা তোমার", "এদের জন্য ওদের সর্ব্বনাশ করিব", "ওদের যা' হয় হউক, এদের মঙ্গল হইলেই হইল"—এই সকল ভাব লইয়া বিশ্ব-মূর্ত্তিকে সন্তুষ্ট করিতে চাও?

স্বর্গাশ্রম,

২৩।৮।'১৬।

ওঁ

১। একটী গল্প আছে ;—অন্ধকার রাত ; খুব ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে। একটী পথ-হারা পরিশ্রান্ত পথিক আশ্রয়-লাভের জন্য একটী কুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে ?" উত্তর—"আমি।" "এ ঘরে দুই জনের স্থান নাই, তুমি অন্যত্র যাও।" কতক্ষণ পরে আর এক জন পান্থ দুয়ারে ধাক্কা দিল। এবারও প্রশ্ন হইল—"কে ?" উত্তর হইল—"তুমি।" দুয়ার খুলিয়া গেল।

২। ঠাকুর! তুমি বাঁচাও কিম্বা মার, ভাল কর আর মন্দ কর,—আমি তোমারই। তোমার যা খুসী কর, আমি অন্যের আশা রাখি না।

৩। যে ঠিক্ ঠিক্ এক জনের প্রতি নির্ভর করে, সে দশ দুয়ারে ভিখ্ মাগে না।

৪। যদি আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়, তবে বটগাছ ছাড়িয়া বেগুন গাছ কেন ?

৫। চৈতন্য"কে পরিত্যাগ করিয়া "রূপ"এর প্রতি অনুরাগ কেন ?

৬। "আমার অভিমান নাই"—এ-ও এক অভিমান। যতই কর, অভিমান কিছুতেই যায় না। তাই, কেবল যুক্ত-করে বলিতে হয়, "ভগবন্! অভিমান দূর কর।"

৭। বৈরাগ্যবিহীন তপস্যা আর বাঁধা নৌকা বাওয়া—একই

৮। চাষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলদকে যেমন খাদ্যাদি দানে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে হয়, চিত্ত-ভূমি চাষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শরীরটীকেও তদ্রূপ খাদ্যাদি দানে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে হয়। শরীরের সহিত সম্পর্ক ও ব্যবহার এই পর্য্যন্ত।

৯। কেবল মানুষ নয়—যে সকল প্রাণীর প্রতি তুমি শত্রু-মিত্র-ও-উদাসীন-ভাবাপন্ন, তাহাদের মধ্যে কত জনের সহিত পূর্ব্ব জন্মে তোমার শত্রুতা ও মিত্রতা ছিল!

১০। আমার ডান হাতের টাকা আমার বাঁ হাতে গেলে কিছুই হয় না। কিন্তু আমার হাত হইতে তোমার হাতে গেলেই মন চঞ্চল হইয়া উঠে। ভেদ-জ্ঞান এমনই!

১১। যে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে প্রত্যেক জড় পরমাণু পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকতা লাভে সাহায্য করিয়া থাকে।

১২। মানুষ-গুরু একবার কাণে মন্ত্র দিয়া খালাস! জগদ্‌গুরু দিন-রাত—সর্ব্বদা উন্নতির পথে পরিচালিত করেন।

১৩। যে মুহূর্ত্তে একটী বাসনা দমন করিয়াছ, মন একটুকুও সংযত করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই একটু উঠিলে। আর যে মুহূর্ত্তে মনের একটুকুও অধীন হইয়াছ, প্রবৃত্তির দাসত্ব সামান্য পরিমাণেও করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই একটু নামিলে।

১৪। 'সব শরীর ভগবানের'—এইরূপ নিশ্চয় করিতে থাক। ঘৃণা, লজ্জা ও সমালোচনার স্থান কোথায়?

১৫। ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত সাধন হয় না।

১৬। যতই মন শান্ত হইতে থাকে, ততই অবশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম বাসনাগুলিও তীব্রবেগে আক্রমণ করে।

১৭। নূতন কলসীতে জল রাখিলে একটু গন্ধ হইবেই। তাই বলিয়া সেটিকে ফেলিয়া দিয়া আর একটী কিনিলে লাভ নাই। কয়েক দিন সহ্য করিতে হয়।

১৮। পূর্ব্বে জীবনের প্রথম ভাগে গুরুর আশ্রমে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের সহিত যোগ ও শাস্ত্রাদি শিখিতে হইত। তৎপর দ্বিতীয় ভাগ গৃহে যাপন করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে আবার বনে বাস করিত। আর আজকাল সারা জীবন বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভোগে আসক্ত থাকিয়া, কতকগুলি দুর্ব্বল সন্তানের জনক হইয়া হঠাৎ 'যোগী-রাজ' হইতে চায়; আর তিন দিনে ভগবদ্দর্শন না হইলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মে!

১৯। বিশ্বাস ও নির্ভরতা ভিন্ন সংসার-সাগরের পারে যাওয়া যায় না।

২০। এক ভাগ মনকে সর্ব্বদার জন্য পাহারায় রাখিতে হয়—বাকী মন কখন কি করে তা' দেখিবার জন্য।

২১। ধর্ম্ম—বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নহে, মনে।

২২। কোন কর্ম্মই ভাল বা মন্দ নয়। মন অনুসারে কর্ম্ম ভাল বা মন্দ হয়।

২৩। শিষ্যেরা অনেক সময়েই গুরুকে বড় করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে আরও ছোট করিয়া ফেলে।

২৪। সাধন বৃথা হয় না। যেমন কর্ম্ম, তেমন মজুরি মিলিবেই।

২৫। দুর্ব্বলতাগুলি ছাড়িয়া যাইবার কালে এক একটী মরণ-কামড় দেয়। তখন হা'ল ছাড়িয়া দিতে হয় না।

২৬। হিমাচলের গঙ্গার গতি—একদিকে, আর বাঙ্গালার গঙ্গা—উভয় দিকেই ধায়।

২৭। বিষয়াসক্তি অপেক্ষা বৈরাগ্যে আসক্তি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আসক্তি-মাত্রই দোষের।

২৮। ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্যে—আসক্তিও নাই, বিদ্বেষও নাই।

২৯। "ছেলে ভাল হউক"—এ কিন্তু অনেক বাপ-মা-ই চায় না। কেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা!

৩০। কাল যাহা "ঠিক্" বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, আজ তাহা "অ-ঠিক" বলিয়া বুঝি। কত সময়ে "বুদ্ধির দোষে অন্যায় করিয়াছি"—ভাবিয়া অনুতাপগ্রস্ত হই। তবুও অভিমান এমনই অন্ধ যে প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই তখনকার বুদ্ধিটিকে 'অভ্রান্ত' বলিয়া মনে করে এবং

ঐ বুদ্ধি লইয়া ছোট বড় সকলেরই কার্য্যের সমালোচনা করিয়া থাকে!

৩১। নিন্দুক, সমালোচক ও শত্রুগণের ভয়ে আমরা কত সময়ে অন্যায় কার্য্যে বিরত হই! তাহারা কত উপকারী!

৩২। ভগবান তাঁর জমীদারী রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সক্ষম। তাঁর বুদ্ধিও আমাদের অপেক্ষা কম নহে।

৩৩। যাহারা আমার ভালবাসার পাত্র, তাহাদিগকে ভগবান আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও তিনি তাহাদিগের অধিকতর মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ। আমি কেবল 'আহা', 'উহু' করিতেই সক্ষম।

৩৪। যাঁর জগৎ—সমস্ত কর্ত্তব্য ও কর্তৃত্ব তাঁহার। জগতে আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই।

৩৫। মনকে যে ভগবান হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র নেওয়া উচিত নহে;—তবে সমালোচনা প্রভৃতির স্থান কোথায়?

৩৬। ভগবান যাকে দিয়া তাঁর যেমন ইচ্ছা করুন, তাতে আমার কি? আমার একমাত্র কাজ—কেবল তাঁকে স্মরণ করা।

৩৭। আমি চাই প্রেম, আমি চাই শান্তি ; আমি আর কিছু চাই না।

৩৮। ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁর কৃপা হয়। তাঁর কৃপা হইলে প্রেম লাভ হয়।

৩৯। চাতকের মত একনিষ্ঠ হওয়া চাই।

৪০। ভগবন্! তোমাকেই যদি না পাইলাম, তবে মনুষ্য-জন্ম লইয়া লাভ হইল কি ?

৪১। যে মনে করে "আমার কিছু হবে না", তার কিছু হওয়া বড় কঠিন। আর যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত সাধন করিতে থাকে, ভগবান তার চেষ্টায় সহায় হ'ন।

৪২। যে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, সে প্রেমময়ের মঙ্গল-হস্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পায়।



১। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা তুমি করিলে তোমার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অপরে দেখিলে বা জানিলে তাহাদের ক্ষতি হইতে পারে। ঐ সকল কার্য্য সাবধান হইয়া করিতে হয়।

২। Heart এবং reason যেন পরস্পরকে সংযত ও সাহায্য-প্রদান করে।

৩। উদ্দেশ্য মাত্র একটী—মনোযোগ। ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ—এ সকল উহার উপায় মাত্র। উপায়গুলি সাধকের প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণীয়।

৪। আত্মার বন্ধন কোথায়? আর তার মুক্তিই বা কি? বন্ধন ও মোচন—সকলই মনের। মন মননশীল হইয়াই বদ্ধ; মনন নিঃশেষে ত্যাগ করিলেই মুক্ত।

৫। আত্মা—প্রশান্ত-মহাসাগর, মন—একটী বুদ্বুদ্, একটী তরঙ্গ। বিষয়-বাতাসে এই তরঙ্গ উঠে। নির্ব্বিষয় নিস্তরঙ্গ মন আত্মাই।

৬। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিতেছে এবং প্রলয় পর্যান্তই চলিবে। সাধনার আদি নাই; অন্ত কোথায় কে জানে?

৭। সাধনা ধর্ম্ম-পত্নী কিনা, ইহাকে অন্দরমহলে—হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপনে রাখিতে হয়। প্রায় মনই অন্দরে রাখিয়া ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজন মত সাময়িক মুখোস পরিয়া অভিনয় করিবে। দুই এক জন বিশেষ আত্মীয় যেমন অন্দরমহলে যাইতে পারে, তেমনি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-বন্ধুর সহিতই সতর্কতার সহিত সাধন-প্রসঙ্গ চলিতে পারে।

৮। সাংসারিক লোক পথ চলিবার কালে রাস্তার উভয়-পার্শ্ব-স্থিত ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, দোকান-পসার, কোন্ দোকানে কি পাওয়া যায়—সমস্তই লক্ষ্য করে; আর সাধকের মন থাকে ভগবানে,—সে কেবল শরীর দিয়াই চলে; তাই অন্য কিছু ত দেখেই না, কোন্ রাস্তায় আসিয়াছে, তাও ঠিক থাকে না।

৯। সকল শরীর—কেবল শরীর কেন, সমস্ত জড় জগৎ করণ কারক। লীলাময় বংশীধারীই একমাত্র কর্ত্তৃকারক।

১০। শক্তির বিনাশ নাই—রূপান্তর-গ্রহণ আছে। কর্ম্মই কর্ম্মফল রূপে পরিণত হয়।

১১। মনো-বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—যাহাই বল না কেন—প্রত্যেকেই কতকগুলি theory বা অনুমানের উপর নির্ভর করে। অনুমানমাত্রই অজ্ঞান। 18th centuryতে যে অনুমান আবিষ্কার করিয়া একজন সমগ্র জগতের বরণীয় হইল, 19th centuryর পণ্ডিতগণ উহাকে বালক-বুদ্ধির সহিত তুলিত করিয়া নূতন অনুমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিল। কিন্তু তখন যদি তারা জানিত যে তাহাদের অভিমান পরবর্ত্তী শতাব্দীর লোক সম্যক্ প্রকারেই খর্ব্ব করিবে!

১২। কত সময়ে দেখা গিয়াছে—কত অভিমানী অভিজ্ঞ চিকিৎসক জটিল রোগের সাম্‌নে, ক্লাশের worst boyএর মত, হত-বুদ্ধি হইয়া অবস্থান করে! কিন্তু তা কতক্ষণ মনে থাকে?

১৩। ছোটকালে এক সময়ে মনে হইত, গাছ-পালা আছে বলিয়াই বাতাস হয়; পরে জানা গেল বিপরীত,—বাতাস আছে বলিয়াই গাছ-পালা নড়ে।

১৪। কোন প্রকারের নিয়মিত সাধন যখন অসম্ভব হয়, তখন যথাসাধ্য স্মরণ, চিন্তন বা প্রার্থনা করিতে হয়। বসিয়া না পারিলে দাঁড়াইয়া, তাহাতে অশক্ত হইলে হাঁটিতে হাঁটিতেও ভগবৎ-স্মরণ করিবে। ভগবৎ-চিন্তায় সময়-অসময়, শুচি-অশুচি ভেদ নাই।

১৫। এক সময়ে একাধিক প্রার্থনা করিতে হয় না। যে প্রার্থনাটী করিতেছ, সেটী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রার্থনা করিতে নাই। কাজেই প্রার্থনা বাছিয়া লইতে হয়। প্রার্থনাটী যত বেশী সময় সম্ভব করা চাই।

১৬। নাম করিলেই ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তির সহিত করিলে ফল বেশী। জপ আরম্ভ করিবার সময়ে মন্ত্রের অর্থটী বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হয়, ও জপের সময়ে, অন্ততঃ জপ আরম্ভের সময়ে, যথাসম্ভব নামীকে স্মরণ করিতে হয়।

১৭। 'যখন যেমন ঘটে, যেমন অবস্থায়ই থাকি,—আমি বুঝি আর না বুঝি,—সকলই আমার মঙ্গলের জন্য।'—এই বিশ্বাস থাকিলে সন্তোষ কখনও সাধককে পরিত্যাগ করে না।

১৮। যাহাকে পাইলে আর কিছুই চাহিবার থাকে না, যাহাকে দেখিলে আর কিছুই দর্শনীয় থাকে না,—তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ক্ষুদ্র, অনিত্য, দুঃখ-দায়ক দ্রব্যে অভিলাষ করিব কেন ?

১৯। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—মনরূপ কালিয় নাগের এই সকল সেবক প্রথম প্রথম সাধকের বিঘ্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন বারম্বার পদ-দলন ও মন্ত্রৌষধিবলে মন-নাগ দমিত হইতে থাকে,

তখন ঐ সকল অনুচর, পরাজিতপ্রায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত্রুর অবিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের মত, সাধকের সহায়তাই করে।

২০। মনিব চাকরকে লইয়া বাজারে যাইয়া নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য খরিদ করে। বৃদ্ধ চাকর বাক্যব্যয় না করিয়া কেনা জিনিষ বহন করিয়া লয়। কিন্তু চঞ্চল বালক-চাকর অনেক সময়ে বলে, "বাবু! এটি কিনুন, ওটি কিনুন।" বাবুর ইচ্ছার সঙ্গে যেটি মিলিল, সেইটি কেনা হইল ; অন্যটি কেনা হইল না।

২১। রেল-গাড়ীতে চলিবার সময়ে দেখ নাই—প্রকাণ্ড মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, তার মধ্যে এখানে একখানা, ওখানে একখানা, সেখানে একখানা গ্রাম! অনন্ত মহাকাশেও ঐরূপ এখানে একটী, ওখানে একটী, সেখানে আর একটী ব্রহ্মাণ্ড! তুমি, আমি কোথায়?

২২। Shakespeare লিখিয়াছেন, "They had but one heart and one purse between them." দুই জনের মধ্যে প্রেম যতই বাড়িবে, ভেদভাব ততই কমিবে। প্রেমের পূর্ণ পরিণতিতে অভেদ ভাব আসিবে। তাই, গোপিনীরা কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছিল।

২৩। আগে ছিল—ছোট এক বিন্দু জল, নিম্ন দিকে গতি। সূর্য্য-নারায়ণের কৃপায় সে এখন—কত বড়, ঊর্দ্ধগামী বাষ্প!

২৪। জ্যেষ্ঠত্বের নিয়ম কি জান? শূদ্রদিগের মধ্যে বয়সে, বৈশ্যদিগের মধ্যে ধনে, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্য্যে এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানেই—জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠত্ব। ইহা মনুর মত্।

২৫। যতদিন অভিমান আছে—ততদিনই সাধন।

২৬। কর্ম্ম যার, ফলও ত তারই। তবে আর ভাবনা কি? সকল কর্ম্মের কর্ত্তা একমাত্র ভগবান। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নাই।

২৭। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রশ্ন উঠিল,—"কার আগে মরা কে চায়?" প্রথম বলিল, "আমি আগে মরিতে চাই, তোমার মত বন্ধু আগে মরিলে যে আমার কতই দুঃখ পাইতে হইবে।" দ্বিতীয় বলিল, "আমিও চাই—তোমার মৃত্যু আগে হউক্। আমার মৃত্যু-জনিত কষ্ট দূরে থাক্, সামান্য কষ্টও যেন তোমার না হয়। তোমার সামান্য কষ্ট অপেক্ষা যে আমি স্বীয় মৃত্যু সহস্রগুণ পছন্দ করি।"

সনাতন রূপকে বলিয়াছিলেন, "মাধুকরী করিয়া খাও, নহিলে যে তাঁর কষ্ট হইবে!"

২৮। Private life, public life ও spiritual life—এ তিনটীকে সম্পর্কশূন্য পৃথক্ ভাবে রাখা যায় না। Private life ও public lifeকে এমন ভাবে চালানের চেষ্টা করা চাই, যাহাতে তাহারা spiritual lifeএর প্রতিকূল না হয়।

২৯। জীবন-সংগ্রামে জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অবিকৃত-চিত্ত ও স্থির-মনা সাধক—দাস্য-ভক্তি-বিশিষ্ট সমর্পিত-চিত্ত যুধিষ্ঠির—সত্ত্বগুণ। দুষ্পরাজেয় দুর্য্যোধন—অহঙ্কার। ভগবান—চতুর-চূড়ামণি চক্রী শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চগ্রামের অধিকার সত্ত্বগুণের জন্য দাবী করিলেন। অহঙ্কার বলিল, "দেহ-রাজ্যের সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানের রাজত্ব আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিব না।" তাই যুদ্ধ বাধিল। সত্ত্বগুণ জয়ী হইল। রাজ্য শান্তিময় হইল।

৩০। আচ্ছা, বিভীষণ ও যুধিষ্ঠির ত সত্ত্বগুণ, তাঁহারা নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইলে রাজ্য শান্তিময় হইল কিরূপে?—সত্ত্বগুণও ত মায়ার গণ্ডির ভিতরে। কথা আছে;—রাবণ ও দুর্য্যোধনের সকুটুম্ব পতনের পর যখন শুদ্ধসত্ত্ব একছত্র সম্রাট হয়, তখন সে অনায়াসেই ভগবানে আত্ম-নিবেদন করিতে পারে। তাই রাজ্য তখন ভগবানের ও ভগবানময় হইয়া যায়।

৩১। শৈল্য-সারথী ও কৃষ্ণ-সারথীর প্রভেদ উপলব্ধি করিতে হইবে। নিরুৎসাহকারীর সঙ্গ সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।

৩২। কোথায় যেন দেখা গিয়াছে—বলবান দুষ্ট বলদগুলি বাঁধা থাকিতে চায় না, দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পালায়। রাখাল তখন দুইটী-দুইটীকে একত্র জোড়া বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। আর ছুটাছুটি

করিবার যো নাই। শরীরেও দুইটী দুষ্ট বলদ—মন আর প্রাণ। ইহাদিগকে একত্র—এক তারে বাঁধিয়া দাও, উভয়েই দমিত হইবে।

৩৩। "It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the gates of Heaven." এখানে ধনী মানে—যার ধনে আসক্তি আছে। ধনবান জনক ত নমস্য। ছিন্ন কন্থায় আসক্ত-চিত্ত বনবাসী সন্ন্যাসীও ধনী-পদ-বাচ্য। তবে আসক্ত-চিত্ত ধনবানের অবস্থা শোচনীয়ই বটে!

৩৪। শাস্ত্রে যেখানে 'স্ত্রীলোকই নরকের দ্বার' বর্ণিত আছে, তার মানে এই—পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক বিঘ্ন, আর স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ বিঘ্ন। অসংযত-চিত্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী নরকের দ্বার; আবার অসংযত-চিত্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষও নরকের দ্বার।

৩৫। আমি আবার কি? এক ভগবানই আছেন, আর কিছু নাই।

৩৬। ভগবানই সকল শরীরে খেলিতেছেন। বন্ধন, আবার কার?

৩৭। ভগবানের প্রবাহ ছুটাইয়া দাও,—'আমি', 'তুমি', 'সে', সব তার মধ্যে ডুবিয়া যা'ক্।

৩৮। সর্ব্বদা হিরণ্ময় চশ্‌মাটী পরিয়া থাক। তার ভিতর দিয়া সকলকেই হিরণ্ময় দেখিবে।

৩৯। দুই জন সম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলেই তবে প্রেম হয়। ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে চাও ত তাঁর অনুকরণ কর। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

৪০। 'সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করিয়া পরে সাধন করিব'—এ'তে সাধনের সময় জোটে না। ঠিক সময়ে ও নিয়মিতরূপে সাধন করিতে হইবে—এ'তে অন্যান্য কার্য্য যেমন চলে চলুক্। আর এক কথা—সাধনটা যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য!

৪১। পাপী-পুণ্যবান, ভাল-মন্দ, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই মুক্তির অধিকারী।

৪২। তোমার ছোট নজর হইবে কেন? সফলতারূপ উৎ-কোচের প্রলোভনে তুমি সাধন করিবে! সাধন মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য,—তাই সাধন করিতেছি, তা'তে সিদ্ধি আসুক্ আর না আসুক্!

৪৩। তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও শাস্ত্রালোচনা—এ সকল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

৪৪। যাত্রা-গান শুনিতে কত লোক যায়। ছেলেরা চায়—যুদ্ধ ও বিদূষকের অভিনয়। কোন্ কোন বৃদ্ধ চায়—হরিশ্চন্দ্র ও সীতার বিলাপ। কেহ বা তবালার বাদ্যে মনোযোগী, আর কেহ দেখে পোষাক-পরিচ্ছদ। ভবের হাটে সকলই সাজান আছে—যার যা খুসী, সে তাই লয়।

৪৫। Theatre ত দেখিয়াছ। একটী 'ছিন্' উঠিল, আর এক নূতন দৃশ্য সাম্‌নে হাজির। সাধন করিতে করিতেও একটীর পর আর একটী পর্‌দা খুলিতে থাকে।

৪৬। মন্ত্রের চাবি দিয়া অন্ধকারের বাক্‌স খুলিতে থাক অন্ধকার ভেদ করিয়া যে আলোক-রাশি নির্গত হইবে, তাহা অন্ধকারের সহিত সমুদয় বিশ্বকে গ্রাস করিবে।

৪৭। বলবান হও—"বলী"র ন্যায় ত্যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। হিতৈষী শুক্রাচার্য্যদিগের কথা শুনিও না। প্রথমতঃ (দূরে বলিয়া) বামন, পরে (নিকটস্থ হইলে) বিরাট বিশ্ব-মূর্ত্তির চরণে আত্ম-নিবেদন কর—পার্থিব ও পারলৌকিক সকল বাসনা বিসর্জ্জন কর; তোমার হৃদয়-মন্দিরের দ্বারদেশে তিনি চির-বিরাজমান থাকিবেন।

৪৮। সাত্ত্বিক দ্রব্যও রান্না, পরিবেষণ ও খাওয়ার দোষে রজ ও তম গুণ বৃদ্ধি করে।

৪৯। অধিকারী-ভেদে শাস্ত্র-পাঠ বিধেয়।

৫০। শ্লেষ্মা-বৰ্দ্ধক খাদ্য বেশী খাওয়া সঙ্গত নয়।

৫১। মন-ঘুড়ী-খানাকে প্রাণের সূত্রে বাঁধিয়া উড়াইয়া দাও। সূত্রের অপর প্রান্ত ভগবৎ-পদে বাঁধিয়া রাখ।

৫২। ছোট-বেলা 'পাশা' পাইলে একাই খেলিতাম। যেন চারি জনই খেলিতেছে—এমন ভাবে 'ঘুঁটি' বসাইতাম। একাই ৪ জনের জন্য পাশা ছুড়িতাম, এবং আমিই মধ্যস্থ হইয়া যার যাতে ভাল হয়, তার "দান"-অনুসারে তদ্রূপ তার 'ঘুঁটি'র চালন করিতাম।

৫৩। সমুদ্র মন্থন করিবে? সাধন-দণ্ডে শ্রদ্ধার দড়ি বাঁধিয়া মন্থন করিতে থাক। শক্তি ও সিদ্ধি, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য কতই উঠিবে; ভয়, আশঙ্কা, সন্দেহ কতই আসিবে! ধৈর্য্যের সহিত মন্থন চালাইতে থাক—অবশেষে 'অমৃত' লাভ করিবে।

৫৪। এক জন মিছ্‌রি পাইয়া গুড় ত্যাগ করে। আর এক জন বলে, "মিছ্‌রি পাই আর না পাই, গুড় খাওয়া অসঙ্গত,—ইহা কিছুতেই খাইব না।"

৫৫। নন্দগ্রামের পুরুষ—কৃষ্ণ-পক্ষ, আর বর্ষানের স্ত্রী—রাধা-পক্ষ; দোলের সময়ে ইহাদের মধ্যে নাকি লাঠালাঠি হয়।

সাধারণ mock-fight নহে,—লাঠালাঠিতে কোন কোন বার 'খুন', মাঝে মাঝে 'জখম্' হয়। কিন্তু ঠিক আছে—লাঠালাঠিতে প্রত্যেক বৎসরই রাধার পক্ষ জয়লাভ করিবে।

৫৬। ভগবৎ-পথের যাহা বিরোধী, তাহা ত্যাজ্য; আর যাহা ধর্ম্ম-পথের অনুকূল, তাহা গ্রাহ্য।

৫৭। ভগবান জোনাকি-পোকার মত। ইচ্ছা করিলেই আলোর প্রকাশ হয়; নতুবা পাথার আবরণে আলোক ঢাকিয়া রাখিলে জোর করিয়া তাহা বাহির করা যায় না।

৫৮। মন যে বিষয়েই লাগিবে, মনে তারই ছাপ—'ফটো' পড়িবে, মন আর নির্ম্মল থাকিবে না।

৫৯। যেরূপ অভ্যাস করিতেই চেষ্টা করিবে, মন তাই ধরিয়া থাকিতে চাইবে। আর যে অভ্যাস ত্যাগ করিবে, তা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিবে। এ-ই মনের নিয়ম।

৬০। "আমি মারি যারে, কে রাখে তাহারে?
আমি রাখি যারে, কে মারিতে পারে?"

৬১। "আকাশে রাঙ্গা-মেঘ করে খেলা।" মহাকাশে—তথা চিদাকাশে জগজ্জননীর নর্ত্তন-লীলা অবলোকন কর। এই নৃত্য যখনই থামিবে—তখনই সুষুপ্তি।

৬২। যখন ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-গ্রহণ হইতে বিরত হইবে, তখনই ভগবান প্রকাশিত হইবেন।

৬৩। রাজার ইচ্ছা হইল—নগরে আসিবেন। অমনি সংবাদ আসিল, চর ছুটিল, ময়লা সাফ্ হইতে লাগিল, ফল-পুষ্পে তোরণাবলী সজ্জিত হইল, অভিনন্দনের আয়োজন চলিল, চারি দিকে ছুটাছুটি, ব্যাকুলতা আরম্ভ হইল। কিছু দিন পরে রাজা আসিলেন—দরবারে বসিলেন—আনন্দের 'হাট' মিলিল।

৬৪। সঙ্কীর্ণতাটুকু—সংসারটুকু ষোল আনা বজায় থাকা চাই, তৎসঙ্গে ভগবৎ-প্রেমও চাই;—তা হবে কেন?

৬৫। আমি দুয়ার খুলে তার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকি;—যখন তার খুসী, আস্‌বে।

৬৬। তা'কে ত জান না;—তবে সে যখন আস্‌বে, কেমন করে চিন্‌বে? দেখো—ফাঁকিতে পড়ো না।

৬৭। দেখ্‌ছতো—নক্ষত্রগুলি আপন ইচ্ছায় আসে, আপন ইচ্ছায় যায়। তুমি চাহিলেই পাও না, বা রাখিতে পার না। এরাও সেই চন্দ্রের অনুচর কিনা! চন্দ্রও আপন ইচ্ছায় আসিবে, আর প্রথম প্রথম আসিয়াই পালাইবে।

৬৮। মায়াময় ও মুক্তিদাতা একজনই কিনা, তাই বন্ধন ও মুক্তির বীজ সর্ব্বত্রই একত্র সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

৬৯। মনই মনকে নাশ করিবে। অভিমানই অভিমানকে নষ্ট করিবে।

৭০। উপনিষদ্, বেদান্ত-সূত্র ও গীতা—এইগুলি সাধকের পঠনীয়। ইহা মুনিদিগের মত্।

ওঁ

১। রোগীর ইচ্ছা, না ডাক্তারের ইচ্ছা ?

২। ব্রহ্ম—পর-ব্রহ্ম—পরাৎপর পুরুষ।

৩। তিন জন একত্রে প্রজাপতির নিকট যাইয়া উপদেশ চাহিয়াছিল। প্রজাপতি বলিলেন,—"দ"। অভিমানী কিনা,—প্রত্যেকেই মনে করিল, "সে ঠিক বুঝিয়াছে।" এক জন বুঝিল,—"দ—দম—দমগুণ অভ্যাস করিতে বলিতেছেন।" আর এক জন বুঝিল,—"দ,—দয়া—দয়াবৃত্তির অনুশীলন করিতে বলিতেছেন।" তৃতীয় ঠিক করিল,—"দ—দত্ত—দান করিতে বলিতেছেন।" একই কথা—যে যেমন, সে তেমনই বোঝে।

৪। দুই জন ভগবদ্-ভক্তে কত মিল, কিন্তু দুই সতীনে কেমন বিদ্বেষ!

৫। কর্ম্ম ও ভক্তি—জ্ঞান—পরাভক্তি বা প্রেম।

৬। ভগবান বড় কাপুরুষ,—চোখের জলটুকু সইতে পারে না। একে আবার সর্ব্বশক্তিমান বলে!

৭। এমন এক অবস্থা হয়, যখন মনে হয়—"তিনিই 'আমি', 'আমি' করেন ; এ তাঁরই শরীর ; তিনিই সাধন করিতেছেন।"

৮। আত্ম-সমর্পণ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইলেই নিয়মিত সাধন বন্ধ হয়।

৯। দান পরোপকারের জন্য নহে, নিজের উপকারের জন্য। দানের সুযোগ খুঁজিতে হয় ও পাইলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে হয়। বিশ্বেশ্বরই যখন ভিখারী, তখন অভাবের অভাব নাই। মন থাকিলেই হয়।

১০। কৃপণের কাছে চাহিয়া আদায়ের চেষ্টা করিতে হয়। ভগবান স্বভাব-দাতা ;—তাঁর কাছে চাহিতেও হয় না ; কাছে বসিয়া থাকিলেই সব পাওয়া যায়।

১১। মনের গতি ত ভগবানের দিকেই আছে। আসক্তিতে কেবল নীচের দিকে টানিয়া রাখে।

১২। প্রার্থনার অসাধ্য কিছুই নাই।

১৩। যখনই বসিতে যাই, কত বৈষয়িক চিন্তা, কত জল্পনা-কল্পনা আসে; তাহাদিগকে একটু বিরত করিয়া যেই ধ্যান করিতে যাই, অমনি মাথা চুল্‌কায়, মাছিতে উদ্‌বেগ করে, অন্য লোকে কোলাহল করে। এ সকল থামাইতে থামাইতে পা টন্ টন্ করিয়া উঠে। সাধন করিব কেমন করিয়া! ভগবন! সাধন-ভজন আমি পারিব না। যখনই পারি; তোমাকে চিন্তা করিব, স্মরণ করিব। তোমার যা খুসী করিও। যদি কখনও সাধন করিতে দাও—করিব; নইলে আর কি করিব! তোমার কৃপাই সম্বল।

১৪। Moralityই ধর্ম্মের ভিত্তি। Morality বাদ দিয়া ধর্ম্ম হয় না।

১৫। স্বাস্থ্য, সংযম ও সেবা—এই তিনের মিলন হইলে ধর্ম্মলাভ সহজসাধ্য হয়।

১৬। সাধন-সমর কি জান? এক দিকে রজঃ (রাবণ) ও তমঃ (কুম্ভকর্ণ), অপর দিকে সত্ব (বিভীষণ)—এদের যুদ্ধ। তমঃ (কুম্ভকর্ণ)—নিদ্রালু। রজঃ (রাবণ)—অভিমানী; সে নিজেই কর্ত্তা, ভগবানের শক্তিকে নিজের বলিয়া দাবী করে। সত্ব তা সহিবে কেন? সে প্রতিবাদ করে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সত্ব self-surrender করে কিনা, তাই ভগবানই তার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন—শরীর, মন সব ভগবানের। ভগবানই সাধন করেন

—তিনিই যুদ্ধ করিয়া রজঃ-তমঃকে বিনাশ করেন—দেহ-রাজ্যে বিভীষণ রাজা হয়। শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আচ্ছা, ভগবান ত নিমিষেই পারেন, তবে দশ মাস ধরিয়া যুদ্ধ কেন ?

[নীতি-সর্ব্বস্ব নাস্তিক ইন্দ্রজিতের দাপটে সাধককে বড় অস্থির হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও নিরভিমান দাস্য-ভক্তি দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত সাধক উহাকেও পরাস্ত করে। '"Moralityই ধর্ম্ম, পরোপকারই কর্ত্তব্য"—এই সকল অভিমান দূর হইলে রজোগুণ দূর হইতে বেশী সময় লাগে না।]

১৭। সাধন-পথে এত বিঘ্ন আসে যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় না থাকিলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

১৮। তাঁর কাছে কি চাইব ? আমার কি প্রয়োজন, আমা অপেক্ষা তিনিই ভাল জানেন ; এবং যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি নিজেই দিতেছেন ও করিতেছেন।

১৯। মন-চুপ্‌ই চাই। তজ্জন্য মুখ-চুপ্‌ও দরকার কতক সময়।

২০। তিনিই মুক্ত সাজিয়াছেন, তিনিই বদ্ধ সাজিয়াছেন ;—কে ছোট, কে বড় ?

২১। সমাধিও মায়ার রাজ্যের ভিতরে।

২২। অনন্তের কি অন্ত আছে যে কিছু দিন সাধন করিয়াই কাজ শেষ করিবে? যতই এগোবে, ততই পথ বাকী থাকিবে। সাধন—সমস্ত জীবন।

২৩। ভক্ত কোন নিয়ম মানিতে চায় না। ভক্তের নৌকা বিশ্বাসের পাল তুলিয়া ডাঙ্গায়ও চলিয়া যায়।

২৪। মন শুদ্ধ না হইলে শাস্ত্রার্থ অনেক স্থলে উপলব্ধি হয় না।

২৫। ব্রহ্মবিদ্যাই গুরুর শক্তি। শিষ্য গুরু হইতে উহা লাভ করে। ব্রহ্মবিদ্যাই ত্রাণকর্ত্রী—তারা। চন্দ্র তাহাকে লাভ করিলেন। তাঁহার 'বুধ' নামক পুত্র জন্মিল—"জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।"

ইন্দ্রও গুরুর শক্তি লাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছিলেন, তাই তিনি "সহস্র-চক্ষু"—সর্ব্বজ্ঞ। ইন্দ্র—ইদন্দ্র।

২৬। মনটাকে সংসারে রাখিয়া শুধু শরীরটাকে লইয়া বনে গেলে সন্ন্যাস হয় না। মন সংসারে না থাকিলে, শরীর সংসারে রাখিয়াও সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

২৭। গুরু কোন শ্লোক শাস্ত্র হইতে quote করিয়া বলিলেও শিষ্য অনেক সময়ে উহাকে original বলিয়া প্রচার করিতে চায়।

২৮। শিষ্যদের fanaticism ধর্ম্মজগতে অনেক গোলমাল উৎপাদন করে।

২৯। সাধু চিনিতে হইলে নিজে সাধু হওয়া চাই।

৩০। রাম বালীকে অনুরোধ করিলেই ত সীতা উদ্ধার হইত। হনুমানও সীতাকে লইয়া আসিতে পারিত। এত দিন ধরিয়া যুদ্ধ কেন? রাবণকে সবংশে মারিবার জন্যই কি?

শ্রীকৃষ্ণ ত স্বয়ং ভগবান। তিনি ত ইচ্ছামাত্রই পাণ্ডবগণের রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়াইতে পারিতেন। তবে এত কৌশল কেন? এত দীর্ঘ যুদ্ধই বা কেন? কলির অবতার দুর্য্যোধনের সকল বন্ধু ধ্বংস করিবার জন্যই কি?

জ্বর কুইনাইন্-চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি ভাত না দিয়া অভিজ্ঞ বৈদ্য রোগের মূলোৎপাটন করিয়া তবে ভাত দেয় কেন?

৩১। ভগবানই সকল;—ভাল, মন্দ, সকলই তিনি। তিনি জগদ্‌গুরু, মঙ্গলময় শিব। তাই রজঃ ও তমো গুণকেও তিনি এমন ভাবে পরিচালিত করেন যাহাতে তাহারা কালে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া জীবকে শিবত্ব প্রদান করে, শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে। * * *

[আমি কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতকে রূপক বলিতেছি না। জগদ্‌গুরু বিশ্বরূপ কিনা,—তাঁর নাম সর্ব্ব—প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক ঘটনা দ্বারাই যেন সাধনের তত্ত্ব বলিতেছেন—সাধনের পন্থা ইঙ্গিত

করিতেছেন। আর অশরীরী, চৈতন্যময় গুরু রূপে আমাদিগকে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়—পরমহংসদেবের উত্তম বৈদ্যের মত—সেই পন্থায় টানিয়া লইতেছেন। ভয়-ভাবনার কোনই কারণ নাই।

ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ—সকলেই আমাকে সেই এক কথাই বলিতেছে। সকলেই গুরু—সকলেই শিক্ষক। আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সকলের নিকটে আমি প্রণত হই।]

৩২-৩৩। * * * * *

৩৪। জগতে বিশ্বাসের দুর্ভিক্ষ যত বেশী, এত আর কিছুরই নহে। তিনি কি সর্ব্ব-শক্তিমান নহেন যে তোমাকে কৃপা করিতে পারেন না? "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"—এ কি কথার কথা মাত্র? বিশ্বাসী হও, 'জগদ্ধিতায়' শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর কর; পথ পাইবে, আলো আসিবে, শান্তিময় হইবে।

৩৫। চিরকালই কি ক-খ লিখিতে হইবে? হ-ক্ষ'এর স্থানে পৌঁছিতে হইবে না কি? যদিই বা অত দূর এবার না পারি, তবেই বা ক-খ লইয়া থাকিব কেন? চ-ছ'এ গেলে কি আরও ভাল হয় না? আর হ-ক্ষ'তে যে যাইতে পারিব না—তা কে বলে?

৩৬। পত্রিকা, public opinion ও আশা-বাসনা দ্বারা প্রায় সকল লোক পরিচালিত। তাদের কথার মূল্য কি? Reason অনেকেরই খুব কম। তুমি ধীর-পদে কর্ত্তব্য-পথে চলিয়া যাও;— যে যা বলে, বলুক্।

৩৭। ভগবান-লাভই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহার সহায়তা করে, তাহাই ধর্ম্ম—পুণ্য—করণীয়। আর যাহাতে ভগবৎ-পথ হইতে আমাকে দূরে লইয়া যায়, তাহাই অধর্ম্ম—পাপ—অকরণীয়। সাধকের এই এক বিচার।

৩৮। হয় নিজে নৌকা বাহিয়া পারে যাও, না হয় জাহাজের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক।

৩৯। ধর্ম্মগ্রন্থ কি বেশী পড়িতে হয়? একখানা পড়িলেই যথেষ্ট। তবে মানুষ প্রায়ই impervious,—সহজে কথা ভিতরে ঢোকে না। যা ঢোকে, তাও অমনি বেরিয়ে যায়। তাই, এক কথা বার বার শুনিতে হয়।

৪০। ভিখারী দেখিলেই তার মধ্যে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিও।

ওঁ

১। ঔষধও যেমন রোগ-মুক্তির জন্য, রোগ-বর্দ্ধনের জন্য নয় ; নিয়মও তেম্নি উন্নতির জন্য, অবনতির জন্য নয়।

২। প্রত্যেক ঔষধই যেমন প্রত্যেক রোগীর জন্য নয়, প্রত্যেক নিয়মও তেম্নি প্রত্যেক লোকের জন্য নয়।

৩। যখনই বুঝিবে—(অবশ্য, ঠিক্ ঠিক্ বুঝা চাই)—কোন নিয়ম তোমার অপকার করিতেছে, সে নিয়মের প্রতিপালন তোমার কর্ত্তব্য নহে।

৪। যুক্তি-তর্ক দ্বারা যোগ ও ভোগের সমন্বয়ই কর, আর সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতাই প্রতিপাদন কর, ইহা নিশ্চয়ই যেন মনে থাকে—আসক্তি এক বিন্দু থাকিতেও মুক্তি লাভ হইবে না।

৫। যত দিন একটী পরমাণুমাত্রতেও তোমার আসক্তি আছে, তত দিন পর্য্যন্ত—তুমি 'গিরি'ই হও আর 'পুরী'ই হও—তোমার সংসার বিরাজমান !

৬। রাজার পক্ষে রাজ্যে আসক্তিরও যে মূল্য, সন্ন্যাসীর পক্ষে তার দণ্ড-কমণ্ডলুতে আসক্তিরও সেই মূল্য। প্রত্যেকেই নিজের সমগ্র সম্পত্তিতে আসক্ত। বরং সন্ন্যাসীর আসক্তি অধিকতর দোষাবহ; কারণ, সে রাজার মতই আসক্ত-চিত্ত হইয়াও, ত্যাগীর পোষাক পরিধান করিয়া নিজেও প্রতারিত হইতেছে, অন্যকেও প্রতারিত করিতেছে।

৭। তাই বলিয়া কিন্তু গৈরিক বস্ত্র দেখিলেই ঘৃণা করিতে হইবে না। গৈরিকধারী এমন অনেক বিষয় ত্যাগ করিয়াছে, যাহা বর্জ্জন করিতে তোমার আরও অনেক কালের সাধনার প্রয়োজন হইবে।

৮। কথনও কথনও দেখা যায়—কেহ রাজৈশ্বর্য্য অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, কিন্তু তার পরে সামান্য একটা কৌপীনের জন্য কত ঝগড়া-বিবাদ করে! এর কারণ কি, বলিতে পার?

৯। সহ্য করিতে যতই শিখিবে, ততই অশান্তি দূর হইবে।

১০। এখন ত কত তাড়াতাড়ি লিখিতে পার; কোন্ শব্দ কিরূপে লিখিতে হইবে, কোন্ অক্ষরের কিরূপ আকার—এ সব কিছুই ভাবিতে হয় না। কিন্তু প্রথম প্রথম, যখন লেখা শিখিতেছিলে, তখন এই-সকল বিষয় কতই ভাবিতে হইত! এখন ত কত তাড়াতাড়ি বইগুলি পড়িয়া ফেল, কিন্তু প্রথম প্রথম পড়িতে

কতই কষ্ট হইত! অভ্যাস যেমন লেখা-পড়াকে সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছে, সাধনকেও তেমনই সহজ-সাধ্য করিয়া দেয়।

১১। সাধারণ লোক দেখিয়া, শুনিয়া বা বিচার করিয়া খুব বেশী শিখিতে পারে না। তারা ঠেকিয়া ঠেকিয়াই অনেক শিক্ষা করে।

১২। যত কিছু পরোপকার করিতেছ, সে সকলই নিজের সুখের জন্য।

১৩। যখন নৈবেদ্য দ্বারা দেব-পূজা হয়, তখন কেহ মনে করে না যে এই নৈবেদ্য না পাইলে দেবতা ক্ষুধায় কষ্ট পাইবেন এবং নৈবেদ্য দিয়া তাঁর উপকার করিতেছি। সকলেই মনে করে— 'দেবতা যদি কৃপা-পূর্ব্বক এই নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করেন, তবেই আমি কৃতার্থ।' সেবাও এই ভাবেই হওয়া ভাল।

১৪। কিছু 'সত্য' ও কিছু 'মিথ্যা' অভিমানকে আশ্রয় করিয়া যশোলিপ্সা কত সাধককেই না পথভ্রষ্ট করিতে চায়!

১৫। যশের লোভে মানুষ কত সময়েই মিথ্যাকে অবলম্বন করে!

১৬। যত দিন আসক্তি আছে, তত দিনই মিথ্যার জালে পড়িবার আশঙ্কা থাকে।

১৭। ধৈর্য্যের সহিত প্রণালীমত সাধন করিতে থাক। রাতারাতি বড়লোক হইবার বাসনায়—তাড়াতাড়ি গাছে উঠিবার ইচ্ছায় যেন লাফ দিয়া পা ভাঙ্গিও না।

১৮। সাধনায় মেদাটে ভাবও ভাল নয়। উদ্যম, উৎসাহ ও লক্ষ্য-সাধনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকা চাই।

১৯। কখনও কখনও এমন হয়,—কেহ খুনের দায় এড়াইতে সাধু সাজিল, শেষে সাধু-মহলে থাকিতে থাকিতে মন ভাল হইল, সে খাঁটি সাধু হইয়া গেল।

২০। যখন আত্ম-সমর্পণ পূর্ণ হইবে, তখন ষোল আনা মনই ভগবানে থাকিবে,—কোন বিষয়ের দিকেই মন যাইবে না।

২১। যখন নীরস মুহূর্ত্তগুলি আসে, কিছুই ভাল লাগে না, তখনও, সাধনে মন ডুবুক্ আর না-ই ডুবুক্, জোর করিয়া মনকে সাধনে নিযুক্ত রাখিতে হয়।

২২। সিদ্ধি-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে কতকগুলি ভয়ঙ্কর সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে। তখন স্থির থাকিতে না পারিলেই মুস্কিল।

কর্ণবাস। ৭।১১।'১৬

ওঁ

১। 'আমি লক্ষপতি, আমার মত ধনী ক'জন?', 'আমি কত কেতাব লিখিয়াছি, আমার মত কবিত্ব আর কার?', 'আমি বুকের উপর তিন মণ ভার রক্ষা করিতে সমর্থ, আমার মত শক্তিমান আর কে?'—এই ভাবে যে যাতে বড়, সে তারই বড়াই করে; সকলেই বড় সাজিতে, বড়াই করিতে লালায়িত। আবার অন্য বড়াইয়ের তুলনায় সংসারে বুদ্ধির বড়াই অনেক বেশী। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানব লোক-লোচনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে এই সকল বিভিন্ন আকারের গগনস্পর্শী সৌধমালা অনবরত নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাদের ভিত্তি কোথায়, জান তো? "আমি দুর্ব্বল ক্ষণভঙ্গুর জরামরণশীল শরীর নামক জড়পিণ্ড। আমার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত মাত্র।"—এই অজ্ঞানই তাহাদের সুদৃঢ় ভিত্তি। এই মিথ্যা অজ্ঞানের উপরই সে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত! হায়, মানবের অভিমান! হায়, মানবের বুদ্ধি!!

২। ধন ও জনের, বিদ্যা ও শক্তির অহঙ্কার-সামর্থ্য যার নাই, সে-ও অন্ততঃ দু'-চার জন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের সাম্‌নে নিজের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের প্রচারে আনন্দানুভব করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মানব

অন্য সকল প্রকার কলঙ্কের বোঝা বহন করিতে যত সহজে প্রস্তুত হয়, বুদ্ধি-হীনতার কলঙ্ক সহ্য করিতে তত সহজে সম্মত হয় না। বুদ্ধির বড়াই করা, নিজ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা, নিজ বুদ্ধির কষ্টি-প্রস্তরে অন্যের "দুর্ব্বুদ্ধি"র মূল্য নির্ণয় করা—এ যেন মানব জাতির অপরিহার্য্য সাধারণ-ধর্ম্ম। কিন্তু মানব যদি একবার মনে করে,—বুদ্ধি অজ্ঞানেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অজ্ঞানের গণ্ডির ভিতরেই তার সমুদয় আস্ফালন আবদ্ধ!

৩। গত ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৺কাশীধাম হইতে পরাঞ্জপে পাণ্ডে নামক এক ব্যক্তি ৺বৃন্দাবনধামে আসিয়াছিল। নিকুঞ্জবনে রজনীকালে সে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস দর্শন করিবে, —এই আশাই তাহার আগমনের কারণ। কিন্তু, রাত্রিকালে নিকুঞ্জবনে কাহারও থাকিবার নিয়ম নাই। পশু-পক্ষীও নাকি তখন সেখানে থাকে না। কাজেই পাণ্ডেও রাত্রিতে তথায় থাকিবার অনুমতি পাইল না। অগত্যা একদিন অপরাহ্নে সে নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া একটী ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যার সময়ে পূজারী ফটক্ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে দ্বার খুলিয়া যখন পূজারী ভিতরে প্রবিষ্ট হইল, সে দেখিতে পাইল—মন্দিরের সাম্‌নে ঐ পাণ্ডে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে; তাহার কথা বলিবার শক্তি নাই। ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পূজারী পুলিশকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পুলিশের লোক পাণ্ডের আসন্ন-মৃত্যু মনে করিয়া অবিলম্বে তাহাকে

হাঁসপাতালে লইয়া গেল। পাণ্ডের বাক্-সামর্থ্য নাই, তাই হাঁসপাতালের ডাক্তার মিঃ গুপ্ত তাহার নিকটে কাগজ-পেন্‌সিল দিলেন। প্রশ্ন হইল, "তুমি নিকুঞ্জবনে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছ ?" যোড়-হস্তে সে উদ্দেশে ভগবানকে নমস্কার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—তাহার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইয়াছে। "ক'জনকে দেখিয়াছ ?" ডান হাতের আঙ্গুল দেখাইয়া বুঝাইল,—"পাঁচ জন।" "পুরুষ ক'জন ?" পুনরায় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জানাইল, "এক জন।" "স্ত্রীলোক ক'জন ?" সেই প্রকারেই উত্তর হইল, "চা'র জন।" "সেখানে কি দেখিলে ?" পাণ্ডে লিখিয়া জানাইল, "নিত্য-লীলা দর্শন করিয়াছি; কিন্তু, যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতে দিতেছে না।" "কিছু ঔষধ খাও, এখনই সুস্থ হইবে, কথা বলিতে পারিবে।" উত্তর হইল,—"আমার জন্ম সফল হইয়াছে, জীবন ধন্য হইয়াছে। এখনই আমার মৃত্যু হইবে। আমি আর ঔষধ খাইব না।" কিছুকাল পরেই পাণ্ডে দেহত্যাগ করিল। মৃত শরীরের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক যমুনাগর্ভে সমবেত হইল। হঠাৎ কোথা হইতে সকলের অপরিচিতা একটী স্ত্রীলোক আসিয়া শবের মুখ যমুনার জলে বেশ করিয়া ধোয়াইয়া দিল এবং পরক্ষণেই একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করিতে করিতে সমবেত জন-মণ্ডলী পাণ্ডের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিল। সার্থকজন্মা পরাঞ্জপে আনন্দময়কে দর্শন করিয়া আনন্দধামে গমন করিল; আর 'ইতর'-জনগণ তাহার শ্রাদ্ধের 'মিষ্টান্ন' ভক্ষণ করিয়াই প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল।

৪। যতদিন শরীরের অধীন আছ, ততদিন পরাধীনতার অন্ত কোথায় ?

৫। যত কিছু সৎ কর্ম্ম করিতে যাও, কিছু-দূর অগ্রসর হইলেই দেখিবে—দেহাসক্তি তোমাকে বাধা প্রদান করিতেছে।

৬। যতক্ষণ তুমি "ছোট আমি" থাকিবে, ততক্ষণ তুমি সৎ কর্ম্মই কর, অসৎ কর্ম্মই কর আর কর্ম্ম ত্যাগই কর,—সকলই দোষের,—সকলই বন্ধন। আর যখন তুমি "বড় আমি" হইবে, তখন তুমি যে কোন কর্ম্মই কর বা কিছুই না কর,—কিছুতেই তোমার বন্ধন ঘটিবে না।

৭। বোধ হয় মনে আছে যে "শুক্র-গ্রহ" ('কাণা' শুক্র—কাণা বলিয়া দূরত্ব-নির্ণয়ে অক্ষম—অসম্যক্-দর্শী) হইতে এক পরিব্রাজক তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। পত্রিকাতেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক লেখা-লেখি চলিয়াছিল। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, এক সময়ে তিনি "ব্রজমোহন বিদ্যালয়" (ব্রজমোহন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিদ্যালয়—এই জগৎ-সংসার) পরিদর্শন করিতে আগমন করিলেন। সে দিন ছিল শুক্রবার। আসিয়া দেখিলেন, চারিটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। তার পর দিন শনিবার। আসিয়া

দেখিতে পাইলেন, এত বেলা থাকিতেও দেড়টার সময়েই স্কুল ছুটি! তার পর দিন রবিবার; দেখিলেন কি, একেবারেই বন্ধ! সোমবার দিন দেখেন, আবার চারিটার সময়ে ছুটি! ভাবিলেন, "এ কি বে-আক্কেলের দেশে আসিয়াছি! এখানে যে কোনই নিয়ম-প্রণালী নাই! কোন দিন চারিটায় ছুটি, কোন দিন দেড়টায় ছুটি, কোন দিন স্কুল হয়ই না! এ অরাজক রাজ্যে—এ উচ্ছৃঙ্খলের দেশে অধিক কাল থাকা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়।" এই স্থির করিয়া যখন তিনি ফিরিয়া চলিয়াছেন, তখন হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে পূজনীয় "মুখোপাধ্যায় শ্রীমৎ জগদীশজী"র ("মুখোপাধ্যায়"—শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। "জগদীশজী"—ভগবান—গুরুরূপী ভগবান) সহিত সাক্ষাৎ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে এক মাস কাল থাকিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। পরিদর্শক তাহাই করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে সকল শনিবারই দেড়টায় ছুটি, সকল রবিবারই বন্ধ, আর অন্যান্য সকল বারেই চারিটায় ছুটি, তখন তিনি সম্যক্-দর্শনের ফলে বুঝিতে পারিলেন, যে পূর্ব্বে স্বল্প কালের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখায় সংকীর্ণদৃষ্টিবশতঃ যেখানে অনিয়ম বা নিয়মের ব্যতিক্রম প্রতীত হইতেছিল, সেখানে বাস্তবিক নিয়মাভাব নাই; তাহাও একটী বড় নিয়মের অধীন মাত্র, সেখানেও একটী বড় নিয়ম সুশৃঙ্খলার সহিত অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিতেছে। যত দোষারোপ, যত অসামঞ্জস্যের প্রতীতি, এ সকলই অসম্যক্-দর্শনের ফল মাত্র।

৮। বাহিরে ত্যাগীর বেশ, আর ভিতরে ভিতরে ঘোর সংসার ;—এ ভাল নয়।

৯। যে সাধককে অন্যের মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহার পক্ষে সাধনে উন্নতি লাভ দুষ্কর। উপরে ভগবান ভিন্ন সাধক একমাত্র গুরুরই অধীন থাকিবে—অন্য কাহারও নহে।

১০। যে পরিমাণে বৈরাগ্য বাড়িতেছে ও আসক্তি কমিতেছে,—সেই পরিমাণেই উন্নত হইতেছ।

১১। হনুমান লঙ্কায় যাইয়া ভাবিলেন, "সবংশ রাবণকে ধ্বংস করিয়া শ্রীজানকীজীকে রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া যাইতে আমিই সমর্থ। কিন্তু তাহা আমি করিব না। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই তাহা করুন। সমুদয় যশ তাঁহারই হউক্।"

ওঁ

১। বাপ ছেলেদিগকে বাজারে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—"যার যত খুসী বাজার কর্, তার পর বাড়ী যাবি।" কোন ছেলে তখনই বাড়ীর দিকে ছুটে। কেহ কেহ বা দু'-চার ঘণ্টা কেনা-বেচা করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল; আর কেহ বা বাজার করিতেই লাগিল,—বাড়ী ফিরিবার কথা আর মনেও আসে না!

২। লোক-হিতৈষণা, শারীরিক আরাম ও প্রতিপত্তিতে আসক্তি—এই তিনটী কত অগ্রগত সাধককে পথভ্রষ্ট করে!

৩। মনে যে কোন প্রকারের সঙ্কল্প-বিকল্পই উঠুক না কেন, কোন না কোন প্রকারের আসক্তি তার মূলে আছেই।

৪। যখন কোন সুখ বা আরাম পাইয়া কেহ বলে—"আহা! ভগবানের কত কৃপা!", তখনই বুঝিবে, উহার সুখ বা আরামে বেশ আসক্তি আছে। আসক্তি ত আছেই, ভগবান যে মঙ্গলময়—সুখ-দুঃখ, সকল অবস্থায়ই যে তাঁর করুণা সমভাবে প্রবহমানা, এ ধারণা এবং বিশ্বাসও তার নাই। তাই বলিয়া কিন্তু এরূপ লোককে মন্দ বলি না,—এ-ও একটা step মাত্র।

৫। অনেক সময়েই সাংসারিক মিত্রগণ ছদ্মবেশী শত্রু এবং সাংসারিক শত্রুগণ ছদ্মবেশী মিত্র। ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এখানে মন-ভুলানো মুখোস পরিয়া আছে।

৬। চোখ, কাণ, বাগিন্দ্রিয় ও মন—ইহাদের উপর সর্ব্বদাই প্রহরী রাখিতে হয়, যেন কখনও ইহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

৭। যেখানে policy ও compromise আছে, সেখানেই বুঝিবে আসক্তি ও সংসার।

৮। অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যটীকে সাধনার অন্তর্গত করিতে হয়। সমুদয় জীবনটীই একটী সাধন হইবে। কুশাসনে বসিয়া ভাবিলাম—"ঘট্ ঘট্ বিরাজে রাম", বইতে পড়িলাম—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি, য ইহ নানেব পশ্যতি", কিন্তু কাজের বেলা—ভাল জিনিষটী নিজের ছেলেকে আর মন্দটী পরের ছেলেকে, নিজ-জনের অসুখে ব্যাকুলতা আর অন্যের বিপদে উদাসীনতা ;—এতে চলিবে কেন ?

৯। মুক্তিলাভ ভগবানের কৃপা ভিন্ন হয় না। তাই, সর্ব্বদা, অন্ততঃ যতক্ষণ সম্ভব, ভগবানে মন রাখা ও যথাসম্ভব সরল মনে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করা চাই।

ওঁ

১। শ্রুতি বলেন ;—

"যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥"

২। নবীন বাবু বলিয়াছিলেন, "বরং মুটে-গিরি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিব, তথাপি চাকরী বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় কর্ম্ম (সত্য-গোপন) করিব না।"

৩। বরিশালে এক জন কেরাণী ছিলেন। কাছারীর সময়ে, কখনও কোন উকিল বা মোক্তার, কখনও বা অন্য কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন ; এবং কেহ নাম দস্তখত করিবার জন্য, কেহ বা পত্রের শিরোনামা লিখিবার জন্য, কেহ বা অন্য কোন কর্ম্মের জন্য, তাঁহার নিকট কালি-কলম চাহিতেন। এক দিন তাঁহার মনে হইল, "সরকারী দ্রব্য ত এ ভাবে ব্যয় করিবার অধিকার আমার নাই। আমার জন্য বা অপরের জন্য এ সকল আর ব্যবহার করিব না।" যেমন চিন্তা, তেমনই কাজ। তখন হইতেই তিনি এই প্রকার কর্ম্মের জন্য, নিজের পয়সায় কলম, কালি, কাগজ ও ব্লটিং কাগজ আনাইয়া রাখিয়া দিতেন।

৪। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ শিবিরাজ বলিয়াছিলেন, "এই কপোত যখন আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে, তখন কিছুতেই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব না। ন্যায়ের মর্য্যাদা—ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য, আমি নিজ-দেহ হইতে মাংস প্রদান করিয়াও ইহাকে রক্ষা করিব।"

৫। প্যারীলাল ঘোষের গৃহ-ত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, "যে কর্ত্তব্য বহুপূর্ব্বেই সম্পন্ন করা আমার উচিত ছিল, প্যারীলাল তাহাই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। এখনই এ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হউক।" তৎক্ষণাৎ তিনি ঈশ্বরারাধনা করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন।

৬। দীক্ষা-গ্রহণান্তে শিষ্য বলিলেন, "গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ এই দেহ ও-পদে সমর্পণ করিলাম।"

৭। ব্রহ্মানন্দ গিরির (ব্রহ্মাণ্ড গির্) ইষ্ট-দেবী স্বপ্নে তাঁহার নিকটে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "তুই তোর গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র পাইয়াছিস্, উহা অশুদ্ধ। এই বিল্বপত্র গ্রহণ কর্। ইহাতে যে শুদ্ধ মন্ত্র লেখা আছে, তাহাই জপ করিতে থাক্।" ব্রহ্মানন্দ গুরু-দত্ত মন্ত্র ত্যাগ করিয়া দেবী-দত্ত মন্ত্র গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

৮। এক জন সাধু বলিয়াছিলেন, "গুরুজীর নিকট হইতে যখন মন্ত্র-লাভ করিলাম, তখন মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল; তপস্যায়

মন বসিত না। তথাপি গুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য জপ করিতে লাগিলাম। মন এদিক ওদিক ঘুরিত, আমি মুখে মুখে মন্ত্র আওড়াইতাম। এই ভাবে সাত বছর চলিয়া গেল। তার পর জপে কিছু আনন্দ পাইতে লাগিলাম। তখন,—যতক্ষণ জপ করিতাম, ততক্ষণ জপেই মন অনেকটা লাগিয়া থাকিত, আবার অন্য সময়ে বিষয়-কর্ম্মেও তেমনই মন লাগিত। এই ভাবে দুই বছর কাটিল। তার পর,—দীক্ষা গ্রহণের নয় বছর পরে, জপের মধ্যে এক অতুল আনন্দের আস্বাদ পাইলাম। সে আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ 'আলুনি' বোধ হইতে লাগিল। তখন হইতে প্রপঞ্চে আর মন যায় না, জপ ছাড়িতে আর মন চায় না। এখন ত জপ নিরন্তর চলিতেছে। আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া আছি।"

৯। রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "কত পুস্তক পড়িয়াছি; কত তীর্থে ঘুরিয়াছি; কত মন্দিরে কত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি; কত ছুটাছুটিই না করিয়াছি! কিন্তু এখন আর আমার মন ছুটাছুটি করিতে চায় না। এখন সে সর্ব্বদাই, অনিমেষ-নয়নে, আমার দেবতাকে, আমার হৃদয়-বিহারী প্রাণারামকে দর্শন করিতেছে! তিনি সকল স্থান পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন!"

৺কাশীধাম।

২৪শে পৌষ,

১৩২৫।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওঁ

নারায়ণেষু।

পূজনীয়া শ্রীশ্রী * * * তোমার গুরু। তিনিই তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথ-প্রদর্শক, তিনিই তোমার চালক এবং একমাত্র চালক। তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর কর।

সংসারে কত লোক—আপন বা পর—সকলের দ্বারাই কিয়ৎ-পরিমাণে তোমার সাধন-বিঘ্ন ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু গুরুদ্বারা কোন প্রকারের সাধন-বিঘ্নই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বিঘ্নের সম্ভাবনা তো নাই-ই, বরং আধ্যাত্মিক পথে একমাত্র তিনিই তোমার সঙ্গী। তিনি সম্পূর্ণরূপেই তোমাকে অবগত আছেন; তোমার সমুদয় অভাবই তিনি জানেন; তোমার কি প্রয়োজন, তাহা তিনি বোঝেন; এবং যাহাতে তোমার বাস্তবিক কল্যাণ হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদ্বারা তোমার অনিষ্ট হইতেই পারে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাক। যা-কিছু জ্ঞাতব্য, তাঁহার নিকট হইতেই জানিবে। যা-কিছু বক্তব্য, তাঁহার নিকটেই বলিবে। তিনিই তোমার ভরসা, তিনিই তোমার অবলম্বন। সর্ব্বদা তাঁর কথা শুনিয়া চলিবে, তাঁর দিকে চাহিয়া থাকিবে, কদাপি যেন তাঁহাকে সন্দেহ করিও না।

তোমার কাছে তোমার গুরু অপেক্ষা কেহই বড় নাই,

এবং থাকিতেও পারে না। গুরু আর ইষ্ট অভেদ। গুরু কাহারও অপেক্ষা কোন প্রকারেই কম ন'ন্—এ কথা বিশ্বাস করিও এবং সর্ব্বদা মনে রাখিও। তোমার যখনই যা-কিছু প্রয়োজন, সে সকলই তাঁর নিকট হইতেই পাইবে; তজ্জন্য কদাপি অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে না;—এ কথা ধ্রুব সত্য।

যার গুরুতে নিষ্ঠা আছে, তার আবার ভয় কি? গুরুর উপরে যার নির্ভরতা আছে, তার যমের ভয়, সংসারের ভয় দূর হয়। দেবতারাও তার কোন অনিষ্ট-সাধনে সক্ষম নহেন। গুরুতে যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে, সে কোন বিপদ-আপদেই ভ্রূক্ষেপ করে না, কোন ভ্রূ-ভঙ্গিতেই ডরায় না; সে অকুতোভয়ে সংসার-সমুদ্র পার হইয়া যায়। যার গুরু-নিষ্ঠা আছে, সে অন্যের সাহায্য চাইবে কেন, অন্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে কেন, অন্যের উপর নির্ভর করিবে কেন, অন্যের মন-যোগাইবার চেষ্টা করিবে কেন, অন্যের অসন্তোষের ভয়ই বা করিবে কেন? তোমার গুরু কি কাহারও অপেক্ষা কম? তিনি কি তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ? তিনি কি তোমার মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারেন না? তিনি কি তোমাকে সৎ-পথে পরিচালিত করিতে অক্ষম? তিনি কি তোমায় সমুদয় প্রয়োজনীয় বস্তু দিতে অপারগ?

অন্যের উপদেশে তোমার কি প্রয়োজন? অন্যের উপদেশ

যদি গুরু-বাক্যের সহিত মিলে, তবে ত সে অন্যের উপদেশ না হইলেও চলিতে পারে। আর অন্যের উপদেশ যদি গুরু-বাক্যের সহিত না মিলে, তবে তো সে অন্যের উপদেশ নিষ্ফল। কাজেই অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। যদি তুমি অন্যের উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর কর, তবে যেন তোমার গুরু-ভক্তির ন্যূনতাই প্রমাণিত হয়; এবং বোধ হয়, তুমি যেন তোমার গুরুকে দুর্ব্বল, অসমর্থ মনে করিতেছ। যদি গুরু-সম্বন্ধে তোমার এইরূপই ধারণা থাকে, তবে তুমি শিষ্য হইবার অধিকারী নও।

গুরুর কাছে অন্ধ হও। তোমার বুদ্ধি বা অপরের বুদ্ধি গুরুর বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে,—ইহা বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাসের সহিত গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর; অন্য কাহারও অন্য প্রকার কথায় মনোযোগী হইও না।

যে তোমার গুরু-নিষ্ঠা কমাইয়া দেয়, সে তোমার শত্রু; তার সঙ্গ অবিলম্বেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আধ্যাত্মিক পথ বড়ই দুর্গম। সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থাকিতে হয়। যে গুরুর কোলে আছে, তার কোন ভয়ই নাই।

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

গঙ্গা-সৈকতে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ। অতি প্রাচীন গাছ। গাছটীর সর্ব্বোচ্চ শাখায় উপবিষ্ট তৃষ্ণার্ত্ত এক চাতক আকাশ-পানে তাকাইয়া আছে। ঊর্দ্ধে একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে; তাহার বারি-বর্ষণে পিপাসার শান্তি হইবে—চাতকের ইহাই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। কল-নাদিনী ভাগীরথী নিম্নদেশে প্রবাহিতা হইতেছে, কিন্তু সেদিকে চাতকের ভ্রূক্ষেপ নাই। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইলেও সে আকাশ-বারি ব্যতীত অন্য সলিল গ্রহণে অনিচ্ছুক। 'গাঙ্গ-বারি' তোমার আমার কাছে 'মনোহারী' হইলেও চাতকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইল না! তাই, সে ঊর্দ্ধ-নেত্রে স্থির-দেহে উপবিষ্ট। এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া শর-সন্ধান করিল। তীর-বিদ্ধ মুমূর্ষু চাতক যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতে করিতে গঙ্গা-গর্ভে নিপতিত হইল। মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসার বেগও যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। এ অবস্থায় সুলভ—অতি সুলভ গঙ্গা-জলে সে তৃষ্ণার অপনোদন করিবে; ইহাই কি আমরা আশা করি না? আর গঙ্গা-জল যে তখন কেবল সুলভই, তাহা নহে; গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত-প্রায় অবসন্ন-দেহ চাতকের পক্ষে ঐ সময়ে গঙ্গা-জল পান না করিয়া পারাই সুকঠিন। কিন্তু সে তখন কি করে, জান? তাহার শরীর-মনের সমুদয় শক্তির সাহায্যে তাহার ঠোঁট্‌ দুইখানাকে

দৃঢ়-রূপে মিশাইয়া মুখ আট্‌কাইয়া রাখে, যেন এক বিন্দু জলও তাহার উদরস্থ হইতে না পারে, যেন চির-জীবনের অভ্যস্ত পন্থা হইতে শেষমুহূর্ত্তেও ভ্রষ্ট না হয়! এই চাতকের মত যাঁহারা অশ্বত্থরূপী সংসারের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণ-ত্যাগেও প্রস্তুত, তথাপি হেয় বিষয়-ভোগ দ্বারা ক্ষণিক-শান্তি-লাভের ইচ্ছা করেন না। এই চাতকের যেমন মেঘের উপরে আকর্ষণ ছিল, তোমারও যদি তেমন ভগবানে অনুরাগ থাকিত, তবে কি তুমি অন্যের কথা শুনিয়া ভগবৎ-পন্থা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতে? চাতকের যেমন অন্য জলে বিতৃষ্ণা, তোমারও যদি তেমন বিষয়ে বিতৃষ্ণা থাকিত, তবে কি তুমি বি-এ পাশ করিতে সম্মত হইতে পারিতে? তুমি যে পরামর্শ-দাতাগণের কথায় সম্মত হইয়াছ, ইহাই তাহাদের পরামর্শের ন্যায্যত্ব প্রমাণিত করিয়াছে। নিজের দুর্ব্বলতা অন্যের ঘাড়ে চাপাইও না। নিজের দোষ দর্শন কর এবং তাহা সংশোধনের চেষ্টা কর। দোষ চাপা দিও না। দোষ দূর করিতে পারিলে, আজ হউক্ আর কাল হউক্, শান্তি-লাভ করিতে পারিবেই। তাই বলি, সংযম ও তিতিক্ষা অভ্যাস কর; বিচার ও বৈরাগ্য লাভ কর; শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভের চেষ্টা কর। এই গুণগুলির সহিত বি-এ, এম্-এ পাশের সম্পর্ক অতি সামান্য। অনেক জন্মে অনেক বার বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াও অনেকে 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকে। আবার কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ জীবনের ঊষাকালেই মুক্তি-মণ্ডপের সমীপস্থ হয়। কাজেই ধর্ম্ম-লাভ ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিতে হইবে না।

ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে? আর বর্ত্তমানে অন্য যে কর্ম্মগুলি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তা' কি ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? অনন্ত অতীত কালে ভাল হইবার কত সুযোগ হারাইয়াছ! সেগুলির সদ্ব্যবহার যদি করিতে, তবে আজ নিশ্চয়ই এ অবস্থায় থাকিতে না। যাহা হইবার, হইয়াছে। সাম্‌নে যে সমুদয় সুযোগ উপস্থিত, তাহার অপ-ব্যবহার করিয়া যেন ভবিষ্যতের অনুশোচনার পথ প্রশস্ত করিও না। এখন হইতেই ভাল হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা কর এবং সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যত্নবান হও। আবার হঠাৎ বড় লোক হইতে যাইয়া যেন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়ও দিও না। ধীরভাবে বিধি-পূর্ব্বক চলিতে থাক।

৺বৃন্দাবন ধাম।
৩০শে চৈত্র, ১৩২৬।

* * *



নারায়ণেষু।

দিন-রাত তপস্যা করিতে থাক। তপস্যার জন্যই জন্ম, তপস্যার জন্যই জীবন। সমুদয় দোষ দূর করিতে, সমুদয় বিঘ্ন নিরাশ করিতে, সমুদয় প্রাপ্তব্য প্রদান করিতে একমাত্র তপস্যাই সক্ষম। তপস্যাই সাধকের সম্পত্তি, তপস্যাই সাধকের অবলম্বন, তপস্যাই সাধকের কর্ত্তব্য এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। যে মুহূর্ত্ত তপস্যা ব্যতীত অন্যভাবে ব্যয়িত হয়, সেই মুহূর্ত্ত বৃথাই ব্যয়িত হইল। তাই প্রাণ-পণে তপস্যা কর; অন্যদিকে মন না দিয়া, অন্য চিন্তা বর্জ্জন করিয়া অনবরত তপস্যা চালাও। বাধা-বিঘ্নের চিন্তা করিও না; উন্নতি-অবনতির চিন্তায়ও সময় কাটাইও না। কেবল তপস্যা, কেবল তপস্যা, কেবল তপস্যা।

প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রত্যেক কর্ম্ম ও ভাবে, প্রত্যেক স্পন্দনে তপস্যা চলুক্। শরীর-মন তপস্যাময় হইয়া যা'ক্। ফল আসিবেই। ফল আসিতে বাধ্য। কিন্তু ফলের চিন্তা করিও না। ফলের দিকে চাহিও না। সাফল্য-রূপ উৎকোচের লোভে তপস্যা করিবে—তোমরা কি এতই ছোট? তপস্যাকেই তপস্যার ফল মনে কর। তপস্যাকে ভাল বাসিতে শিখ। যে তপস্যাকে দুশ্চর মনে করে, সে-ই 'কবে এর পারে যাইয়া হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিব'—এইরূপ চিন্তা করিয়া ইহার শেষ প্রান্তের দিকে অনর্থক সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিতে থাকে। এই যে তপস্যাকে ভালবাসার অভাব, কিম্বা তপস্যা-বিরহিত অন্য কোন অবস্থাকে ভালবাসা—ইহাই পূর্ণতা-লাভের এক মহা-বিঘ্ন। জীবনই তপস্যা, তপস্যাই জীবন ;—ইহা উপলব্ধি কর এবং সমুদয় শক্তি তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বতো-ভাবে তপোধন হও।

শিবমস্তু।

* * *



নারায়ণেষু।

রাতারাতি বড়-লোক হইতে চাহিও না। লাফ দিয়া গাছের মাথায় উঠিতে যাইও না। ধীরে ধীরে, প্রণালী মত কাজ করিতে থাক।

স্বার্থ কমাইতে থাক এবং যখনই যত বেশী সম্ভব পরার্থ ও পরমার্থে প্রবেশ কর। লক্ষ্য রাখিবে, যেন কিছু দিন পরে স্বার্থ ও পরার্থ বিস্মৃত হইয়া পরমার্থে ডুবিয়া থাকিতে পার। স্বার্থ ও পরার্থ যেন কদাপি পরমার্থের প্রতিকূল না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও।

যত বেশী কাল সম্ভব, ভগবানে মন রাখিও। সর্ব্বদা পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইও। স্বপ্নেও যখন অপবিত্রতা ভাসিবে না, তখনই পবিত্রতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্তই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে—ইহা মনে রাখিও।

যে ব্যক্তি পর-দোষ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং নিজের দোষ দেখিয়া তাহা উপযুক্ত উপায়ে সংশোধন করিতে যত্নবান হইয়াছে, সে শীঘ্রই উন্নতি-লাভে সমর্থ হয়।

বিষয়ের দোষ দর্শন করিও। শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করিও। অভিমানের মস্তকে লগুড়াঘাত করিও। জন-সঙ্গ ও বৃথা-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও।

যখনই যে কাজ করিবে, তাহা অতিশয় মনোযোগের সহিত

সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিও। বেগার-শোধের অভ্যাস করিও না। কর্ম্মগুলি কর্ত্তব্য-বোধে, ভগবৎ-প্রীতির জন্যই সম্পাদন করিতে হইবে। যাহা অন্যায় মনে কর, তাহা কদাপি করিও না। লোক-রঞ্জন তোমার উদ্দেশ্য নহে, জগজ্জননীর সন্তোষই তোমার লক্ষ্য। তাই বলিয়া কিন্তু শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

কর্ম্ম-জীবনে নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। স্নান, আহার, নিদ্রা, উপাসনা প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্মই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করিবে। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, উপযুক্ত পরিমাণে, উপযুক্ত দ্রব্য আহার করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট বিছানায় নিদ্রিত থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া, নির্দ্দিষ্টরূপে তপস্যা করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করিবে। এইরূপে, অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সম্পন্ন করিবে। তোমার দ্রব্যগুলি বরাবর নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিবে এবং দৈনিক-কর্ম্ম-সম্পাদনের উপায়গুলিও যথাসম্ভব নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে।

এইরূপ করিলে অনেক সময় বাঁচিবে, অনেক পরিশ্রম কমিয়া যাইবে। এইরূপ অভ্যাস হইলে, দেখিবে, উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনটা নিজে নিজেই প্রশান্ত হইয়া আসিবে, একাগ্রতার জন্য বেশী যত্নের আবশ্যক হইবে না। নিয়ম স্থির থাকিলে, রাত্রিতে দিয়াশলাই খুঁজিয়া হয়রান হইতে হইবে না। আরও একটা বড় লাভ হইবে—নিয়মের ফলে প্রাত্যহিক কর্ম্মগুলি অভ্যাসে

পরিণত হইবে ; তখন সেগুলির দিকে বেশী মন দিতে হইবে না, কলের মত শরীর যেন নিজে নিজেই কর্ম্মগুলি করিতে থাকিবে এবং তোমার মন কর্ম্মের ভিতরেও ভগবানে রাখা সহজ-সাধ্য হইবে।

কোন যুবকের জামা কিনিবার সময় উপস্থিত হইলে তার বিষম চিন্তা আরম্ভ হয়। কোন্ কাপড়ের, কোন্ রঙ্এর, কোন্ ফ্যাসানের জামা কোন্ দোকান হইতে, কত দামে কিনিতে হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য তার মনে যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেগুলি তার বন্ধু-বান্ধবগণকেও ব্যতিব্যস্ত করে। অবশেষে এ-দোকানে, ও-দোকানে, সে-দোকানে ঘুরিয়া, পছন্দমত জিনিষ না পাইয়া, নিজেও হয়রান হয়, দোকানীদিগকেও হয়রান করে। কত সময়, কত শক্তি যে এই ভাবে নষ্ট হয়, তা বিবেচনা করে না। এ সকল বিষয়েও নিয়ম থাকা চাই। এই প্রকার জামাই ব্যবহার করিব, এই প্রকার জুতাই কিনিব, এই প্রকার কাপড়ই পরিধান করিব—এইরূপ একটা নিয়ম মোটামুটিভাবে ঠিক থাকিলে, এদিকেও অনেক সুবিধা হয়, অনেক চাঞ্চল্য কমে। অবশ্য, এরূপ জামা কিনিব—স্থির করিলে, কিন্তু তাহা দুর্লভ হইলে যে অন্যটী কিনিতে হইবে না, এরূপ মনে করিও না। নিয়মগুলি উন্নতিরই জন্য, অবনতির জন্য নয়। উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া প্রয়োজনানুসারে নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেও হইবে। কিন্তু সাবধান থাকিও, যেন বাসনা-বশে নিয়মের ব্যত্যয় না ঘটে।

জীবনে ন্যায় ও নিয়মের রাজত্ব যখন সংস্থাপিত হইবে, তখন

দেখিবে—জীবন সংযত, পবিত্র ও শক্তিমান হইতেছে, বৈরাগ্য দৃঢ়-মূল হইতেছে এবং ভক্তি বাড়িতেছে।

এ ভাবে তো চলিবেই, তা ছাড়া মাঝে মাঝে সাধু-সঙ্গের চেষ্টা করিবে। উপযুক্তরূপে সাধু-সঙ্গ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, তাহা অন্য কোন উপায়েই পাওয়া যায় না। যখন সাধু-সঙ্গ মিলিবে না, তখন অবশ্যই সৎ-শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী অবলম্বন করিবে।

স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদাই নজর রাখিও। শরীর দ্বারাই ভগবান লাভ করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান থাকিও, যেন ভোগের দিকে মন না যায়।

শিবমস্তু।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইয়াছি। পূর্ব্ব পত্রের উত্তর চাহিয়াছ; কিন্তু সে পত্রে কি লিখিয়াছিলে, তাহা ঠিক্ ঠিক্ মনে নাই। মানসিক-চাঞ্চল্য-নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—এরূপ মনে হইতেছে। চিত্ত-রোগ ত সংসারকে গ্রাস করিয়াই বসিয়া আছে! জন্মাবধিই জনগণ এই বিষম ব্যাধির করাল কবলে নিপতিত হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তই প্রায় সকলে এই পীড়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। এই ব্যারামের কি প্রতিকার নাই? আছে বৈ কি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক ঔষধেরই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে ঔষধগুলি প্রায়ই কাজে লাগিতেছে না। তাহার কারণ এই যে এই রোগে পীড়িত ব্যক্তিগণ প্রতিকার অপেক্ষা রোগ-ভোগকেই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে। তাহারা রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা সাময়িক ঔষধ-সেবনকে বেশী কষ্টকর মনে করিয়া থাকে। কাজেই সাধারণ রোগিগণ ঔষধ-সেবনাদি করিতে বড় নারাজ! তাই, এই রোগের উপশম বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতে যদি তোমার ব্যাকুলতা জন্মিয়াই থাকে, তবে প্রেরিত ব্যবস্থানুযায়ী চলিয়া দেখিতে পার।

ব্যবস্থাটী এই:—একটী মাত্র ঔষধ সেব্য, সেটীর নাম 'উপাসনা'; তাহার সহ-পান 'শ্রদ্ধা'। এ রোগে বিষয়-সেবাই

কুপথ্য—নিষিদ্ধাহার, তাহা বর্জ্জনীয়। ব্যবস্থাটি একটু বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া দিই। মনোযোগের সহিত শুনিয়া লইও এবং বিচার-পূর্ব্বক কাজ করিও। আজ-কাল সহ-পানটী বড় দুর্ঘট হইয়াছে। সহ-পানটী মিলিলে ঐ ঔষধে অতি ত্বরায়ই রোগ নষ্ট হয়। কিন্তু যদি না জোটে, তাহা হইলেও ভাবনার কারণ নাই। সহ-পান ব্যতীত কেবল ঔষধটীকে গিলিয়া খাইলেই চলিবে। তাতে রোগ-মুক্তির বাধা হইবে না ; কিছু বিলম্ব ঘটিবে, —এইমাত্র প্রভেদ। আর ঔষধ খাইতে খাইতে কোন-না-কোন দিন সহ-পানটী জুটিয়াই যাইবে, তখন আর কোন চিন্তা থাকিবে না। তাই বলিতেছি, শ্রদ্ধা যদি না-ও থাকে, উপাসনা ত্যাগ করিও না। এটী ঔষধও বটে, পথ্যও বটে। যত বেশী খাইবে, ততই উপকার। দিন-রাত সর্ব্বদা খাইলেও ক্ষতি নাই। যত বেশী ক্ষণ ঔষধটী সেবন করিবে, তত শীঘ্রই রোগ-মুক্তির সম্ভাবনা। এমন ঔষধ যদি রসগোল্লার মত মিষ্টি হইত, তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু প্রথম প্রথম একটু তিক্ত বোধ হয়, তাই অনেকে এই ঔষধ খাইতে চায় না। সহ-পানটী পাওয়া গেলে কিন্তু ঔষধ-সেবনে কষ্ট বোধ হয় না, আর সেটী যদি না-ই পাও, কষ্ট স্বীকার করিয়াও কয়েক দিন খাইতে থাক। অভ্যাসের ফলে শেষে আর বিস্বাদ লাগিবে না। আরও শেষে, যখন ঔষধ রসগোল্লার অপেক্ষাও মিষ্টি বোধ হইবে, তখন ত নিজেই আগ্রহ-পূর্ব্বক ঔষধ খাইবে, তখন আর কোন উৎসাহ-বর্দ্ধক উপদেশের প্রয়োজন হইবে না। ঔষধটীকে নানাভাবেই ব্যবহার করিতে পার। সকল

অবস্থাতেই এই ঔষধ সেব্য। এ সম্বন্ধে বিচারের আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও সঙ্গীতে, সকল প্রকারেই এ ঔষধটীকে আস্বাদ করিতে পার। শয়নে ও উপবেশনে, স্থৈর্য্যে ও গমনে, কোন অবস্থাতেই ঔষধ-সেবনে বাধা নাই। যদি সর্ব্বদা এ মহৌষধটি সেবনে অপারগ হও, তবে যতক্ষণ ইহা ব্যবহার করিবে না, ততক্ষণ 'পবিত্রতা' আহার করিবে। দর্শনে, শ্রবণে, স্মরণে, মননে, কর্ম্মে, ভাবে কেবল পবিত্রতাই আহার করিবে। চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ রোগিগণকে উপবাস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ রোগে উপবাসের প্রয়োজন নাই, সর্ব্বদাই খাইবার বিধি। যখনই পবিত্রতম এই ঔষধ খাইতে অনিচ্ছা হইবে, তখনই অন্য কোন প্রকার পবিত্রতা আহার করিবে। কিছুদিন এইভাবে চলিলে শেষে সর্ব্বদাই ঔষধ-সেবনে সমর্থ হইবে। এই ত ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু কেবল ঔষধেই রোগ-মুক্তি হয় না। কুপথ্য বর্জ্জন করা চাই। ঔষধ খাইলাম, কুপথ্যও করিলাম,—ইহাতে ব্যারাম সারে না; বরং ঔষধ না খাইয়া কেবল কুপথ্য-বর্জ্জনে এ রোগ সারিতেও পারে; কিন্তু কুপথ্য বর্জ্জন না করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিলে শীঘ্র এ রোগের হাত হইতে অব্যাহতি-লাভ দুষ্কর। তাই, যদি অচিরাৎ স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাও, ঔষধ-সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই কুপথ্য বর্জ্জন করিও। মনে রাখিও যে পরিমাণে কুপথ্য সেবন করিবে, সেই পরিমাণেই রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।

মহামায়াবী বিশ্ব-নাথ সংসারারণ্যে এক প্রকাণ্ড স্বর্ণময় জাল

বিস্তার করিয়াছেন। আর আমরা সকলেই সেই জালের সুবর্ণ-জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তন্মধ্যে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছি এবং নিতান্ত অবশ ভাবেই মায়াবীর হস্তে নিজদিগকে ধরা দিতেছি। সেই জালের মধ্যে মণি-মুক্তা-খচিত অগণ্য বড়িশ টাঙ্গান রহিয়াছে। কোন বড়িশ সন্দেশ, কোন বড়িশ সুন্দর-মুখ-কান্তি, কোন বড়িশ কীর্ত্তি, কোন বড়িশ অভিমান, কোন বড়িশ ধন, কোন বড়িশ জন, কোন বড়িশ বিদ্যা, কোন বড়িশ বুদ্ধি, কোন বড়িশ স্ত্রী, কোন বড়িশ পুত্র, কোন বড়িশ বিত্ত, কোন বড়িশ ঐশ্বর্য্য, কোন বড়িশ স্বার্থ, কোন বড়িশ পরার্থ—এইরূপ নানা আকারের, নানা প্রকারের নানা বড়িশের দিকে আমরা বিভিন্ন সময়ে আকৃষ্ট হইতেছি। হাসিতে হাসিতে এক একটী বড়িশে স্বেচ্ছাক্রমেই ওষ্ঠদ্বয় বিদ্ধ করিতেছি, আর কাঁদিতে কাঁদিতে বড়িশ-বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছি! কখনও বা একটী বড়িশ ছাড়িয়া অপর একটীর নিকটে পহুঁছিবার জন্য উত্তপ্ত বালুকাময় পথে অসহ্য গমন-ক্লেশ ভোগ করিতেছি! এ জালের বাহিরে আকাশময় সুবিস্তীর্ণ উদ্যান আছে বটে এবং তথায় যাইবার জন্য আমাদের নিকটেই ইচ্ছার তোরণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু জালের ভিতরে ঘুরিবারই সাধ; বাহিরে যাইবার কথা মনেই হয় না! যতদিন এই বিষয়-জালের মধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, ততদিন চিত্ত-রোগের উপশম হইবে না। বৈরাগ্য এবং উপাসনা ব্যতীত চঞ্চলতা-নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় ধারণা কর, এবং মনঃ-স্থৈর্য্য-লাভের জন্য বিধি-পূর্ব্বক উপাসনা এবং বিষয়-বৈরাগ্য অভ্যাস কর।

বৈরাগ্য লাভ করিবার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠা আবশ্যক। যেটী ভাল বলিয়া বুঝিবে, সেইটীই করিবে; যেটী মন্দ মনে করিবে, সেটী কদাপি করিবে না। সন্দেহস্থলে উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ-গ্রহণ, এবং বিচারের ভ্রান্তি নিরাশের জন্য অধ্যয়নাদি, করিতে পার। সর্ব্বদাই বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং বিচার-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিবে। বিচার-বুদ্ধিতে যে কর্ম্মগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, কেবল তাহাই করিবে। আর সেগুলি কেবল করিয়া গেলেই হইবে না, যত ভালভাবে করা তোমার পক্ষে সম্ভব, তাহারই চেষ্টা করিবে। কর্ম্মগুলি ন্যায়ানুমোদিত হওয়া চাই এবং সেগুলি বিধি-সঙ্গত উপায়ে সুসম্পন্ন করা চাই। এজন্য প্রয়োজন সংযম। বিচার, প্রার্থনা এবং প্রতিজ্ঞার বলে সে সংযম লাভ করিতে হইবে। সংযম লাভ হইলে উপাসনা, পড়া-শুনা ও অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি বিধি-সঙ্গত উপায়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা কঠিন হইবে না। কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য একটী কৌশল মনে রাখা চাই। এ কৌশলটীর সাহায্য গ্রহণ না করিলে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ত্রুটী হইবে। সেই কৌশলটী—নিয়ম-নিষ্ঠা। চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেগুলিকে নিয়মের ব্যভিচার বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে ব্যভিচার নহে;—কোনও বড় নিয়মেরই অন্তর্গত। জগতে এই নিয়ম-শৃঙ্খলা রহিয়াছে বলিয়াই তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা অক্লেশে কর্ম্ম-জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইতেছি। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীতেও যদি নিয়মের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

থাকে, তবে আমাদেরও সুবিধা হইবে, জগতেরও সুবিধা হইবে। আমরা নিয়ম-নিষ্ঠ না হইলে নিজদের কর্ত্তব্যগুলিও যথাযথরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারিব না, আমাদের নিয়ম-নিষ্ঠার অভাব-বশতঃ অন্যকেও অসুবিধা-গ্রস্ত করিব এবং সমাজ-চক্র-পরিচালনের পক্ষেও বিঘ্ন ঘটাইব। অতএব নিয়ম-নিষ্ঠা কদাপি ত্যাগ করিও না। নিয়ম-নিষ্ঠ হইয়া যদি কর্ত্তব্য 'কর্ম্মগুলি উপযুক্তরূপে সম্পাদিত করিতে পার, তবে চিত্ত নির্ম্মল হইবে এবং নির্ম্মলচিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে। সেই জ্ঞান উপাসনার সহিত অন্বিত হইয়া তোমাকে বৈরাগ্য-রত্নে বিভূষিত করিবে।

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম। * * *



নারায়ণেষু।

মানুষ কি সহজে অগ্রসর হইতে পারে? সহজে কি নির্ভরতা আসে? তাঁর নাম করিতে করিতে—বালকের মত কেবল 'মা!', 'মা!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মা'র কৃপা হয়; মা'র কৃপা হইলে ব্যাকুলতা আসে, নির্ভরতা জন্মে, প্রেম হয়। মা'র কৃপা হইলেই সকল মিলিবে,—তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না। তাঁর নাম করাই তাঁর কৃপা-লাভের উপায়। এখানে একজন সাধু আছেন, তিনি কেবল নামই করেন। এই ১২।১৪ বৎসর যাবৎ কেবল নামই করিতেছেন। প্রথম ৫।৭ বৎসরে কোনই ফল পা'ন নাই, কোনই মধুরতা অনুভব করেন নাই, বরং অনেক সময়েই অনিচ্ছা আসিয়াছে। কিন্তু তিনি সাধনে লাগিয়াছিলেন। ৫।৭ বৎসর পরে মন ভিজিতে লাগিল—প্রেম-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল—আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। এখন তিনি আনন্দে আছেন। সকলকেই নাম করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাই, মন লাগুক্ আর না-ই লাগুক্, নাম করিতে থাকুন। "নামেরই ভরসা কেবল।" নাম না করিলে করিবেনই বা কি? আর আপনার উপায় আছে কি? সব দেনে-ওয়ালা, কর্‌নে-ওয়ালা —একমাত্র মা, তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁকে পাইবার অন্য পন্থা নাই। কৃপা লাভের পথ—নাম।

যদি ২।৪ দিন বা ২।৪ মাসেই তাঁকে পাইতে চান, তবে কাজ হইবে না। সহিষ্ণু হইয়া কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে। আ-মরণ সাধন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি যখন খুসী, কৃপা করিবেন। কৃপা করা তাঁর খুসী। তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তেই আপনি তাঁর করুণা লাভ করিতে পারেন; আবার, তাঁর ইচ্ছা হইলে, অনেক বিলম্বও ঘটিতে পারে। তাই, অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না।

Regular হইবার চেষ্টা করিবেন। প্রাণায়াম regularly না করিলে লাভ হয় না।

তার পর শাস্ত্রে বিশ্বাস সম্বন্ধে। কোন শাস্ত্রে "অন্ধ-বিশ্বাস" করিতে আমি বলি না। তা সঙ্গত নয়। যেমন করিয়া Chemistry, Astronomy পড়েন, তেমন করিয়া শাস্ত্র পড়িতে বলি। Experimentsএর সাহায্যে যেমন Chemistry প্রভৃতিতে বিশ্বাস হয়, তেমনই উপলব্ধি প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রকে সত্য বলিয়া নিজে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে হইবে। নতুবা, অন্যের কথায় শুধু বিশ্বাস করিলে ফল কি? নিজে উপলব্ধি করা, প্রাণে প্রাণে বুঝা সাধন-সাপেক্ষ। শাস্ত্রে যেমন সাধনের ব্যবস্থা আছে, তেমন ভাবে সাধন করিয়া যদি শাস্ত্র-লিখিত ফল না পান, তবে শাস্ত্র অবিশ্বাস করিতে পারেন;—তৎপূর্ব্বে শাস্ত্র অবিশ্বাস করিবার অধিকার নাই।

যদি প্রত্যহ একই সময়ে ঘুম না ভাঙ্গে, তবে একটা Alarming Time-piece রাখিলেই বোধ হয় সুবিধা হয়।

ধ্যানের জন্য একখানা পৃথক্ আসন থাকিলেই ভাল হয়। আসন—কম্বল বা চর্ম্ম বা কুশাসন হইবে।

মূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গের proportion ঠিক না হয়, না হউক; আপনি যেমন পারেন ধ্যান করিতে থাকুন। পরে আপনিই উহা ঠিক হইয়া যাইবে।

ধ্যান যদি গোলমেলে হয়, মূর্ত্তি যদি ঠিক না আসে, তবে এক এক দিন বরং এক এক অঙ্গ অধিকক্ষণ চিন্তা করিয়া তৎপর কিছুকাল সমুদয় শরীর দেখিবার চেষ্টা করিবেন। সম্ভব হইলে, মানস-পূজা করিবেন।

আরও একটা কাজ করিতে পারেন। ৺কালী বাড়ীর কি অন্য কোন স্থানের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া মূর্ত্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে থাকিবেন। পরে চক্ষু বুজিয়া কল্পনা-নেত্রে ঐ মূর্ত্তি দেখিতে চেষ্টা করিবেন। কল্পনার মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিলে আবার চোখ্ মেলিয়া মূর্ত্তি দেখিয়া লইবেন। এক-ক্রমে কয়েক দিন বারম্বার এরূপ করিতে থাকিলে মূর্ত্তি দেখার সুবিধা হইতে পারে। অনেক সময়ে চোখের সাম্‌নে মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন।

সাধন করিতে বসিলে যে মূর্ত্তি বা রূপ মনে আসে, তাহাই আপনার ইষ্ট-দেবীর রূপ মনে করিবেন। মনে করিবেন, 'মহাশক্তি বিশ্ব-জননী এই রূপেই আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছেন।' কোন শব্দ মনে হইলে বা বার বার কাণে আসিতে থাকিলে মনে করিবেন, 'এ মা'র নামই হইতেছে।' এইরূপ, প্রত্যেক ঘটনা মহাশক্তিরই প্রকাশ মনে করিতে চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ, সাধনার

ফলে এরূপ উপলব্ধি হয় যে বিশ্বের সমুদয় রূপই তাঁহার রূপ, সকল শব্দই তাঁহার নাম ও সকল কর্ম্মই তাঁহার আনন্দ-লীলা। অথবা যেদিকে মন যায়, সেই দিকেই মনকে অবাধে যাইতে দিলেও কতক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসে এবং পরে শান্ত হয়। যখন যে প্রকারের বিক্ষেপ আসে, বিচার করিয়া তাহার অসারতা স্থির করিলে, কিছুদিন পরে ওরূপ বিক্ষেপ আর আসিবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। ভগবান আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

১২।৩।'১৪

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রত্যেক পত্রের অনেক ছত্রেই কবি-কল্পনার পরিচয় পাই। যে কবিত্ব জন-সাধারণের-অগোচর সৌন্দর্য্য-সুষমাকে লোক-লোচনের সম্মুখে প্রতিষ্ঠাপিত করে, সে কবিত্বের কথা বলিতেছি না। যে কবিত্ব নানা-দ্রব্য-সম্ভারে-প্রস্তুত কৃত্রিম পদার্থের ন্যায়, ক্ষণ-বেশী নট-রাজের হৃদয়-রঞ্জন অভিনয়ের ন্যায়, সত্যের অপলাপে ও মিথ্যার সংমিশ্রণে, নিজের ও অন্যের মনোহরণার্থ এক কল্পনা-কুশল কৃত্রিম-ভাষার সৃষ্টি করে, তাহারই কথা বলিতেছি। অন্যান্য হৃদয়োন্মাদী চুম্বক-মণির মত জগতে এ কবিত্বেরও স্থান আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। অধ্যাত্ম-রাজ্যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, সত্যের মহিমান্বিত পতাকা চিরকাল ধরিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। বেদ ও পুরাণে, ইতিহাস ও নীতি-শাস্ত্রে সত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য সমভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্য-বলেই স্বর্গ-রাজ্যের তোরণ-দ্বার উন্মুক্ত হয়। সত্যের অভ্যাসে হৃদয় নির্ম্মল হয়, সত্যের আলোকে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও বিচার-ক্ষম হয় এবং সত্য-নিষ্ঠার প্রভাবেই সত্য-স্বরূপ ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

তাই বলিতেছি,—চঞ্চলতাময়, ভাব-প্রবণ হৃদয়কে সংযত ও বিচার-প্রবণ কর এবং সর্ব্বদা সত্য-পরায়ণ থাকিয়া অন্তঃকরণকে সত্যময় কর। তোমার বাক্য, তোমার কর্ম্ম, তোমার চিন্তা সর্ব্বদা সত্যকেই আশ্রয় করুক্। যে কথা বলিবে, যে ভাষা লিখিবে, তাহা যেন তোমার মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। যখন যে কর্ম্ম করিবে, তাহা যেন তোমার অঙ্গীকার-বাক্যের অনুগমন করে। সর্ব্বোপরি তোমার মতি ও বুদ্ধি যেন সত্য-স্বরূপকে ধ্রুব-তারা করিয়া তাহার সাহায্যেই সর্ব্ব-কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা সত্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কদাপি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্যও মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না। ফল যাহা হয় হউক, মিথ্যাকে সর্ব্বদাই পরিহার করিতে হইবে। জলবিন্দু জলই, ক্ষুদ্র-মিথ্যা-ও মিথ্যা ভিন্ন কিছুই নহে। তাই, ছোট-খাট মিথ্যাগুলিকেও উপেক্ষা করিতে হইবে না। সত্য-পরায়ণ হইতে হইলে, অবশ্যই, স্বার্থ-বিসর্জ্জন করিতে হইবে। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই লোকে সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী হয়। সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে, কাজেই, অনেক সময়ে আত্ম-ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পুণ্য-দেশের ভাগ্যবান সন্তানের নিকট আত্ম-ত্যাগের প্রত্যাশা কি দুরাশা মাত্র? এ দেশে আসিয়া নারিকেলবৃক্ষ দেখিয়া বাবর শাহ বলিয়াছিলেন,—"হিন্দু-স্থানের উপর খোদার কি দয়া! অত উচ্চ স্থানেও কত সুদৃঢ় বাক্স, প্রত্যেক বাক্সের ভিতরেই দুই খানা রুটি ও এক গেলাস জল,—ক্ষুৎ-পিপাসাতুরের জন্য সযত্নে রক্ষিত

হইয়াছে।" ভোগ্য-বস্তু-নিচয়ে ভারত-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া বিধাতা যে করুণার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতে ত্যাগের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি তদপেক্ষা মহীয়সী করুণার প্রকাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ সমস্বরে বলিতেছেন,—"ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের এক-মাত্র উপায়।" বিধাতার কৃপায় ভারতবর্ষই সেই উপায়-বলে অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। ত্যাগের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে ভারতের শাস্ত্র মুখরিত। ভারতের হিম-গিরি, ভারতের গঙ্গা-সৈকত—ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিলাস-ভূমি। ভারতের আকাশে ত্যাগের গাথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভারতের কর্ম্ম, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আচার, ভারতের সমাজ—সকলই ত্যাগের সুমহান্ ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতেই দধীচির আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতেই দাতা-কর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতেই শিবি-রাজার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ভারতের বুদ্ধ রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জগতের জন্য বনচারী হইয়াছিলেন। ভারতের তুলসীদাস ও পওহারী বাবা চোরের হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ মানব ভোগ-সুখকে কাক-বিষ্ঠার মত দূরে পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অন্বেষণে ছুটিয়াছেন এবং বরাবরই ছুটিবেন। এ ত্যাগেরই দেশ। এ কর্ম্ম-ভূমি—সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই জন্য; ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। তাই বলি, এ দেশের সন্তান হইবার অধিকার যখন লাভ করিয়াছ, তখন আর আত্ম-ত্যাগে প্রীতি হইবে না কেন? তখন আর সত্য-পরায়ণ হইতে পারিবে

না কেন ? তাই, আবার বলি, প্রাণ-পণে সত্য-পরায়ণ হও। তোমার বাক্য সত্যময় হউক্, কার্য্য সত্যময় হউক্, চিন্তা সত্যময় হউক্, সমগ্র জীবন সত্যময় হইয়া মধুময় হউক্, সত্য-স্বরূপকে লাভ করিয়া মধুময় হউক্।

৺কাশীধাম।

১।৬।'১৮

* * *



নারায়ণেষু।

তোমার পত্র যথা-সময়ে পাইয়াছি। সংসার-সাগরে-পতিত মানবের পক্ষে শ্রদ্ধাই শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। শ্রদ্ধাকে যত দিন সযত্নে রক্ষা করিবে, তত দিনই সিদ্ধি-লাভের, লক্ষ্য-সাধনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিবে। যে দিন শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিবে, সেই দিন তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিন। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে শ্রদ্ধাকে রক্ষা করিও। শ্রদ্ধা চারি প্রকারঃ—(১) নিজের উপর শ্রদ্ধা, (২) গুরুর উপর শ্রদ্ধা, (৩) শাস্ত্র ও গুরু-দত্ত সাধনের উপর শ্রদ্ধা, এবং (৪) ভগবানে শ্রদ্ধা। এই চারি প্রকার শ্রদ্ধা সম্যক্ রক্ষিত হইলে, জীবন-পথের সমুদয় বিঘ্নকেই দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে।

তোমা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের মধ্যে পড়িয়াও কত লোক ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় বলে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তুমি পারিবে না কেন? বিঘ্ন দেখিয়া হতাশ্বাস হইবে কেন? বিঘ্ন না আসিলে আর জীবন-সংগ্রাম কি? বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম ব্যতীত উন্নতিই বা কি? দুঃখ আসিবে—দুঃখ বাড়িবে—দুঃখ তাড়াইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিবে; তবেই ত দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে, উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইবে! দুঃখ যত আসে আসুক্, তাহার তীব্রতা অনুসারে তোমার উৎসাহ-উদ্যমও বাড়ুক্; তবেই তুমি মানুষ, তবেই তুমি সাধক। যে কখনও কষ্টে পড়ে নাই, তাহার আবার

বাহাদুরি কি? তার মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা কৈ? বহু-পুণ্য-ফলে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছ। তুমি যদি একেবারেই অপদার্থ হইতে, তবে সেই অপার্থিব করুণার অধিকারী হইলে কিরূপে? দীক্ষার সময় হইতে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ ভার গুরুই গ্রহণ করেন। তবে আর তোমার ভয় কি? তাঁহার শক্তিতে সন্দেহ করিও না। তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে আশঙ্কা কিসের?

যে সাধনা লাভ করিয়াছ, তাহাই তোমার সমুদয় অভাব, সমুদয় অশান্তি দূর করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। অগ্নি-কণা যেমন অনুকূল পবনাদির সাহায্যে বর্দ্ধিতাঙ্গ হইয়া গ্রাম-নগরাদি ভস্মসাৎ করিতে পারে, তোমার সাধনও যথানিয়মে শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তোমার সমুদয় অসুবিধার সহিত সংসার-বন্ধনকে চির-তরে ভস্মসাৎ করিবে। তাই, যে অবস্থায়ই থাক না কেন, যথাসম্ভব শান্তমনে সাধনে নিরত থাকিবে। গুরুর প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, তার আবার সাধনে নিষ্ঠা হইবে না কেন? সাধনে যার নিষ্ঠা আছে, তার আবার সন্দেহ আসিবে কেন?

বেদ অপৌরুষেয়। মোহান্ধ মানবের পক্ষে শাস্ত্রই চক্ষু-স্বরূপ। তাই গুরূপদিষ্ট শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন-পূর্ব্বক জীবনে আয়ত্তের চেষ্টা করিতে হয়।

সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানে নির্ভরতা অভ্যাস করিতে হয়। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব-ভাবেন ভারত!" গানেও শুনিয়াছ,—"যখন যে ভাবে তুমি রাখিবে আমারে,

সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে।" তবে আর অবসন্ন হইবে কেন? গীতায় পড়িয়াছ,—"গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" তবে আর তাঁর উপর নির্ভর করিতে পারিবে না কেন? তাঁর বাক্যে বিশ্বাস কর। মনে রাখিও, তাঁহার মঙ্গল-হস্ত সর্ব্বদাই তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে। ঠিক জানিও, তিনি সর্ব্বদাই তোমাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন। তুমি যাহাকে দুর্ভাগ্য মনে করিতেছ, সাধনোন্নতির ফলে বুঝিবে, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে তোমার কল্যাণেরই কারণ। তাই সকল অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিয়া সকল কার্য্যে তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা প্রত্যক্ষ করিতে সচেষ্ট হও। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—ভগবানের এ প্রতিজ্ঞা তোমার হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করুক্।

অন্যের সহিত মিশিয়া লাভ কি? ভগবানেরই সঙ্গ কর। তিনি যে একান্ত সাধনের সুযোগ ঘটাইয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার কর। যখনই কোন দুর্ব্বলতা, কোন অসুবিধা টের পাও, তাঁহার নিকটেই সে কথা নিবেদন কর। তিনিই সকল বিঘ্ন দূর করিবেন। যাহা প্রয়োজন, তিনিই যথাসময়ে প্রদান করিবেন। মা'র কোলে রহিয়াছ, চিন্তা কি?

৺কাশীধাম।

২৫।৯।'১৮ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

আপনাকে আজ নূতন কি লিখিব, ঠিক পাইতেছি না। আপনাদের বুদ্ধিও কম নয় (বরং বেশী বুদ্ধিই সময়ে সময়ে একটু মুস্কিল করে), জানা-শুনাও কম নাই (বেশী জানা-শুনাতেও কখনও কখনও মন ঘোলাইয়া দেয়) ; তবে ব্যাপার এই যে বুদ্ধি আসক্তির কেনা-গোলাম বলিয়া অনেক সময়েই উল্টা সিদ্ধান্ত করিতে চায় এবং নিজ সিদ্ধান্তের বিপরীতটী কিছুতেই মানিতে পারে না। আর যদিও কোন কোন সময়ে বুদ্ধি যথার্থ নিশ্চয় করে, তথাপি পূর্ব্বের অভ্যাস, সংস্কার ও দুর্ব্বলতাদির জন্য সে নিশ্চয়ানুরূপ কার্য্যে যোগ দিতে পারে না ; বরং তৃষ্ণার প্রাবল্যে অপকারী বুঝিয়াও চিকিৎসকের-নিষিদ্ধ জল-পান করিতে ব্যগ্র থাকে। কদাচিৎ জল-পান বন্ধ রাখিলেও সে ধৈর্য্য অনেকক্ষণ থাকে না। ইহার উপায় কি ? উপায়,—শাস্ত্র, বিচার ও সৎ-সঙ্গের সাহায্যে বৈরাগ্যের উদ্দীপন করা এবং আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, কর্ম্ম ও চিন্তায় সত্ত্বগুণের বর্দ্ধন ও অন্য গুণ-দ্বয়ের সংযম করা। ইহাতে এবং সাধন-সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়েই ধৈর্য্যই প্রধান অবলম্বন। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় যার নাই, তার পক্ষে সাফল্য লাভের আশা দুরাশা মাত্র। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য কিরূপ কর্ম্ম করণীয়, তাহা আপনিই ঠিক করিয়া লইবেন। আমি যদি বলি—শাস্ত্রানুসারে

তীর্থ-ভ্রমণ, সাধ্যানুসারে (শরীর, বাক্য, মন ও অর্থ দ্বারা) জীব-সেবা, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে বেদ-পাঠ, সত্য-রক্ষা ও তপস্যা প্রভৃতি করিবেন, তা হয়ত পারিবেন না। কাজেই অন্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করায় বেশী ফল হইবে না। গীতায় ত এ-সব কথা বিশদরূপেই লেখা আছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত * * * কাছে ত কতই শুনিয়াছেন। আর শুনিয়া কাজ নাই। এত বুড় লম্বা জীবনটা, যখন যেমন খুসী, কাটাইলেন; তা'তে ত 'হাতী-ঘোড়া' কিছুই হইতে পারেন নাই! যে অল্প কয়েকটা দিন বাকী আছে, তা বরং একটু কষ্টেই কাটান। একটু কোমর বাঁধিয়া, একটু সংযমের অধীন হইয়া কিছুকাল যাপন করিতে অভ্যাস করুন। কি ভাবে এই সময়টা কাটাইবেন, সকল দিক বিবেচনা করিয়া নিজেই তা ঠিক করিয়া লউন। তার পর অন্য দিকে না চাহিয়া, অন্য কিছু না ভাবিয়া, একমনে, শান্ত-চিত্তে, ধীর ভাবে, সাহস, শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই routine follow করিতে থাকুন। আজ কোন কারণে একটা নিয়ম ভঙ্গ, কাল অপর কারণে অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ, কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পরশ্ব অন্য প্রকার আচরণ—এরূপ করিবেন না। Routine অনুসারে চলাই আপনার লাভ, তাহার অন্যথাই ক্ষতি—এরূপ স্থির করিয়া লউন। যদি এইভাবে কিছুকাল চলিতে পারেন, উন্নতি বুঝিতে কষ্ট হইবে না। নতুবা, সারা জীবনই মালা টপ্‌কাইলাম, অথচ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিলাম;—এ জীবন জীবনই নহে। এখনও যে সময় আছে, তার সদ্ব্যবহার হইলেও অনেক হইতে পারে। প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক

সুযোগের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার করুন। সংকীর্ত্তন শুনিতে বসিয়া ভগবানের নাম ও মহিমায়ই মন দিবেন, তান-লয়ের শুদ্ধাশুদ্ধতার বিচার করিবেন না। গীতা পড়িতে বসিয়া তার উপদেশ গ্রহণই করিবেন, গীতাকারের কবিত্বের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। এ-ভাবে যদি শক্তি, সুযোগ ও সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তবে অল্পকাল পরেই জীবনের উন্নতি বুঝিতে পারিবেন। যে শক্তি ও সুযোগ পাইয়াছেন, তার সদ্ব্যবহার না করিলে, অন্য শক্তি ও সুযোগ ভগবান দিবেন কেন? ইহাতে অন্যের মুখ চাহিবার প্রয়োজন নাই, অন্যের সহিত পরামর্শেরও আবশ্যক নাই। জন্মও একাকী, মৃত্যুও একাকী, ধর্ম্মলাভও একাকী। সঙ্গ কেবল সংসারে, সঙ্গ কেবল বন্ধনে এবং বন্ধন কেবল সঙ্গে। যখনই কোন বাজে কাজ করিতেছেন, কোন বাজে কথা বলিতেছেন, বাজে চিন্তা করিতেছেন, চিন্তা করুন দেখি, এই সময়ে যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, তবে কি হইবে? সকল কর্ম্ম অপেক্ষাই সাধন বড়—ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। যে কোন প্রকারে হউক্, পূর্ব্বে এইটাকে শেষ করা চাই; নতুবা শেষে যদি সময়ে না কুলায়! তাই প্রাণ-পণে সাধন করিতে হইবে। সময় নষ্ট করা চাই না; একটু সময় বৃথা নষ্ট হইলে তজ্জন্য পুত্র-শোক অপেক্ষাও দুঃখ হওয়া উচিৎ। সাধনের বিঘ্ন অনেক আসিবে বটে, কিন্তু বিঘ্নের দিকে মন দিবার প্রয়োজন নাই। যতটুকু সম্ভব মন ও সময় সাধনে লাগা'ন। বাকী মন ও সময় এমনভাবে চালা'ন ও এমন কাজে লাগা'ন, যা'তে ভবিষ্যতে

সমুদয় সময় ও সম্পূর্ণ মন ভগবানে লাগিতে পারিবে। যদি এ-ভাবে কাজ করিতে থাকেন, বিঘ্ন দিবার কর্ত্তা যিনি, সে ভগবানই বিঘ্ন দূর করিবেন। আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না। যদি অন্য সাধন কোন কারণে না-ও পারেন, নাম করা ত কখনও অসম্ভব হয় না! বসিয়া, দাঁড়াইয়া, হাঁটিতে হাঁটিতে, শুইয়া থাকিয়া,—সকল ভাবেই নাম করা চলে। আহারে-বিহারে, মল-মূত্র-ত্যাগের কালেও নাম করা যায় ও নাম করিতে হয়। যে কোন বিঘ্ন আসে, নামের গুণে কালক্রমে সকলই দূর হইবে। নামে ভক্তি, জ্ঞান, দর্শন—সকলই মিলিয়া যায়। আসন, মুদ্রা, যোগ, প্রাণায়াম—এ সকলের কার্য্যও নামের দ্বারাই হইয়া যায়। এ সাধন সকলেরই সুসাধ্য। একটু ইচ্ছা চাই, আর ভগবৎ-কৃপার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা চাই। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।
আশ্বিন, ১৩২৩;
শুক্লা পূর্ণিমা।

* * *



My Dear * * *,

You are never alone. You are ever helped. The Mother's shield is always protecting you on all sides. Nothing can harm you ; none can resist your onward march. Pluck out of your heart all the rooted weeds of doubts and suspicions, of fears and terrors, of nervousness and dejection. The debilitating helplessness, the darkening carelessness and the weakening sluggishness should never be yours. Firm and resolute, undaunted and unshaken, stick you to your work. On and on, forward and forward, move yourself to the goal. You of the Immortal Nector ! the goal is for you to reach ; and you must reach it now and here.

As for the form of Yama, you need not mind it at all. It does not convey any serious meaning. It is not a reality, but a creation of your own mind ; and, as such, it should meet with the

neglect that it deserves. Side by side with making spiritual progress, you are now undergoing a rapid process of thorough purification. Forms and apparitions, obstacles and hindrances may sometimes come to you; but they will come and go without being able to injure you in the least, if only you will cling to the Mother. Do not look to this side or that side; always proceed forward. A perfect non-attachment to the objects of senses, including a complete non-connectedness with friends and admirers, and an entire saturation of your mind with the idea of the Divinity,—these are the things, and these alone, that you should have your eyes to. Never, on no account, should you swerve from your path. You must go on with your duty, come what may. In life's earnest battle, you are to quit yourself like the best of heroes. I know you can do it, and I know, too, that if you will continue in this way, you will be blessed with perfection before many more nights will pass.

Swargashram.

August 5, 1920.

* * *



নিরাপৎসু।

যোগৈশ্বর্য্যের বলে স্থূল জগৎ এবং মানব-সমাজের উপরে শক্তি এবং প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াও যেমন কোন কোন যোগী অবিদ্যার নিকটে নত-মস্তক থাকে, তদ্রূপ ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর জাহাঙ্গীর কোটি কোটি লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও নুরজাহানের পদ-তলে সভয়ে স্বীয় রাজ-মুকুট রক্ষা করিতেন। উদারমতি আকবরের পুত্র হইয়াও তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষের 'ইতি' ছিল না। 'কুচক্রী আবুল-ফাজেলের কুপরামর্শেই নিরীহ আকবর কাফেরদিগের ধর্ম্মে আস্থা-সম্পন্ন হইয়াছেন'—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই জাহাঙ্গীর আবুল-ফাজেলের গুপ্ত-হত্যা সম্পাদন করেন। এ কথা অনুমান করিয়া লিখিতেছি না। জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রণীত আত্ম-জীবনীতে নিজেই এ কথা গৌরব-সূচক বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মহামায়ার লীলা অদ্ভুত ;—ঐ হত্যার সময়ে কে জানিত যে একদিন এই উদ্ধত সম্রাট তাঁহার কত আদরণীয় ও সম্মানাস্পদ শরীর এক নগণ্য হিন্দু-সন্ন্যাসীর পদ-তলে স্বেচ্ছায় ভূ-লুণ্ঠিত করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিবেন? জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবন-চরিতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

"হিন্দুগণকে দমন করা আমার এক প্রধান সঙ্কল্প ছিল। এক

দিন শুনিলাম,—সনাতন * নামক শ্রীচৈতন্যের এক ভক্ত মথুরাতে আশ্রম করিয়াছে এবং সিদ্ধাই দেখাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিতেছে। যদি সে কোন প্রকার প্রতারণা করে ও বুজরুকি দেখায়, তাহা হইলে সেই অপরাধেই তাহার প্রাণ-দণ্ড করা যাইবে;—এরূপ স্থির করিয়া পরীক্ষার্থ একজনকে সনাতনের নিকটে পাঠাইলাম। প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিল যে সনাতন বাস্তবিকই মহাপুরুষ। লোকটি সনাতনের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারে নাই, মনে করিয়া আমি নিজেই সনাতনের নিকটে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে উপযুক্ত লোক-জন সমভিব্যাহারে মথুরায় উপস্থিত হইলাম এবং সনাতনের নিকটে আমার আগমন-বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া অপরাহ্ন সময়ে তাহার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। আশ্রমটি ভূগর্ভস্থ একটী গর্ত্ত। তথায় যাইয়া দেখিলাম,—সনাতন প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট, ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ৪০ জন শিষ্য বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, সনাতন আমার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না, একটী কথাও বলিল না। কি ধৃষ্টতা! দীন্-দুনিয়ার মালিক আমি, আমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই মুহূর্ত্তেই সশিষ্য সনাতনের দেহ প্রাণ-হীন হইতে পারে, সমুদয় আশ্রমটী এখনই যমুনা-সলিলে চির নিমজ্জিত হইতে পারে—ইহা জানিয়াও আমাকে এই প্রকার অবহেলা! কিন্তু, কি জানি কেন, আমার ক্রোধ তখন প্রকাশ পাইল না। আমি তথায় উপবেশন করিলাম। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম, কিন্তু

* রূপের ভাই সনাতন নয়।

সনাতন কিছুই বলিলেন না। তাঁর দুই-একটী কথা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। পরিশেষে, সমুদয় ঘৃণা, লজ্জা পরিহার করিয়া, কিছু বলিবার জন্য সনাতনকে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন কি? তিনি বলিলেন—"আমি এমন এক মহিমান্বিত সম্রাটের ভজনা করি, যাহার অধীনে তোমার মত লক্ষ লক্ষ নরপতি বিরাজ করিতেছে।" আমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে—সনাতনের প্রাণ-দণ্ড করিতে সনাতনের এই অপরাধই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু, কেন জানি না, এবারও আমার ক্রোধ হইল না। আমি যেন ক্রমেই তাঁহার নিকটে ছোট হইতে লাগিলাম। পরে বিনয় করিয়া বলিলাম—"অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সনাতন বলিলেন—"পক্ষপাত না করিয়া সমভাবে—পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিও।" আর কিছু বলিলেন না। আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। বাৎসরিক ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের এক জমীদারী জায়গীর দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"জমীদারী লইয়া আমি কি করিব? বিষয়ের ঝঞ্ঝাট কে সহ্য করিবে? বিশেষতঃ আমার অর্থের কোনই অনটন নাই। তোমার মত অনেক রাজা অপেক্ষা আমি অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী।" আমি লজ্জিত হইলাম। একটু পরেই সন্ধ্যা হইল। একজন লোক আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। সকলে দাঁড়াইল। সনাতন ভগবানের স্তব ও প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হইতে সনাতনের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ-বৃষ্টি হইতে লাগিল,—সোণার 'আশ্‌রফী' (মোহর) পড়িতে লাগিল। আমি

পূর্ব্বে এই সিদ্ধাইএর কথাই শুনিয়াছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ হইলে গণিয়া দেখা গেল, ৭০০ সাত শত মোহর হইয়াছে। সনাতন তাহা সমান দুই ভাগ করিতে বলিলেন। ভাগ করা হইলে এক ভাগ আমাকে দিয়া বলিলেন—"এই ৩৫০ সাড়ে তিন শত মোহর লইয়া যাও। তোমার কোষাগারের কল্যাণের জন্য ইহা তোমার রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিও। বাকী অর্দ্ধ দ্বারা এখানকার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।" আমি নানা ভাবে অভিভূত হইয়া মোহরগুলি সহ চলিয়া আসিলাম এবং রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। কতদূরে আসিয়া মনে হইল, "কি অন্যায় করিয়াছি! চলিয়া আসিবার কালে ত মহাপুরুষকে নমস্কার করিয়া আসি নাই! 'হস্ত-চুম্বন' করিয়া আসা উচিত ছিল। অনেক দূরে আসিয়াছি, এখন কি করা যায়?" এইরূপ চিন্তা করিতেছি ও হস্ত-চুম্বন না করার নিমিত্ত অনুতপ্ত হইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—পশ্চাদ্দিগ্‌ হইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সনাতনের এক শিষ্য আসিতেছে। সে কাছে আসিয়া বলিল—"আমার গুরুদেব আপনার চুম্বন গ্রহণ করিয়াছেন। আর অনুতাপ করিবেন না।" যথেষ্ট হইল! আর থাকিতে পারিলাম না! তখনই পুনরায় আশ্রমের দিকে চলিলাম। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই মহাভাগ্যবলে সনাতনকে সম্মুখে পাইলাম। আর কোন চিন্তা না করিয়া, অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া তাঁহার পদ-তলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। সনাতন সস্নেহে আমাকে তুলিলেন ও বলিলেন—"এখন রাজধানীতে যাও, পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন

কর গিয়া; প্রজার উন্নতি-বিধানই রাজার কর্ত্তব্য।" তৎপর আমি চলিয়া আসিলাম।

বৃত্তান্তটী যেমন মনে আছে, তেমনই লেখা হইল। এখন বল দেখি—ঘটনাটি গোপন না করিয়া নিজের হাতে-কলমে আত্ম-জীবনীতে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন কেন?

আরও একটী গল্প শোন। যখন বুদ্ধদেব স্বীয় জ্ঞান-বৈরাগ্যের উজ্জ্বল মহিমা এবং মধুময় উপদেশাবলী দ্বারা চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-বিস্তার করিতেছিলেন, এবং পঙ্গ-পালের মত সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শান্তি-পতাকার নিম্নে আশ্রয় লইতেছিল, সেই সময়ে একজন লোক—সে কে, মনে নাই—কোন কারণে বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিবার বাসনায়, বুদ্ধদেবের তাৎকালিক আশ্রমাবাসে উপনীত হইল এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে বুদ্ধদেব তখন ধ্যান-মগ্ন আছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া লোকটী তৎক্ষণাৎ সেই মহাযোগী মহাপুরুষের নিকটস্থ হইয়া নানা প্রকার অশ্লীল ভাষায় ভারস্বরে গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে বুদ্ধদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল; কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎই আসনে স্থিরভাবে ও প্রশান্ত-চিত্তে বসিয়া রহিলেন—একটী কথাও বলিলেন না। প্রতিপক্ষ চুপ করিয়া থাকিলে একা একা আর কতক্ষণ বকা যায়? তাই প্রতিবাদের অভাবে বাধ্য হইয়াই অগত্যা সমাগত লোকটীকে থামিতে হইল। তখন ধীরে ধীরে সহাস্যবদনে বুদ্ধদেব তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি,

আপনি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করেন এবং সে ব্যক্তি যদি তাহা গ্রহণ না করে, তবে আপনি কি করিবেন? প্রদত্ত ধন কোথায় যাইবে?" লোকটী অমনি উত্তর করিল, "কেন, আমার ধন আমিই ফিরাইয়া লইব। সে না লইলে কি ধন রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে? পূর্ব্বেও যেমন ধনের মালিক আমি ছিলাম, ঐ লোকটী প্রত্যাখ্যান করাতে, পরেও তেমনই ঐ ধনে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার। এ তো সোজা কথা।" তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, "যদি তাই হয়, তবে আপনি এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে যে গালি প্রদান করিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম না। আপনার ধন আপনারই হউক।" লোকটী তখন নিজের বাণে নিজেই বিদ্ধ হইল। কিয়ৎকাল পরে অনুশোচনা আসিল; ফলে, বুদ্ধদেবের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী-ভুক্ত হইল।

* * * * *

স্বর্গাশ্রম।

২০।১।'১৪ * * *



নারায়ণেষু।

চড়ুই পাখীর সমুদ্র-শোষণের গল্প * জানেন ত? না জানিলে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত * * * নিকট হইতে শুনিয়া লইবেন। পুরাকালেই এ প্রশ্ন এ দেশের ঋষিগণের নিকটে প্রতিভাত হইয়াছিল,—"সান্ত মানব কেমন করিয়া অনন্তকে লাভ করিবে?" অনন্ত হইতে আমাদের ব্যবধানও যে অনন্ত! আমাদের শক্তি, ধৈর্য্য, সদিচ্ছা—সকলই সামান্য। পক্ষান্তরে, তপস্যার বিঘ্ন প্রচুর ও অনতিক্রম্য। ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সংসার-সাগরের পারে যাইবার ইচ্ছা, শান্তিময়-ব্রহ্মানন্দ-লাভের বাসনা, বাস্তবিকই কি একটী ক্ষুদ্রকায় চড়ুই পাখীর সমুদ্র-পানের আশার ন্যায় উপহাসের যোগ্য নয়? কিন্তু ঐ পক্ষীও যেমন অসীম ধৈর্য্য ও অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত থাকাতে পরিশেষে খগ-রাজের সাহায্য লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তেমনি বিশ্ব-নটবরের এই নিয়ম,—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য, বিবেচনা ও অধ্যবসায়ের সহিত বিধি-সঙ্গত উপায়ে লক্ষ্য-সাধনে নিরত থাকে, সে নিশ্চয়ই উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত সাহায্য লাভানন্তর পূর্ণ-কাম হইবেই। সমুদয় শাস্ত্র এই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছে। অবশ্য, প্রারব্ধের

* বেদ-বাণী প্রথম প্রচার ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পার্থক্য অনুসারে কেহ শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে, ফল লাভ করিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইবে,—ইহা অসম্ভব। 'আমার শক্তি অল্প, প্রারব্ধ বলবান, অন্তরায় সমুদ্র-প্রমাণ, কাজেই অদূর-ভবিষ্যতে কৃতকার্য্যতা লাভ করা অসম্ভব; সুতরাং এ প্রয়াস পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।'—এইরূপ মনে করিয়া যে ব্যক্তি চেষ্টাকে পরিহার করে, সে কি কখনই ফল-ভোগ করিবে? চেষ্টায়, না হয়, দেরীতে পাইবেন; চেষ্টা না করিলে যে মোটেই পাইবেন না! আর শীঘ্রই যদি ফল চান, কর্ম্মানুযায়ী মজুরি কিছু মিলিবেই। কর্ম্ম-ত্যাগ করিলে—বিষাদে, বৃথা কর্ম্মে সময়-ক্ষেপণ করিলে মজুরি কিছুই মিলিবে না; শীঘ্রও না, বিলম্বেও না। আজ যদি রাস্তার শেষ তক্ যাইতে না-ও পারি, না হয় পাঁচ হাতই যাইয়া থাকি না কেন? কাল বাকী-টুকু যাওয়ার চেষ্টা করা যাইবে। আজ সবটা পারিব না বলিয়া যদি বাড়ী ফিরিয়া যাই, কালও ত সেই ভাবেই বাড়ী ফিরিতে হইবে! বিচার দ্বারা মনকে সবল করুন। সবলতাই সফলতা, সফলতাই জীবন। পক্ষান্তরে হতাশতাই বিফলতা, হতাশতাই মরিয়া যাওয়া। "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ।" শ্রদ্ধাবান হউন, বীর্য্যবান হউন। 'অমৃতের পুত্র' আপনি। অনন্ত-শক্তির প্রস্রবণ আপনার ভিতরে। কে আপনার বেগ রুদ্ধ করিবে? রুগ্ন-শরীর ৺জগদীশদাস বাবাজী ৬০ বৎসর বয়সে গৃহ-ত্যাগ করিয়াও সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তীব্র ইচ্ছা থাকিলে আর গলদ দূর করিতে কত দিন লাগে? একটু ভোগ, একটু সুখ, একটু আরাম—এ সবের দিকে

মন থাকিলেই বিলম্ব। তাই, বিষয়-সুখের আশা ছাড়িয়া দিয়া কাজে লাগুন। বুদ্ধদেবের মত প্রতিজ্ঞা করিয়া আসন-বদ্ধ হউন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'কে লাভ করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করুন।

স্বর্গাশ্রম।

চতুর্থী।

* * *



নারায়ণেষু ।

সাধন-ভজনের উন্নতি অনেক পরিমাণেই নির্ভর করে বৈরাগ্যের উপরে। যার বৈরাগ্য যত বেশী, সে তত শীঘ্র উন্নতি লাভ করে। যেগুলিকে আপনি বিঘ্ন বলিয়া মনে করিতেছেন, যেগুলি আপনার সাধন-পথের অন্তরায় হইতেছে, তাহার অনেক-গুলিই বৈরাগ্যবান সাধকের কোনই অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে, সেগুলিকে বৈরাগ্যবান ব্যক্তি বিঘ্ন বলিয়াই মনে করে না।

এই বৈরাগ্যও সাধন দ্বারা লাভ করিতে হয়। নিয়মিত উপাসনা, শাস্ত্রানুসারে তীর্থ-সেবা, সাধ্যানুসারে জীব-সেবা এবং ভগবৎ-প্রীত্যর্থে সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে করিতে সাধক ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ-চিত্ততার সহিত বৈরাগ্য লাভ করে। এ ত করিতেই হইবে, এ ছাড়া বৈরাগ্য-লাভের জন্য বিশেষভাবে আর একটী কাজ করিতে হইবে; সেটি— বিষয়ে, আসক্তিতে, ভোগে দোষ-দর্শন। বিচার দ্বারা, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক বাসনায় দোষ-দর্শন করিতে হইবে। প্রথম প্রথম এই দোষ-দর্শন ভাসা-ভাসা হইবে। কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমেই আসক্তি কমিবে। যাহা দেখিতে আজ সুখ হয়, যাহা দেখিবার জন্য আজ প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করে, 'দোষ-দর্শন'-অভ্যাসের ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা দেখিতে অনিচ্ছা

জন্মে। এই অভ্যাস কিছুকাল ধরিয়া চালাইতে হয়। দুই দিন করিলাম, পাঁচ দিন করিলাম না, আবার দশ দিন করিলাম—এ'তে সুবিধা হয় না। সমুদয় কাজই নিয়মিতরূপে করিতে হয়। এইরূপ বৈরাগ্য-অভ্যাসে প্রথম প্রথম কষ্ট ও অসুবিধা-বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে সুখ-সুবিধা অনেক। কাহারও কাহারও পক্ষে কোন কোন আসক্তির-দ্রব্য হইতে দূরে থাকা সঙ্গত। পরে মন সবল হইলে আবার কাছে থাকাও চলে।

বিষয়ে দোষ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য-বর্দ্ধক পুস্তক পাঠ এবং বৈরাগ্যের উপকারিতা চিন্তা আবশ্যক। নিজের ও আত্মীয়গণের মৃত্যু-চিন্তা মন্দ কি? নিজের মৃত্যু-চিন্তাই ত পরকালের চিন্তা আনিয়া মানব-সাধারণকে ধর্ম্ম-পথে প্রেরণ করে! "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" মৃত্যু যখন প্রতিমুহূর্ত্তেই আসিতে পারে, তখন কি ত্বরা করিয়া পথের সম্বল কিছু সংগ্রহ করা সঙ্গত নয়? তারপর, আর এক কথা। যাহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মনে করিতেছেন, যাহাদের জন্য ধর্ম্ম-লাভে বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহারাও বিধাতার বিধানে, আপনার ও তাহাদের অনিচ্ছা ও অসম্মতি সত্ত্বেও, যে কোন মুহূর্ত্তে পরলোক-গমন করিতে পারে। আপনিও প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন। তবে আর স্বজনগণের মায়ায় কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইবেন কেন? যে দিন পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর মাতৃ-বিয়োগ হইল, সে দিন তিনি আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"আজ হইতে সাধন করিবার সুযোগ বেশী পাইব।"

সাধনের এই সকল ভাব দ্বারা সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যে ভাব সাধনের অনুকূল, সে ভাব কর্ম্ম-জীবনে যথা-সাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। সরলতা ও উদারতা যত বাড়ে, ততই ভাল। অর্থাসক্তি যত কমে, ততই মঙ্গল।

এইভাবে চলিতে যাইয়া যদি সংসারে একটু অসুবিধা হয়, তাহা হইতে দিলে দোষ কি? সংসারটী যেমন ভাবে আছে, তেমন ভাবে ইহাকে লইয়া ভগবানে পহুঁছান সুকঠিন।

স্বর্গাশ্রম।

২০।১১।'১৭

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

যে না জানিয়া অন্যায় করে ও যে জানিয়া অন্যায় করে—এ উভয়ের মধ্যে সমাজ সাধারণতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই অধিক তিরস্কার করে। প্রথম ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে ঘৃণা, কাহারও নিকট হইতে তাচ্ছল্য বা উদাসীনতা, কাহারও নিকট হইতে দয়া ও ক্ষমা, আর কাহারও নিকট হইতে বা শাস্তি পাইয়া থাকে। সাধারণ স্থূল-দর্শী মানবের বিচার এইরূপই। আমরা প্রত্যেকটীরই মধ্যের-কতকাংশ দেখিতে পাই এবং তাহা লইয়াই আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ সমালোচনা করি। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ, যাঁহারা বিশেষজ্ঞ—তাঁহাদের বিচার অন্যরূপ ; তাঁহাদের বিচার অত সহজ-বোধ্য নহে।

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ সকল বিচারে আমাদের প্রয়োজন কি ? এ সকল বিচার আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে কেন ? আমরা আম খাইতে আসিয়াছি, পাতার বিচারে কাজ কি ? বাজে চিন্তায়, বৃথা কাজে যে সময় চলিয়া যায় ! যত পারি, কেবল আম খাইবার চেষ্টাই করিব। 'অব্যর্থ-কালত্ব'ই কি আমাদের মূল-মন্ত্র হওয়া উচিত নহে ?

* * * *

অনেকেরই সাধন-পথে অভিমানের গুরুতর অন্তরায় বর্ত্তমান।

কেহ কেহ ও-টাকে অন্তরায় বলিয়া বুঝিয়াও যেন বুঝিতে চায় না! যত দিন নিজের আলোক বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন ভগবানের আলোক প্রকাশের সম্ভাবনা কই? অভিমানের মধ্যে আবার বুদ্ধির অভিমান ও ধর্ম্মের অভিমান (আমি বেশ ধার্ম্মিক) বড়ই ভয়ানক। এই অভিমানের জন্যই শাস্ত্র-পাঠ ও সাধু-সঙ্গের সম্যক্ ফল লাভ হয় না। এই অভিমানের জন্যই তপস্যা করিয়াও অনেকে শান্তি-লাভে সমর্থ হয় না। অনেক সময়েই মহাপুরুষগণের কৃপা সাধকের অভিমানের বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। ভগবানের অযাচিত করুণা যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, অভিমানী মানব তাহা জানিতেও পারে না। জীব ও শিবের মধ্যে একমাত্র এই অভিমানের পর্‌দাই বিদ্যমান। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" 'আমি' মরিলেই নির্ভরতা আসে, 'আমি' মরিলেই শান্তিলাভ করা যায়, 'আমি' মরিলেই পরম-শিব প্রকাশিত হ'ন।

প্রত্যেকের বুদ্ধিই ভিন্ন ভিন্ন; প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বুদ্ধি;—ইহা জানিয়াও প্রত্যেকেই মনে করে,—"আমার এই বুদ্ধিটিই অভ্রান্ত।"

বুদ্ধি যদি নির্ম্মলই হইত, তবে ত ভগবদ্দর্শনই হইত! বুদ্ধি যখন মলিন, তখন তাহাকে অভ্রান্ত মনে করা কেন?

যে পরিমাণে নিজকে বড় মনে করি, সেই পরিমাণেই অন্যের উপরে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে আমি অসমর্থ।

যে পরিমাণে নিজকে শক্তিমান মনে করি, সেই পরিমাণেই আমি অন্যের উপরে নির্ভর করিতে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম।

আবার অভিমান যাইয়াও যায় না। 'আমার অভিমান নাই' —এ-ও একটা অভিমান।

বিচার ও প্রার্থনাকে চির-সঙ্গী না করিলে এ দুরন্ত ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হয়। অজ্ঞাতসারেও কত নূতন নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অভিমান আমাদিগকে মুগ্ধ ও প্রতারিত করে!

আচ্ছা, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অভিমানকে কেহ যদি সচ্চিদানন্দের আত্ম-প্রচার বলিয়া মনে করে, তবে তাহাকে তোমার কেমন মনে হয়?

শিবমস্তু। ইতি।

বরিশাল।

২২।৩।'১৯

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

যে routine অনুসারে চলিতে হইবে, তা' তোমার মন ও শরীরের অবস্থা এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রস্তুত করিতে হইবে ; নতুবা তদনুসারে চলা সম্ভব ও সঙ্গত হইবে না। শরীর ও মন যতটা পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে এবং শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে যত-টুকু খাটান যুক্তি-যুক্ত, তদপেক্ষা অধিক খাটুনি শরীর ও মনের উপর চাপাইতে গেলে, তাহারা অনেক সময়ে তাহা সহ্য করিতে চাইবে না। এবং জোর করিতে গেলেও, হয়ত, স্বাস্থ্য বজায় থাকিবে না।

এই principleটী ঠিক রাখিয়া যে routine করিবে, তদনুসারে চলিতে তোমার মনকে বাধ্য করিতে হইবে। মন গোলামের মত routine অনুসরণ করিবে। যদি স্বেচ্ছায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে না চায়, তবেও সেই কাজেই তাকে লাগাইয়া রাখিতে হইবে, তার ইচ্ছানুসারে অন্য কাজে তাকে লাগাইও না ; কারণ, তা হ'লে সে আব্দারে হইয়া উঠিবে। কিন্তু সর্ব্বদা বিচার করিবে,—মন যে কাজ করিতে চায় না, তাতে মনের দোষ, না তোমার দোষ। চাকর অন্যায় রকমে কাজে অস্বীকৃত কিম্বা তার শক্তির বহির্ভূত বলিয়াই অক্ষম,—ইহা দেখিও। তার

উপর বেশী বোঝা চাপাইতে যাইও না। বিচার ছাড়া এক পা-ও চলিবার যো নাই।

প্রার্থনা করিলে জগতের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্যথা হয় না। যে নিয়ম জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরিচালিত করিতেছে, যাহা Wordsworthএর কথায় 'One Law, one Rule, one Government' তাহার বাহিরে কি কিছু থাকিবার সম্ভব? প্রার্থনাও তাহারই অন্তর্গত। কেহ প্রার্থনা করিবে, কেহ প্রার্থনানুরূপ বস্তু পাইবে বলিয়া মনে করিবে, কেহ প্রার্থনানুরূপ বস্তু পাওয়া গেল না বলিয়া মনে করিবে, কেহ প্রার্থনা করিবে না, কেহ প্রার্থনার আবশ্যকতা বোধ করিবে না—এ সকলই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কাহারও মৃত্যু আজ নিশ্চিত; তজ্জন্য কেহ আজ অসি দ্বারা তার গলায় কোপ দিবে—এ-ও নিশ্চিত। আবার কোন স্থানে কেহ অপরকে হত্যা করিবার বাসনায় তাহার গলায় কোপ দিবে, কিন্তু সকলকাম হইবে না—ইহাও অবধারিত। ভগবৎ-বিধি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই কেহ পড়ে এবং সেই বিধি বশেই কেহ পুরস্কার-প্রাপ্তি-রূপ পড়ার ফল পায়, অথবা পায় না। অভিমানী মানব এ সব বোঝে না। তারা নিজকে কর্ত্তা মনে করে। তারা জানে—সাপটা কাটে, লোকটা ভোগে, ওঝায় ঝাড়ে, লোকটা বাঁচে কিম্বা মরে। বাস্তবিক পক্ষে এ সকলগুলিই একই যন্ত্রীর কার্য্য। আমরা যন্ত্র, ভগবানই যন্ত্রী; কাহারও কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নাই। অজ্ঞান মানব মনে

করে,—আমি প্রার্থনা করি, আমি ফল পাই, আমি ফল পাই না ইত্যাদি। যখন সে বুঝিতে আরম্ভ করে যে একই বিধান রাজত্ব করিতেছে, তখন তার কাজ-কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি, ছুটাছুটি ক্রমেই কমিতে থাকে, অবশেষে যখন অদৃষ্টের কর্ত্তৃত্ব সে সম্পূর্ণরূপেই ধারণা করে, তখন সে একেবারেই চুপ হইয়া যায়। তাই প্রার্থনার শেষও চুপে। অন্য দিক্ দিয়াও বুঝিতে পারিবে, প্রার্থনা ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে উঠিতে পরে চুপেই পর্য্যবসিত হয়।

তোমার প্রশ্নের বাহিরে হইলেও প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। প্রার্থনা যদি ঠিক ঠিক রকমে করা হয়, যদি সরলতার সহিত, ঐকান্তিকতার সহিত, ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে পার, যদি প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ প্রার্থনাটিই ধরিয়া থাকিতে এবং অন্য প্রার্থনা হইতে বিরত থাকিতে পার, তবে শীঘ্রই হউক্ আর বিলম্বেই হউক্ প্রার্থনাটি যে পূর্ণ হইবে,—ইহাও বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। যাহারা প্রার্থনা করিয়া ফল পায় নাই বলিয়া মনে করে, তাহাদের প্রার্থনা উপযুক্তরূপে করা হয় নাই,—ইহা নিশ্চিত। কেহ উপযুক্তরূপে প্রার্থনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়, কেহ প্রার্থনা বা উপযুক্ত প্রার্থনা ব্যতীতই কখনও কিছু লাভ করে। কেহ উপযুক্ত প্রার্থনা না করিয়াই নিজের প্রার্থনাকে উপযুক্ত মনে করে, এবং তাহা পূরণ হইল না দেখিয়া প্রার্থনায় ফল হয় না—বোধ করে। এ সকলই বিধাতার নিয়ম। মোটের উপরে মনে রাখিও, যা কিছু ঘটিতেছে,

এ সকলই এক মহা-নিয়মের খেলা। এ সকলই সেই নিয়তির অধীন। অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই। সেই মহা-নিয়তির বিধানেই মানবগণ অভিমান-বশে নিজদিগকে স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং সেই মহা-নিয়তির নিয়মেই কখনও কোন মনুষ্যের অভিমান বিগলিত হইলে সে নিজকে অকর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে।

৺কাশীধাম। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

বৈরাগ্যের জন্য কেবল মুখে মুখে প্রার্থনা করিলেই কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। ঐকান্তিক চেষ্টা চাই। বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ-দিগের জীবন-চরিত আলোচনা ও অনুকরণের চেষ্টা করুন। ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে ত্যাগের মাহাত্ম্য পাঠ করুন এবং ত্যাগের উপকারিতা ও আসক্তির অপকারিতা চিন্তা করুন। কর্ম্ম-জীবনে যথা-সম্ভব ত্যাগের অনুষ্ঠান করিতে সচেষ্ট হউন। যেটির উপরে বেশী টান, সেইটিই পরিত্যাগের চেষ্টা (ক্লেশকর হইলেও) করিতে হয়। জগতের সহিত নিজ-দেহের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে, তবে শান্তি মিলিবে। থাপ্-ছাড়া ত্যাগে হইবে না। 'এই পাঁচটি জিনিষ ধরিয়া রাখিব, এই পাঁচ জনের মন সন্তুষ্ট করিব, আর বাকী সমুদয় ত্যাগের চেষ্টা করা যাউক্'—এ ভাবে হয় না। "সকলই ত্যাগ করিব, যা হয় হউক্।" ত্যাগের আবার চেষ্টা কি? 'ত্যাগের চেষ্টা'—এই 'চেষ্টা' কথাটার মধ্যেই যত দুর্ব্বলতা! ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। 'এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিলাম'—ইহারই নাম ত্যাগ। 'কাল হইতে ত্যাগ করিব', 'এই বারের পর হইতে ত্যাগ করিব', 'প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া ত্যাগ করিব', 'আস্তে আস্তে ত্যাগ করিব', 'অমুকে এইটুকু সাহায্য করিয়া দিলেই ত্যাগ করিব'—এই সকল কথা প্রকৃত ত্যাগীর,

প্রকৃত সাধকের, প্রকৃত বীর-পুরুষের নহে। প্রকৃত ত্যাগীর কাছে বিবেচনা নাই। 'ভগবান-লাভই উদ্দেশ্য। ভগবান-লাভের চেষ্টাই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমুদয় ত্যাগ করা প্রয়োজন। অতএব এই মুহূর্ত্তেই আমি সমুদয় ত্যাগ করিলাম।'— ইহাই সাধকের কথা। এই আদর্শ যদি গ্রহণ করিতে না পারেন, যথাসম্ভব ইহার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন। আর এই আদর্শে পহুঁছাইবার শক্তির জন্য মায়ের কাছে কাঁদিতে থাকুন। পূর্ণ-ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কখনও সে কান্না থামে না। যখনই মনে বাসনা জাগে, যখনই মন চঞ্চল হয়, তখনই যেন মায়ের অঞ্চল টানিয়া বৈরাগ্যের জন্য আব্‌দার করিতে থাকেন। যখনই সম্ভব, ত্যাগের জন্য প্রার্থনা করুন। দিন-রাত এই প্রার্থনা চলুক্। আর অপর দিকে হৃদয়টাকেও একটু সবল করিতে চেষ্টা করুন। এত লোক পারে, এত লোক পারিয়াছে, আর আপনি পারিবেন না কেন? কত ছেলে-পিলে যা' অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিল, তা' ত্যাগ করিতে আপনি অসমর্থ হইবেন কেন? নিজের বল-বীর্য্য একটু জাগিতে দিন্। আর যদি বল-বীর্য্য না থাকে মনে করেন, ষোল-আনা প্রাণ দিয়া মায়ের কোলের ছেলে হইয়া থাকুন।

৺কাশীধামে যেরূপ মন ছিল তা' ওখানে নাই, লিখিয়াছেন। হয়ত ৺কাশীধামের স্থান-মাহাত্ম্য। Local valueএর উপর নির্ভর না করিয়া intrinsic value বাড়াইবার জন্য যত্ন করুন।

৺কাশীধাম।

২৯শে মাঘ, ১৩২৫

* * *



*   *   *

Received your letter. I have considered your present ailments and my imagination has tried to follow their future career, likely to be different under different conditions. I have also thought of your temperaments and requirements. And in consequence of all these, I am inclined to think that you will do well to return to the Sunny South as soon as practicable. We may be resolutely willing to tenaciously adhere to a particular path to the goal and fondly trying to shut the one door of hindrance that lies open before us; but the Divine Mother, in her Loving Wisdom, may and sometimes does, throw open many other larger doors of obstacles, only to humble down the naughtiest ego that may still linger in us and thus take us to Her Peaceful Presence much sooner than we, with our boasted Logic, could expect or imagine! So bow down in loving veneration

before Her Mighty Will and try to be content by taking refuge in Her. Wherever may we be placed, how-so-ever may we fare, let us never forget the high truth that whatever She does, is done for our benefit and that nothing better may be done for us. Let us always remember that She is all Love, all Wisdom and that She is always with us and mindful of us. She is powerful enough to bestow Her grace on a house-holder, as well as on a wanderer, in the Sunny South as well as in the Snowy North, and amidst the bustle of a busy city as well as in the stillness of a lonely forest.

Calcutta.
16-1-'17.

* * *



নারায়ণেষু।

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার যে ছেলেদের মত বৈরাগ্য জাগিতেছে না, তাহার কারণ কি অনুসন্ধান করিয়াছেন? ছেলেদের হইতে আপনার পার্থক্য কোথায়, তাহা যদি বিচার না করেন এবং তদনুযায়ী যদি জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করেন, তবে সে আক্ষেপের মূল্যই বা কত আর প্রয়োজনই বা কি? 'ধর্ম্ম first ; every thing else afterwards, if necessary and possible'—এই principleই ছেলেরা সরল ভাবে যথাসাধ্য ধরিয়া থাকিতে চায়। এরূপ না করিয়া যদি 'সংসার first and ধর্ম্ম next'—এই মূল-মন্ত্রের অনুসরণ করেন, তবে বাস্তবিক-ধর্ম্ম-লাভ সুকঠিন। আত্মীয়দের অনিচ্ছা, পিতৃদেবের তিরস্কার এবং অভিশাপ, সাংসারিক অসচ্ছলতা—এ সকলের কোন কারণই জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে * * * ধর্ম্মার্থ বিদেশ-গমনের প্রতিবন্ধকতা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাদের সহিত আপনার ইচ্ছা এবং প্রকৃতির তুলনা করুন। 'মা, খুড়া, স্ত্রী ও ভাইকে সন্তুষ্ট করিব, তার পর সম্ভব হইলে ধর্ম্মার্জ্জনের চেষ্টা করিব;'—এরূপ মতি যদি উহাদের হইত, তাহা হইলে আজ * * * বন-গমনের পরিবর্ত্তে অনেক বুদ্ধিমান লোকের মত সংসার-সেবায়ই নিরত দেখিতাম। অর্থ এবং শরীরের প্রতি যদি শ্রীমানদের যথেষ্ট টান

থাকিত, যশ-মান রক্ষার জন্য যদি তাহাদের চেষ্টা ও প্রয়োজন-বোধ থাকিত, সমাজের মন-রক্ষা যদি তাহারা কর্ত্তব্য মনে করিত, তবে তাহারাও good boyএর মত সংসার-ধর্ম্ম লইয়াই চিরকাল কাল-কর্ত্তন করিতে পারিত। 'ধর্ম্মলাভই প্রয়োজন এবং একমাত্র প্রয়োজন'—ইহা তাহারা মনে করে এবং তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করে। ইহাই ধর্ম্ম-পরায়ণ লোকের লক্ষণ। সকল দিক্ রক্ষা করিতে গেলে কোন দিক্ই রক্ষা করা যায় না; কেবল হা-হুতাশই সার হয়। দশ জনের মন রাখিবার প্রয়োজন যাহার, ভগবানে মন রাখিবার অবসর তাহার কোথায়, আর যোগ্যতাই বা কি? বেশী লিখিয়া লাভ কি? না বুঝেন কি? বুঝা অনুসারে কাজ করা হয় না,—এইটুকুই গোলমাল। পরশ্ব * * * গিয়াছে, কাল * * * গিয়াছে, ইহাতে আজ মনে একটু চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়াছে। আচ্ছা, কাল যদি * * * যায়, তবে কিরূপ মনে হইবে, এবং কিরূপ মনে হওয়া উচিত, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। যে আপনি মৃত্যু-গ্রস্ত হইয়া এখনই পরলোকগমন করিতে পারেন, সেই আপনি স্বেচ্ছায় বন-গমন করিতে অসমর্থ! আপনার যে আত্মীয় এখনই মৃত্যুর কবলে পড়িয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই আত্মীয়কে জীবিতাবস্থায় আপনি পরিত্যাগ করিতে অক্ষম! যে সংসার আপনার মৃত্যুর পরেও চলিতে পারে, সে সংসারের ভার স্বেচ্ছায় ঘাড় হইতে নামাইতে আপনি নারাজ! যে শরীর মৃত্যুর পর কোনই কাম-চেষ্টা করিবে না, সেই শরীর, জীবিতাবস্থায়, কাম-

বেগ ধারণ করিতে পারে না! ধর্ম্মলাভ হইতেছে না—এই আক্ষেপে যে আপনি প্রাণ-ত্যাগেও প্রস্তুত শুনিতে পাই, সে আপনি জীবিত থাকিয়াই বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যশ-মানের মায়া কাটাইতে পারেন না! এ সকলই বিচিত্র লীলা! ভাবিতে হয়,—'আমার কর্ত্তব্য কি?' বুঝিতে হয়,—'কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য করণের ফলাফল কি?' চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া কর্ত্তব্যের সংস্কার জাগাইতে হয়, বদ্ধ-মূল করিতে হয় এবং তদনুযায়ী চলিবার চেষ্টা করিতে হয়। তীব্র ইচ্ছার বেগ রোধ করিতে পারে, এমন ঐরাবত এ জগতে নাই। ধর্ম্ম-লাভের জন্য যে নিজের সমুদয় শক্তি (তা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) নিয়োজিত করে, ঐশী শক্তি বরাভয় হস্তে নিশ্চয়ই তাহার পশ্চাদ্-গমন করিবে। চেষ্টা না করিয়া কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস, কেবল আহা-উহুতে ফল কি? শ্রীমানদের অপেক্ষা কি আপনার বুদ্ধি কম, না সাধনার সুযোগ কম? আমার তো মনে হয় কমের মধ্যে কেবল একটী;—ইচ্ছা—সরল ইচ্ছা। ইচ্ছা হইলে পথের অভাব হয় না। আপনি হয়ত বলিবেন,—'আমি তো ধর্ম্মলাভ করিতে চাই-ই, কিন্তু আত্মীয়-গণ যে অসম্মত!' এ কথা সম্পূর্ণই অসার। আত্মীয়গণের সমুদয় আব্দারই কি, যে কোন প্রকারে হউক্, রক্ষা করিতেই হইবে? আপনার জীবন কি সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের পায়ে চির-বিক্রীত করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের অনভিমতে ধর্ম্ম-লাভের চেষ্টাটুকুই বা কেন আর আপনার ধর্ম্ম-বাসনার গভীরতাই বা কতটুকু?

বেদ-বাণী

বন্ধুর্বন্ধনম্—বধ্যতে অস্মিন্ ইতি। বন্ধুই বন্ধন। বন্ধন ও মুক্তি একত্র ভোগ করা যায় না। যতই বন্ধুগণের মন রক্ষার চেষ্টা করিবেন, বিচার-সঙ্গত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, ততই দুর্ব্বলতা বাড়িবে। যে দ্রব্যে টান আছে, তার চিন্তা যত বেশী করিবেন, ততই ঐ টান বাড়িবে। আর ঐ দ্রব্যের চিন্তা যতই কম করিবেন, ততই ঐ টান কমিবে।

ভাব দ্বারাই মানুষ গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ভাবের পরিবর্ত্তনে আজকার দেবতা কাল অসুর হয় এবং আজকার অসুর কাল দেবতা হয়। ভাবের পরিবর্ত্তনে একটী পোকা অত্যল্প কালের মধ্যেই অপর পোকায় পরিণত হয়। যেমন ভাব, তেমন লাভ। যদি পুরাতন মন্দ ভাবগুলিকে বর্জ্জন করিয়া নূতন সদ্ভাবগুলিকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তবেই জীবন উন্নত হইবে। চেষ্টা করিতে করিতেই চেষ্টা ফলবতী হয়। এ জন্য চাই কেবল মনের দৃঢ়তা ; আর কিছু চাই না। প্রতিজ্ঞার বল ও অধ্যবসায় চাই। প্রথম একটু কষ্ট হয়। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই কষ্ট কমিবে। শেষে, আজকার যাহা সুখকর তা-ই দুঃখকর, আজকার যাহা দুঃখকর তাহাই সুখকর হইয়া যাইবে। ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে থাকুন। আর কিছু পারুন আর না-ই পারুন, কায়ক্লেশ-সাধ্য তপস্যাদি বেশী সম্ভব না হইলেও, চিরকর্ম্মী মনের সাহায্যে সদ্ভাব-গুলিকে পুষ্ট করিতে সচেষ্ট হউন। ভাব শুদ্ধ হইলেই সকল ঠিক হইয়া যাইবে। শিবমস্তু। ইতি।

৺বৃন্দাবন ধাম।



নারায়ণেষু।

'আজ-কাল তোমার নিকটে আর পত্র লিখিবার আবশ্যক নাই'—এ কথা তোমাকে জানাইয়াছিলাম, তথাপি তুমি পুনরায় পত্র পাইবার আশা করিয়াছ। শত শত লোকের নিকট সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং রাশি রাশি সদ্-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কেহ কেহ তাহাদের চিত্ত ও অভিমানকে ভার-গ্রস্তই করে, কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম-জীবন ঐ শ্রুত এবং অধীত বিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। উপাধানে শির বিন্যস্ত করিয়া, বিচার-বিহীন ভাব-প্রবণ হৃদয় লইয়া, কল্পনা-কুশল সূক্ষ্ম-শরীরের সাহায্যে অনেক লোকে নিরালম্ব সৌধ-মালার রচনা করে, কিন্তু স্থূল শরীরের বাস্তব-তুলিকায় তাহা কদাপি চিত্রিত হয় না। বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে অনেকেই অনেক 'বাহবা' উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু যখন 'হাতে-কলমে' কাজ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের অনেককেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তোমার যৌবনের ঊষা-কালে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যেন তোমার জীবনের ব্যবহার ঐরূপ না হয়। ঐ সকল লোককে মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু তোমাকে উন্নততর হইতে বলিতেছি। উপায়কে উদ্দেশ্যের স্থানে বসাইও না। পড়া ও শুনা জীবন প্রস্তুত করিবার জন্য। জীবন-গঠনের চেষ্টা না করিয়া কেবল পড়া ও

কেবল শুনাতে সমগ্র সময় অতিবাহিত করা কি ভাল? বেশী পড়িবার ও বেশী শুনিবার নেশা পরিত্যাগ কর। ভাব ছাড়িয়া কাজে লাগ, কথা ছাড়িয়া কর্ম্মী হও। যারা বেশী বলে ও বেশী শোনে, তারা বেশী কাজ করে না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—"A barking dog seldom bites." তুমি barking dog না হইয়া biting dog হও। যারা প্রকৃত কর্ম্মী, তারা বেশী কথা ভালবাসে না। তারা আরাম চায় না, খাটিতে ডরায় না। তারা বলে,—"মহাশয়! আমার কি প্রয়োজন, বলিয়া দিন।" কথাটি শুনিয়া, বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া, তারা কাজে লাগিয়া যায়। কাজ শেষ করিয়া আবার আসিয়া বলে,—"মহাশয়! সে দিন এই কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে এই এই কাজ এই ভাবে করিয়াছি। আমার দোষ সংশোধন করিয়া দিন এবং এখন আর কি করিব বলুন।" ইহারা জানে যে সময় কম কিন্তু কাজ অনেক। তাই, তাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলে না এবং শুনিতেও চায় না। তাই তোমাকেও বলিতেছি, কথা ছাড়িয়া কাজে লাগ। যে মুহূর্ত্তে কোন সৎ কর্ম্ম করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি প্রকৃত জীবিত; যে সময় বৃথা ব্যয়িত করিবে, সে সময়ে তুমি নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেও কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় মৃত। দেখিও, জীবন-নাট্যে, দ্বিজেন বাবুর নন্দলালের মত, হাস্যাস্পদ অঙ্কের অভিনয় যেন করিও না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে তোমাকে কর্ম্ম-যোগের কথাই বলা হইয়াছিল। সেই কথারই পুনরুল্লেখ করিয়া আজ এই পত্র শেষ করিব।

সেবা, উপাসনা, পড়া-শুনা এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি নিষ্কাম-ভাবে—ভগবৎ-প্রীতির জন্য, প্রেমের সহিত, পরিপাটীরূপে সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলিতে সময়-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে হইবে। নিয়ম-নিষ্ঠা ব্যতীত সংযম হয় না, সংযম ব্যতীত মনের চঞ্চলতা এবং অপবিত্রতা দূর হয় না। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে নিয়ম-নিষ্ঠ হইবে। পড়া-শুনায়, আহার-নিদ্রায়, বেশ-ভূষায় সর্ব্বদাই নিয়মকে সযত্নে রক্ষা করিবে এবং নিয়ম-নিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হইলে ক্ষতি সহ্য করিতেও প্রস্তুত থাকিবে। তোমার ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদাই সুশৃঙ্খলার সহিত যথা-স্থানে রাখিবে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কিন্তু বিলাসিতা বাড়াইতে হইবে না। শিষ্টাচারের মর্য্যাদা সর্ব্বদাই রক্ষা করিবে এবং কোন ক্রমেই অন্যায় কার্য্য করিবে না। 'আলস্য মহাপাপ'—ইহা মনে রাখিও এবং স্বার্থ-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়া পরার্থ ও পরমার্থ কার্য্যে নিরত থাকিতে চেষ্টা করিও। ধনের সার্থকতা দানে, শরীরের সার্থকতা পুণ্যে এবং মনের সার্থকতা সচ্চিন্তায়—ইহা মনে রাখিও। যখনই নিজের দুর্ব্বলতা বোধ কর, তখনই ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিও এবং ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস রাখিও। তিনি তোমার নিকটেই আছেন এবং তোমার কথা শুনিতে-ছেন—ইহা ভুলিও না। এই ভাবে চলিতে চেষ্টা কর। কাঁদিতে কাঁদিতে সংসারে আসিয়াছ; যত্ন কর,—যাহাতে হাসিতে হাসিতে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পার। আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

৺কাশীধাম।

* * *

ওঁ

নিরাপৎসু।

চাল-ডাল সংগ্রহ না করিলে যেমন রান্না করা যায় না, তেমনি শরীর ঠিক না থাকিলে যে সাধন-ভজনও হইবে না! সাধন-ভজনের ইচ্ছা ও চেষ্টা যত দিন থাকে, তত দিন পর্য্যন্ত শরীর-রক্ষাকেও সাধনের অঙ্গ মনে করিতে হয়। শরীর ভাল করিয়া লইতে পারিলে, পরে যখন শরীরের প্রতি আর মন যাইবে না, তখনও নানা কারণে শরীর কিছু খারাপ হইতে থাকিলেও সাধনের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। সত্য বটে, ভগবানে নির্ভর করিলে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা স্বাস্থ্য ও মুক্তি উভয়ই দিতে পারেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, নির্ভরতার একটী প্রধান অঙ্গ—ধৈর্য্য। 'অহং'কে দূর না করিলে নির্ভরতা হয় না; আর নির্ভরতা আসিলে, সাধনও থাকে না—সাধনের ফল-প্রাপ্তি শীঘ্র হউক্ কি বিলম্বে হউক্ তৎপ্রতি দৃষ্টিও থাকে না। নির্ভরশীল মনে করে,—"শরীর, মন, প্রাণ সকলই ত তাঁর; সাধনের সামর্থ্য আমার নাই—তাঁহাকে পাইবার কোন দাবীই আমার নাই; একমাত্র আশা—তাঁর অহৈতুকী কৃপা; তা তিনি যখন ইচ্ছা তখনই প্রদান করিবেন। তাঁর প্রতিই সমস্ত ভার। আমার ভাল, মন্দ—সকলই তাঁর হাতে। যখন তাঁর খুসী, তখনই তিনি কৃপা করিবেন। তিনি মঙ্গলময় বিধাতা—তিনি অমঙ্গল করিবেন না—তিনি অমঙ্গল করিতে

পারেন না; যাহা করেন সকলই আমার ভালর জন্য। তিনি শিব, শুভ, শঙ্কর, বিষ্ণু; তিনি পতিত-পাবন, দীন-বন্ধু, অধম-তারণ;—তিনিই আমার সম্বল, তিনিই আশ্রয়, তিনিই গতি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্। হে ভগবন্! হে প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্। এই কর—যেন একটী ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কামনা লইয়াও তোমার ইচ্ছা-পূরণের পথে না দাঁড়াই! তোমার জয় হউক্! তোমার ইচ্ছার জয় হউক্!"

আর এক রকম আছে। যেমন মায়ের কাছে ছোট শিশু দাবী করে, তেমনই তাঁর কাছে—তাঁকে প্রাণে প্রাণে 'আপনার জন' মনে করিয়া—রামপ্রসাদের মত, পরমহংসদেবের মত, আব্দার করিয়া তাঁকে মন খুলিয়া সর্ব্বদা সকল বলা ও অভীপ্সিত বস্তু প্রার্থনা করা। এ ভাবে সকলই বলা চলে। নিজে কিছু নিজের জন্য করিতে হয় না; কারণ, এ অবস্থায় বিশ্বাস থাকে,—'আমি কোলের ছেলে; কান্নাই আমার সম্বল। আমার যা প্রয়োজন, আকাশের চাঁদ, দর্পণের প্রতিবিম্ব, স্তনের দুধ—যখনই যা দরকার সকলই মায়ের কাছে চাইতে হইবে এবং মা তা দিবেনই। দিতে বাধ্য। আর না দিলে ছাড়িবই বা কেন?' এই প্রকার লোকের সন্তানত্বের, আশ্রিতত্বের 'অহং' থাকে, এবং সেই 'অহং'এর গুণেই নিস্তার পায়। এই অহং মানে বিশ্বাস ও সরলতা। কেবল মুখে বলিলে হয় না। তবে বলিতে বলিতে বিশ্বাস আসিতে পারে।

অন্যান্য সাধকদিগকে—তারা 'অহং'-বিশিষ্ট সাধক—শরীর-মন

ঠিক রাখিয়া, সাধনার বিঘ্নাদি দূর করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়; এবং যে ব্যক্তি নিজের স্থৈর্য্য-গুণে অধিকতর বিঘ্ন-প্রশমন করিতে পারে, সে-ই অধিকতর উন্নত হইতে সমর্থ হয়। Life is a series of struggles and only the fittest will survive.

লছ্‌মন্‌-ঝোলা।
২৫।৯।'১৩

* * *



* * * * *

Then about your conviction. Doubt is a sin; nay, it is almost like a curse, especially in the Spiritual World. You must have the fullest faith in your own experience; and when it agrees, as it does, with the Vedantic doctrine, your mind should not be allowed to be shaken by anything, said or written by any body, whosoever may he be. Your realisations, supported by the Vedas and the Upanishads, ought to act as fire, continuing, with ever-increasing force, to burn the accumulated *Samskaras* of so many lives. I ask you again and again to have the fullest *Sraddha* in what you learn in Super-conscious periods.

So long as a man remains impure,—within the chains of *Maya*, he appears to notice the *many-ness*. So long as a man is attached to his body, forms appear to be true to him. But the more

he becomes pure, the more he gets rid of the body-idea, the more he doubts the reality of the forms as they appear. And when his mind becomes absolutely pure, there is only *one-ness.*

*   *   *   *   *

Swargashram.

The 18th February, '20.   *   *   *



নারায়ণেষু।

একটা Guiding Principle ঠিক করিয়া তাহার আলোকে যদি সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা কর, তবে সুবিধা হইতে পারে। দুই নৌকায় পা' দেওয়া ভাল নয়। 'হরিও বলি, কাছাও খুলি'—ইহা সাধকের উপযুক্ত নয়। কোন সময়ে মহা-নিয়তির উপর নির্ভর করি, আবার কোন সময়ে পুরুষকার অবলম্বন করি;—ইহাতে কোন ভাবই সহজে বদ্ধ-মূল হইতে পারে না। একটা ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সেটীকে সর্ব্বদা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এ চেষ্টা করা কঠিন,—তা জানি, এবং কঠিন বলিয়াই সাধারণ লোকের অসাধ্য। কিন্তু কঠিনকে নরম করাই সাধকের কার্য্য। অন্যের পক্ষে যা' অসম্ভব, সাধকের পক্ষে তাহাই সুসম্ভব হইবে। কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করা সংসারীর পক্ষে অসাধ্য, সাধক সে-গুলিকে বমির মত হেলায় পরিত্যাগ করিবে। প্রথম প্রথম অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্ব প্রকার অসুবিধাকেই সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে অসুবিধা কমিয়া যাইবে। যদি এ পথে চলিতে কষ্ট বোধ কর, আরও এক পথ আছে। মধ্যে পাথর পুঁতিয়া যেমন দুই ভাই পৈতৃক বাড়ী বণ্টন করে, তেমনই দুই ভাগ করিয়া লও;—এই-টুকুর জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিব, আর এই-টুকুর

ভার আমার নিজের হাতে। অথবা এমনও চলে ঃ—ভগবানের হাতে সমুদয় জমীদারীর ভার দেওয়া সঙ্গত বোধ করিতেছ, কিন্তু পরিবারের আব্‌দারে তা পারিয়া উঠিতেছ না; সে ক্ষেত্রে কত-টুকু ভার ভগবানের উপর দাও এবং বাকী-টুকু নিজের হাতে লও। কিন্তু যখনই অবসর পাও, (পরিবারের অসাক্ষাতে) ভগবানকে বল, "ও গো! সমুদয় ভারই তোমার উপর দিতে হয়, কিন্তু তা পারিয়া উঠিতেছি না। অন্যায় হইলেও কর্তৃত্ব রক্ষা করিতেছি। তুমি আমার সহায় হও। তুমি জোর করিয়া সমুদয় ভার লও। আমার যা'তে ভাল হয়, তা' কর। এ দুর্ব্বল পর-বশ জীবকে কৃপা কর।" এ-তেও কাজ হইবে। সম্ভবতঃ এই পথটীই সুগম বোধ করিবে। যদি এটী ধর, তা'তে আমার আপত্তি নাই।

৺বৃন্দাবন ধাম।
৯।৪।'২০

* * *



* * *

Received your letter duly. Your present troubles, both physical and mental, instead of discouraging you, should rather act as an encouragement ; for, they generally come to a *sadhaka*, when he has made some definite progress in the spiritual culture. Strange as it may seem, there should be no doubt about it. You may ask, "As a *sadhaka* is moving towards the highest bliss, each step forward ought to add to his happiness and remove his misery to some extent ; why should we then have this miserable condition along with spiritual progress ? Does the Mother dislike our improvement and throw obstacles on our way only to check our advancement ? Does She not understand that we find it very difficult to cope with these disturbances ?" These and many other questions may arise in your mind ; but, I am sure, you yourself will be able to answer them all, if only you

will sit quiet for a time and think over the matter. The Mother knows what is good for you and She does what is good for you. She can never do anything that may harm you. Then again, the conditions that appear to you to be disagreeable are not truly bad, in as much as they help to develop your powers and lead you to perfection. Sometimes we may feel that we are doing well; but a good doctor, who knows that there are germs of diseases in us, kindly gives us medicines which draw out the hidden foes; and although thereby we may remain bed-ridden for some time, the doctor ought to be thanked; it is for our good, it is for the total and permanent purification of our system. So, have faith in the Mother and have faith in Her ways. She is all Love and all Wisdom. This garden of the world including you and me is Her own creation. She loves it and cannot allow any defect in it; and if you have any real necessity, the supply will not fail to come in time. You should not, therefore, give way to sorrow and despair. Remember the promise, "My *Bhakta*

(devotee) cannot perish." Is it thinkable at all that the Mother, after directing you to chant Her *mantram* for 3 months, would render you unable to reap the fruit of your labour ? Does it stand to reason that She, after entering you into the spiritual world, would take delight in tantalising you ? Be not ungrateful. Remember Her past gifts and give yourself up to Her. Her ways are unknown to us. It happens that at one moment we think that we are hopelessly lost for ever, but the very next moment we realise that we are saved for ever. So, instead of being anxious for the ailments, over which you have no control, you should engage your energy, as much as possible, in chanting the *mantram* and remembering the Mother. A stone thrown above cannot remain long in the skies ; and the difficulties that have overtaken you, cannot trouble you for a long time. Go on doing your work, and you will find that without any effort on your part, all the disturbances will gradually disappear. A washer-man will not put so much load on his ass, as would break its

back ; and I cannot make myself believe that these troubles are too much for your powers. Have faith in your strength, stand firm like a brave warrior and you will find ere-long that your powers are more than a match for the enemy. Do not run away, do not despair, do not have any gloomy view about your future. The future is bright, happy and peaceful. Cheer up your spirits and continue the fight with all your might. The Mother will surely crown you with success.

Sivam astu.

Benares City.

19. 5. '20.

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

* * * নিকট যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহার সকলটিই প্রত্যেকের জন্য নহে। 'সাধন-কালে একমাত্র উপদেষ্টাই সঙ্গী'—ইহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায়। আপনার পক্ষে অত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই মোটামুটি ২।১টী কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

উপদেষ্টা আপনাকে জানেন, আপনার সাধন জানেন; তিনি আপনার আধ্যাত্মিক হিত কামনা করেন। কাজেই, তাঁহা দ্বারা আপনার ক্ষতি হইতে পারে না। পরন্তু, তাঁহার সাহায্য সাধনের অন্ধকারময় পথে বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং তিনি যে উপযুক্ত সঙ্গী, তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

অন্যান্য লোকের মধ্যে দুই দল আছে। এক দলের সহিত সাংসারিক সম্পর্ক,—আত্মীয়-কুটুম্ব, শত্রু-মিত্র, সহকর্ম্মী, চাকর-মনিব প্রভৃতি। অপর দল আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ইচ্ছা করেন। প্রথম দলের লোক আপনার ধর্ম্ম চান্ না,—তাঁদের স্বার্থ চান্। তাঁরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, অনেক সময়েই আপনার সাধন-বিঘ্ন ও চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় দল কোন কোন সময়ে আপনার উৎসাহাদি বর্দ্ধন করিলেও অজ্ঞাতসারে আপনাকে গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেও পারেন। একে ত তাঁহারা আপনার সাধন-প্রণালী ও সাধন-পন্থা অবগত

নহেন; তার পর, সাধারণতঃ অভিমানী মানব নিজে যেটি ভাল বলিয়া মনে করে, সকলকেই সেইটি লওয়াইতে চায়। কাজেই, কেহ যদি যুক্তি-তর্ক দ্বারা কোন কার্য্য ভাল বলিয়া আপনাকে বুঝাইতে পারেন, তবে সেই কাজ করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইতেও পারে; কিন্তু, হয়ত, সে কর্ম্ম আপনার পক্ষে উপযুক্ত নহে। যুক্তি দ্বারা কিছু মীমাংসা হয় না। আজ যে আমাকে ঠকাইল, কাল সে অপরের কাছে ঠকিতে পারে। তার পর, কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেহ উন্নত হইয়াছে দেখিলে, দুর্ব্বল মানব অনেক সময়েই নিজের পথ পরিত্যাগ করিয়া ঐ পথ ধরিতে চায়। অনেকে এইরূপে সাধন-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়; কারণ সকল পথ সকলের জন্য নহে। আর এক কথা। আপনি কৃষ্ণ-ভক্ত; আমার কাছে শিবের গান ও মহিমা-কীর্ত্তন শুনিলে, শিবের মূর্ত্তি দেখিলে, তাহার ব্যাখ্যা শুনিলে, আপনার সাধন-কালে আপনার অনিচ্ছায়ও তাহা উপস্থিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও কথা আছে; এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

আপনি ভক্তির কথা লিখিয়াছেন। ভক্তি মানে কি? যে ভক্তিতে সাম্প্রদায়িকতা বর্দ্ধিত করে, যাহার শক্তিতে এখন চোখের জলে বক্ষ ভিজাইয়া পর-মুহূর্ত্তেই প্রবঞ্চনা ও বদ্‌মায়েসি করা যায়, যে ভক্তিতে এক মূর্ত্তিকে পূজা ও অন্য মূর্ত্তিকে বিদ্বেষ করা যায়, যে ভক্তি কেবল একটী মূর্ত্তিতে সীমাবদ্ধ, যাহাতে মন উদার, সরল ও বিশ্ব-প্রেমিক হয় না—এমন ভক্তি আমি চাই

না। আমি চাই সেই পরা ভক্তি—যাহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলিঙ্গন ও প্লাবিত করিয়া বিশ্ব-মাতার চরণ-কমল বিধৌত করিবে, যাহাতে হরি ও হর, কালী ও কৃষ্ণ সমান ভাবে পূজনীয় হইবেন, যাহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমি সকল মলিনতা, অপবিত্রতা, সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময় হইতে পারিব, যাহার কৃপায় আমি সকলের নিকটে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবের নিকটে ভগবান-জ্ঞানে প্রণত হইতে পারিব এবং যাহার বলে প্রত্যেক জড়-পরমাণু পর্য্যন্ত আমার সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ লইয়া হাসিবে, খেলিবে ও আনন্দ করিবে।

প্রথমে কর্ম্ম ও আনুষ্ঠানিক ভক্তি, তার পর জ্ঞান, তার পর পরা ভক্তি বা প্রেম। আমি প্রেম-গঙ্গায় সাঁতার কাটিতে চাই। আনুষ্ঠানিক ভক্তিতে বদ্ধ থাকিতে রাজী নহি। ক-খ কি বরাবরই পড়িতে হইবে? ছাদে উঠা চাই, সিঁড়িতে থাকিতে চাই না। যে মনে করে—'আমার অত দূর হবে না', সে চেষ্টাও করে না, তার হয়ও না। আর যে মনে করে—'কেন আমার হবে না!', সে চেষ্টা করে এবং ভগবানের সাহায্য পায়। পূজনীয় * * * কাছে শুনিবেন,—পূজ্যপাদ জগদীশ-দাস বাবাজী ৬০ বৎসর বয়সে সাধন আরম্ভ করিয়াও সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। কুম্ভ-মেলা দেখিয়া আসুন না; খুঁজিলে জানিতে পারিবেন—কত লোক বৃদ্ধ-কালে গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন। আপনাকে গৃহ-ত্যাগ করিতে মোটেই বলিতেছি না। আপনি অসমর্থ,—এ কথা ভাবিতে নিষেধ করিতেছি মাত্র। ভগবান কি সর্ব্বশক্তিমান নহেন? 'পঙ্গুং

লঙ্ঘয়তে গিরিম্'—এ কি কেবল কথার কথা মাত্র? তাঁর কি আপনাকে কৃপা করিবার শক্তি নাই? যে এমন বলে, তেমন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস আপনার জন্য না হইতে পারে। আপনার জন্য শব-সাধন ব্যবস্থা। শব-সাধনায় শবের উপর বসিয়া সাধন করে। শব যখন হা করে, তখন উত্তর-সাধক খাবার দেয়। না দিলেই বিঘ্ন। আপনার শরীরটাও একটা শবমাত্র। এমন ব্যবস্থা করুন:—নিরিবিলিতে থাকিবেন; একজন লোক উত্তর-সাধকের মত খাদ্য ও ঔষধাদি জোগাইবেন; আর আপনি যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত থাকিয়া মা'র নাম করিবেন। সময় অল্প, কাজ অনেক। যদি সাধনের ইচ্ছাই হইয়া থাকে, জোর করিয়া আরম্ভ করুন।

পেন্‌সনের কত দেরী? বয়স ত অনেক হইয়াছে! মহিষের গল-ঘণ্টা কি মনে পড়ে না? কবে কি হবে, কে জানে? সময় নষ্ট করিতে নাই। মন কাজে বসে না লিখিয়াছেন, নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা ও বিচার করিয়াছেন কি? প্রার্থনার বলে না হয়, এমন কিছুই নাই। কাজ না করিয়া প্রশ্ন করার অধিকার নাই। পারেন ত একটু তীর্থ-ভ্রমণ করুন। যত বেশী সময় পারেন, নাম করিবেন। আজ ইতি।

কর্ণবাস। * * *



নারায়ণেষু।

পত্র পাইলাম। লিখিয়াছ যে আমার উপরে 'সম্পূর্ণ নির্ভর' করিয়াছ। এ কথাটি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছি না। সম্পূর্ণ তো দূরের কথা, অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেও যদি পারিতে, তবে কি এ চাঞ্চল্য থাকিত? যদি নির্ভরই করিয়াছ, তবে বাসনার উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গী কেন? 'গৃহী থাকিব বা বনী হইব', 'আপনার কাছেই বাস করিব বা অমুক স্থানে থাকিতে হইবে', 'লেখা-পড়া করিব কিম্বা সমুদয় কর্ম্ম ত্যাগ করিব'—এ সকল সঙ্কল্প তোমাকে পরিচালিত করে কেন? যদি নির্ভরতাই থাকিত, তবে মনে হইত যে তোমার মঙ্গলের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন, আমিই তা' তখন তোমাকে বলিব; তোমার যখন যেখানে যে ভাবে থাকা উচিত, তখন সেখানে সে ভাবে থাকিতে আমিই তোমাকে বলিব। 'এই প্রকার জীবন যাপন করিবই', 'আপনার কাছে আমি থাকিবই'—এই প্রকার বাসনার বশে কার্য্য করিতে চাহিতেছ; তোমার বাসনানুরূপ কাজ যাহাতে আমি সমর্থন করি, তজ্জন্য অনুরোধ করিতেছ;—এ কোন্ দেশী নির্ভরতা? এক সময়ে এক জন সাধু তাঁহার কুটীর-নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। তৎ-কালে তিনি ভগবানে নির্ভরশীল হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, "তবে আর কুটীর-

নির্ম্মাণের প্রয়াস কেন? এই মুহূর্ত্তেই ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া থাকুন না কেন? প্রয়োজন হইলে ভগবানই কুটীরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।" সাধুটী বলিলেন, "তা' হবে না। আগে ঘরখানা তৈয়ারী করিয়া লই, আহারাদির সুবন্দোবস্ত করি, তার পর নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিব।" এ সাধুর ভয়—এখনই নির্ভরশীল হইলে, পাছে ঘরখানা না হয়, পাছে ভগবান আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া না দেন। "আগে বাসনানুযায়ী সমুদয় কর্ম্ম শেষ করিয়া লই; শেষে যখন আর ঠকিবার বা ক্ষতি-গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, তখন না হয় নির্ভর করা যাইবে; এবং আবশ্যক হইলে তজ্জন্য লম্বা লম্বা কথা বলাও চলিবে। নতুবা, যদি 'মনের মতনটী' না ঘটে! ভগবান কি করিবেন, বিশ্বাস কি?" তোমার নির্ভরতা কি অনেকটা এই শ্রেণীর নহে? যদি নির্ভরই করিতে চাও, তবে উপদিষ্ট কর্ম্ম শান্ত-মনে করিতে থাকিবে; কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য, তা' স্থির করিবার ভার নিজে লইবে না; নিজের শরীর ও মনের অবস্থা প্রয়োজনমত জানাইবে; যেখানে যে ভাবে থাকিবার উপদেশ পাইবে, সেখানে সে ভাবে থাকিয়া প্রশান্তচিত্তে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে যত্নবান হইবে। এ যদি না হয়, তবে যে নির্ভরতা—তার মূল্য অতি সামান্য। অনেকে পূর্ণ নির্ভরতার নামে ভয় পায়;—পাছে যেটী চাই না, সেটী ঘটিয়া উঠে! যার উপর নির্ভর করিতেছ, তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস নাই! তার বুদ্ধির উপর পূর্ণ আস্থা নাই! তোমার মঙ্গল তাঁহা

অপেক্ষা তুমি বেশী বোঝ! "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজই কলিকাতায় যাইব, যাত্রার দিন দেখিয়া দিন্।"—এ যেমন অনুরোধ, নির্ভরতার নামে তোমারও অনেকটা তদ্রূপ অনুরোধ!

যাক্, আর বেশী লিখিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। একে ত তোমার মন উদ্বেলিত হইয়াই আছে, তাহাতে এ পত্র তাহাকে আরও তরঙ্গায়িতই করিবে। এ কথাগুলি আজ তোমার কাছে তিক্ত লাগিবারই কথা। কিন্তু করিব কি? যদি নির্ভরতার পংক্তিটী না লিখিতে, তবে এ কথাগুলি ত লিখিতামই না, বোধ হয় এ পত্রখানা অন্য আকার ধারণ করিত। হয়ত, সে অন্য আকার কতক পরিমাণে তোমার প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থও হইত।

এ ত লিখিলাম তোমার নির্ভরতার কথা প্রসঙ্গে। তার পর, এ সম্বন্ধে আমার দুই-একটী কথা বক্তব্য আছে। কাহারও ভার-গ্রহণের সামর্থ্য আমার নাই। আমার উপর নির্ভর করিয়া কি হইবে? যদি নির্ভর করিতেই চাও, তবে সর্ব্ব-কল্যাণময়, সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্ব-জ্ঞানময় ভগবানের উপরই নির্ভর কর—সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর। এ যদি পার,—জীবন ধন্য হইবে, শান্তি-লাভ করিতে সমর্থ হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

৺কাশীধাম।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৬। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

* * * * *

কষ্ট-বোধ ও স্বাস্থ্য-হানি করিয়া উপবাস করিতে বলিতেছি না। সামান্য কষ্ট স্বীকার করা চলে। উপবাসের জন্য অসুবিধা বোধ হইলে, মনটা শরীর ও খাওয়ার মধ্যেই থাকে। তাতে ঈশ্বর-চিন্তা হয় না। অথচ, উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্যই ঈশ্বর-চিন্তা করা। ভগবৎ-সমীপে বাস করা—ভগবানে মন লাগাইয়া রাখার নামই উপবাস। অল্পাহারে বা অনাহারে উহার সহায়তা করে বলিয়া অল্পাহার বা অনাহার উপবাস-শব্দ-বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, আহার বন্ধ করিলেই উপবাস হয় না, ভগবচ্চিন্তা করিলেই উপবাস হয়। যেরূপ আহারের ব্যবস্থা করিলে ভগবচ্চিন্তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা হইতে পারে, আহারের সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবে। ঐরূপ আহারের সঙ্গে যথা-সম্ভব তপস্যা করিলেই উপবাসের ফল লাভ হইবে। * * *

প্রকৃত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নয়,—মনে। বাহ্যিক অনুষ্ঠান যত ক্ষণ ধর্ম্ম-লাভে মনের সাহায্য করে, তত ক্ষণই করণীয়।

শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব-দিনগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে। ঐ সব দিনের তপস্যায় কিছু বেশী ফল পাওয়া যায়। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতেও বেশী ফল। এ রকম আরও অনেক

তিথি ও পর্ব্ব আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকিবে—সকল দিনেই, সকল সময়েই সমান ভাবে ভগবচ্চিন্তা করিতে। তাহা এখনই তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; তবে এখন হইতে প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক সময়ে তাহার আয়োজন করিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল চেষ্টা করিতে হইবে।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তপস্যার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কি উত্তর দিব? প্রবল পুরুষকার সহায়ে বিঘ্ন দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। যার বিঘ্ন যত বেশী, তার পক্ষে তত বেশী চেষ্টা, তত বেশী উদ্যমের আবশ্যক। বিবেক-বৈরাগ্য বাড়াইবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করুন। পুরুষকার ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ হয় কোথায়? পুরুষকার বাড়াইবার জন্য, পুরুষকার প্রয়োগের জন্যও চেষ্টা করিতে হয়। চেষ্টা করিলে তার ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সংসারের সকল কর্ম্মের জন্য কত উৎসাহ, কত চেষ্টা, কত পুরুষকার (?) অবলম্বন করিতেছেন, আর এই তপস্যার বেলাই কেবল পুরুষকারের অভাব? পুরুষকার তো ভিতরে রহিয়াছে; যদি না থাকিত, তবে অন্য কর্ম্মের চেষ্টা আসে কোথা হইতে? অন্য কর্ম্মগুলির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করেন কি? তাই বলিতেছি, যে পুরুষকার ভিতরে আছে, তা একটু কষ্ট করিয়া তপস্যার দিকে লাগাইয়া দিন্। একটু জোর করিয়াই বৈরাগ্যের চেষ্টা করুন না? বিষয়-ত্যাগ ব্যতীত মনের জোর হয় না, আধ্যাত্মিক উন্নতিও প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনেক সময়ে মন না মানিলেও জোর করিয়া বিষয় ত্যাগ করিতে হয়। জোর করিয়া ত্যাগ করিবার কালে যে কষ্ট হয়, তা পরে আর থাকে না। অন্য দিকের মত এ দিকেও একটু

মনের জোর খাটান্‌। বালকদিগের অপেক্ষাও আপনার শক্তি কম, ইহা কি বিশ্বাস-যোগ্য? চেষ্টা করুন। প্রাণ-পণে চেষ্টা করুন। এখনও চেষ্টার সময় আছে। কত সুযোগ হারাইয়াছেন, আর যেন হারাইবেন না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। নিজের শত্রুতা নিজে করিবেন না। চিন্তা করুন। বিচার করুন। কাজে লাগুন। সংসারী লোকের কাছে বুদ্ধির প্রশংসা চাহিবেন না। যে বুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক পথে চলা যায়, যে বুদ্ধি দ্বারা ভগবান-লাভ করা যায়, সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি। অন্য বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র।

শিবমস্তু। ইতি।

জুন্‌গা।

সিমলা পাহাড়।

২৫।৬।'২১।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

বি-এ পাশ ত করিয়াছ। যদি বি-এ উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাও, তবে এত কাল যত বই পড়িয়াছ এবং যে-টুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছ, এখন তদপেক্ষা অনেক বেশী বই পড়িতে এবং অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। শিক্ষকতার কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাইতেছ। তোমার জ্ঞান এবং চরিত্র-বল যতই বাড়িবে, ততই সুন্দর ভাবে অধ্যাপনার পবিত্র কর্ত্তব্য তোমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। ছাত্র-জীবন সমাপ্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে যাইতেছ। দেখিও, এমন ভাবে চলিও, যেন বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগৎ তোমার পদ-চিহ্নের অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। অথবা, সে গর্ব্ব যদি তোমার না থাকে, এ-টুকু দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—যেন পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশের গৌরব তোমাদ্বারা নষ্ট না হয় এবং জগৎ কোনও প্রকারে তোমার কর্ম্ম ও ভাব দ্বারা ক্ষতি-গ্রস্ত না হয়। কাঁদিতে কাঁদিতে পৃথিবীতে আসিয়াছ; হাসিতে হাসিতে যেন এ স্থান ত্যাগ করিতে পার। কর্ম্ম অনেক, কিন্তু সময় অল্প। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, বিচার ও সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে।

*   *   *   *   *

উপযুক্ত দানই সঞ্চয়। কিন্তু দান কাহাকে বলে এবং উপযুক্ত দান কি, তাহা সর্ব্বদা মনে থাকে ত?

কৃপণতা কমাইবার পক্ষে দান যে একটী প্রশস্ত উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে আছে, দানরূপ সেতু দ্বারা অদানের নদী পার হইতে হয়। শান্তি-ধামে যাইবার পথে চারিটী নদী—চারিটী অন্তরায় বিদ্যমান। অদান তন্মধ্যে একটী।

পরিবার-প্রতিপালন প্রায় লোকেই করে। আত্মীয়-স্বজনকে অনেকেই টাকা দেয়। এ সব কিন্তু দান-শব্দ-বাচ্য নহে। এ সবও অদানের মধ্যে।

অন্যান্য অনেক সৎ-কর্ম্মের মত দানও সতর্কতার সহিত করিতে হয়। ঠিক ভাবে না হইলে ইহাতে নিজের ও অন্যের ক্ষতি হইতেও পারে। ক্ষতির কারণ হইতেও পারে বলিয়া কিন্তু দান বন্ধ করিতে বলি না। হাটিতে গেলে আছাড় খাইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া হাটা বন্ধ করা চলে না। দানও বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে। কৃপণতা যে ধর্ম্ম-পথের একটী ঘোরতর অন্তরায়, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়। মানুষ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল; যখনই সে হুঁসিয়ার না থাকে, তখনই পতনের আশঙ্কা!

* * * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

পত্র পাইলাম। * * * ঝগড়া করেন কেন? সহ্য করায় দোষ কি? সংসারে আমরা কত রকমের জানোয়ার রহিয়াছি,—পাপী ও পুণ্যবান, কৃপণ ও দাতা, অহঙ্কারী ও বিনয়ী, মূর্খ ও পণ্ডিত, নীচ ও উদার, দানব-মানব-দেবতা, জড় ও চেতন, আরও কত কি!—এই সকল-রকমের সন্তান লইয়া দিন-রাত, বার মাস, অনন্ত কাল যাবৎ বিশ্ব-জননী ধৈর্য্যের সহিত, চুপে চুপে, শান্তিতে সংসার—ঘর-কন্না করিতেছেন; আর আমরা—তাঁর উপযুক্ত সন্তানেরা পরস্পরের সহিত কেমন ব্যবহার করিতেছি!—আমাদের মূল্যবান ও সারবান মতের সহিত যার একটু অমিল হয়, সে ভাল কাজ করিলেও তার উপর আমাদের বিস্ফারিত নয়ন-দ্বয় অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে থাকে! আমরা যে অন্যায় করি,—নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া যে অন্যায় করি, তজ্জন্য এই হারে আমরা বিশ্ব-মাতার নিকট হইতে ব্যবহার পাইতে সাহস করি ত?

মা মঙ্গলময়ী যখন যা ঘটান, সকলই ভাল'র জন্য। যত দিন কীর্ত্তনে যোগ-দান করিতেই হইবে, তত দিন এইরূপ মনে করিয়া উহার মধ্যেই কেন মা'র প্রেম-হস্ত দেখিতে চেষ্টা করুন না, ও ধৈর্য্যের সহিত মনের সমতা-রক্ষায় মনোযোগী হউন না? 'মা

ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছেন; এ সকল বিঘ্নের মধ্যেও মাকে মনে রাখিতে পারি কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিতেছেন; যদি না পারি, তবে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন; এই বিঘ্নই যদি মাকে ভুলাইয়া দেয়, তবে মৃত্যু-যন্ত্রণা ত একেবারেই ভুলাইবে; তবে কি করিব?'—এরূপ ভাবিলে দোষ কি?

•

আচ্ছা, ভগবানকে ত চা'ন্; কিন্তু, রোগ-শোকে অনিচ্ছা, ব্যাঘ্রাদিতে ভয় ও আশঙ্কা, শত্রুতে বিদ্বেষ—এ সকল থাকিলে বিশ্ব-মূর্ত্তিকে, পূর্ণ-ব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? শ্রুতি বলেন—(১) ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্, (২) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

স্বর্গাশ্রম।
দশমী।

* * *

ওঁ

* * *

You have asked me in your letter to "min'ster to your mind diseased." * But supposing that I can supply you with a potent antidote, it is bound, I believe, to reach you too late. For, how long will a passing cloud hide the sun of a thousand rays ? And how long will a young man like yourself, possessed of patience and perseverance, gifted with reason and judgment and endowed with self-knowledge and self-control, remain spell-bound under a charm of the Magician's Wand ? Aye, it is only a Magician's Wand, only a Magic touch that has made you forget yourself. I remember to have told you a story : how a king opened a big

* কোন গৃহ-ত্যাগী সাধক যখন একান্ত-তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন এক-ক্রমে কয়েকদিন তিনি স্বপ্নে ও জাগরণে যেন দেখিতে পাইতেন,—তাঁহার স্নেহময় পিতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত এবং তাঁহার বিচ্ছেদে অতিমাত্র কাতর ; ইহাতে সাধকের কিঞ্চিৎ চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইলে তিনি তন্নিবারণের উপায় প্রার্থনা করিয়া বর্তমান পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Exhibition containing every thing that may attract and give pleasure to a human mind ; how he lay concealed within the Exhibition-boundaries and declared that his throne would be given to one who would find him out before night-fall ; how thousands of men entered the Exhibition-grounds but were allured by one or other of the contents and forgot their missions ; and then, how a young man, full of faith, reached the kingdom in the afternoon and became aware of the royal proclamation ; how he without losing a moment's time, secured a good horse, rode to the principal gate of the Exhibition and there forming a good idea of the king's person from his photograph, went in and was carefully searching for the king ; how he left the otherwise-charming places one after another, because the king could not be found there ; how he then arrived at a magician's place, saw the dead body of his venerable mother, was shocked at the sight and began to cry and roll on the ground in agony ; how he then remembered that it was a magician's place and that the

mother-form was only an illusion ; how then on he rode, gallopped the horse and soon he came to a forest, and undaunted and vigilant, passed through it and reached a beautiful garden ; how on and on he went till at-last a temple came in sight, he reached the door, pushed' it open and saw inside the king, seated on his throne ; how then all the motions of his body and mind ceased, and before he could come to his senses, he was within the fond embrace of the king whose throne became his. Verily, my dear, this story, unlike ordinary stories, is the story of all stories, the truth of all truths. It shows how we all are performing our life-journeys. And like that young man, you have been troubled by a magic-form, a form that is unreal. What a wonder it is that in the world that is naught, we are attached to, and become affected by, the shadows that are mere illusions ! Whatever object may, at any time, claim your notice, you get there *Asti* * + *Bhâti* † + *Prîti* ‡ + one *Nâma* § + one *Rûpa*. ¶ Now *asti*, *bhati* and

* অস্তি, † ভাতি, ‡ প্রীতি, § নাম, ¶ রূপ।

priti are the same for all things ; but what about the *namas* and *rupas* ? *Namas* are accidental and come from without. A rose could as well be named differently ; and different people give different names to it. Then you have seen, for instance, a tree wear different colours at different times of day. Not only this, the *rupas* are changing, while the things themselves are supposed to remain the same. Different persons see different *rupas* in one and the same thing. In fact, *rupa* does not belong to the object ; it comes from without. Whatever object you may see, you find therein one uniform *asti-bhati-priti* plus *nama-rupa* that does not belong to it. (As the letter is going to be too long, I must be very brief. I cannot give you here all the lines of arguments. * * *) And strange to say, an object is an object, only by virtue of the *nama-rupa* that is foreign to it. And if I take away this *nama-rupa* from an object, think what remains ! If we push our observations in this way, what would be the result ? There would shine one BRAHMAN,—one, uniform and

homogeneous ; and in this are supposed to be flying about names and forms,—many, changing and not attached to it. BRAHMAN being always and everywhere the same, the names and forms are bound to be illusory. BRAHMAN being everywhere present, BRAHMAN being unconnected with anything, where and how can such an "anything" exist at all ? What is then the value of the forms ? What right have they to claim our attention ? What distinction should you make between one form and another form, between good and bad, between happiness and misery ? What restlessness should be yours in consideration of the changing of changeful forms that are non-existent ? Let me, therefore, my dear, drive away all other thoughts by being always full of the thought of BRAHMAN : one existence, spotless and homogeneous, pure, motionless and unchanging. But supposing that the forms are real, we have no reason to roll in the mire. The creation of God will not harm us so much as the creation of our mind : The creation of I and not-I, mine and not-mine, good and bad, should and

should-not. We are not so much concerned, if at all, with outside forms as they are, as with their images, such as they are painted in our minds. The outside form may remain the same, different images of it are formed in different minds, causing different feelings. It is not any real and solid form of the actual world that is affecting you, but a mental form, an image of a form, only an imaginary creation of your own mind! And what is more, the mental image may not agree at all with the form. Your actual father may be sound in health, glorying in your renunciation; but you may see an exactly opposite image of him in a dream. Think then for a moment how much you should depend upon it, and how much you should be concerned with it. You have no knowledge how the real form is faring, but you are ascribing to the form the condition of the image without sufficient grounds. In this world of matter, mind is material and thoughts are no less so; and, as such, there is no bar against their assuming visible material forms and this they actually do. Such forms are more or

less vivid according to the depth of thought, and can come not only in dream but in waking state also. Let me tell you of Ramakrishna, not the Paramahamsa of Dakshineswar, but the adopted son of Rani Bhowani of Natore in North-Bengal. The son liked to perform '*Sab-Sadhan* by sitting on a dead body in a cremation ground in night-time; but his mother disliked it, and tried to dissuade him by advice, entreaty and fright; but all in vain. One night as he was chanting his *mantram*, some fearful forms, snakes, tigers and apparitions appeared to him in all their terrific nature; but he knew that they were unreal, and remained unshaken. At last, came the form of the Rani Bhowani, very angry and with sword in hand, as if to cut to pieces the *sadhaka* and his helper. The son forgot the nature of the form, took it to be real and was afraid. And no sooner did he give up his *mantram* through fear, than he was thrown at a great distance by a violent push. If he could remember that the form in question was illusory, he would have been blessed that very night! In

this case, too, nothing was done by the real mother ; but every thing, by her image in the son. Whence did it come ? It had its origin in his fear of the mother, lurking in his heart. As we go on performing *Tapas*, our impurities are gradually washed away ; and a time comes, when, 'just as a flame leaps up brilliantly before it dies out', the last trace of an impurity makes desperate attacks, takes up visible forms and tries to harass us. If we can neglect them and adhere to our work, they would soon go away for ever. This will go to explain how *Mar* came to Buddha and *Satan* to Jesus. Then let us take the worst view. Take for granted that the real form in question is really in distress, just as you have seen in the dream. Should it affect you ? Can you, by giving up your *Tapas*, prevent its sorrow and death ? And would you give up your present life to satisfy all the demands that it can make ? Through so many births, in so many lives, we have served the forms ; but with what results ? Our service could remove neither our own sorrow nor the sorrow of the forms

we served. On the other hand, each service has added a link to the chain. You may think that if you can meet the form, your anxiety will cease. No doubt your non-attachment may be established all the more strongly after such a meeting. But in many cases of this nature, it causes delay in reaching the goal; and to an earnest *sadhaka* delay is not less than death. So, be up and doing, and play the man. You need not be sorry that such a state has come to your mind. It comes to all. Even Jesus was a prey to a failing when he cried out, "Hast Thou, O Lord! forsaken me?" So you need not think lowly of yourself on this account. The present state should rather encourage you; for, it comes when it is about to disappear for ever. And though it may at times seem too much for you, remember that the washerman does not break the ass's back with too much load and that constant friction wears away the hardest stone. Let me here tell you in passing that every good feeling has its use within a certain limit. It is

better than some other feelings, but is worse than, and opposed to, the final state. A drunkard, who used to drink 5 Srs. of wine before, is now taking 2 Srs. every day. That is surely an improvement, but is far less than the best. Arjun of the Mahabharat had a kindly heart and his kindness stood in his way. He was harassed, became helpless and at last threw himself at the feet of the Lord. The Lord came to his rescue. That charioteer has, by His own will, taken over charge of your chariot too, and you have within you the heart and spirit of a Kshatriya. Hark within you the voice of the Lord :—

"Klaibyam masma gamah Partha, naitat twayyu-
papadyate,
Kshudram hridaya daurbalyam tyaktottishtha
Paramtapa !"
(Gita. ii. 3.)

Sivam astu.

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

আকাশকে বেষ্টন করা যেমন অসম্ভব, ভগবানকে না জানিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি করাও তেমনি অসম্ভব।

সাধনে আসক্তিই সাধককে সাধন-পথে এগিয়ে দেয়। সাধক যখন মুক্তির কাছাকাছি হয়, তখন মুক্তির ইচ্ছাও দূর হয়।

মহাপুরুষদিগকে বুঝিবার উপায় আছে বৈকি ;—তবে সে উপায়গুলি সর্ব্বদা সকলের কাছে যেন খোলা থাকে না !

* * * * *

প্রত্যেক কর্ম্মেই মত্ জিজ্ঞাসা করিবার দরকার কি ? তোমাদের ভিতরেই ত অন্তর্য্যামী রহিয়াছেন। 'দদামি বুদ্ধি-যোগং তম্'—এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য ত তোমাদের শরীরেই রক্ষিত ও প্রমাণিত হইবে। ভিতরের দিকে চাহিতে চেষ্টা কর ; বাহিরের চোখ ক্রমেই অধিকতর সংযত কর। যতই নিজকে ভিতরে টানিয়া রাখিতে পারিবে,—ততই উন্নতি, ততই শান্তি, ততই তৃপ্তি ; ততই জ্ঞান, ততই বিজ্ঞান, ততই আলোক ; ততই ভক্তি, ততই প্রেম, ততই দর্শন।

আজ এই পর্য্যন্ত। তোমাদের শরীর ও তপস্যার কুশল জানাইও। শিবমস্তু। ইতি।

* * *

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু ।

সাধনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সাধক কখনও দেখিতে পা'ন,—তাঁহার ইষ্ট-মূর্ত্তি হইতে অন্যান্য মূর্ত্তি বাহির হইয়া আবার তাহাতেই মিলাইয়া যাইতেছে ; কখনও দেখেন,—ইষ্ট-মূর্ত্তি হঠাৎ অন্য কোন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে মূর্ত্তি আবার অপর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল ; কখনও দেখেন,—ইষ্ট-মূর্ত্তি (এবং তৎসঙ্গে বা পৃথক্‌রূপে অন্য সময়ে অন্যান্য মূর্ত্তি) ক্রমে ক্রমে নিরাকারে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল ; কখনও বা দেখেন,—নিরাকার হইতে নানা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল ।

এই প্রকার দর্শন হইলে অবশ্যই এক মূর্ত্তি ও অন্য মূর্ত্তির ভেদ, সাকার ও নিরাকারের দ্বন্দ্ব চিরতরে ঘুচিয়া যায় । যত দিন পর্য্যন্ত সাধক এ অবস্থায় না পৌঁছায়, তত দিনই ইষ্ট-মূর্ত্তি ও অন্যান্য মূর্ত্তিতে একটু প্রভেদ তাহার মনে থাকিবেই । ইহাই ইষ্ট-নিষ্ঠা । ভক্ত-বীর হনুমান বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥"

প্রবর্ত্তকের পক্ষে ইষ্ট-নিষ্ঠা অতীব প্রয়োজন । চারা গাছে বেড়া দিতেই হইবে । ইষ্ট-নিষ্ঠা জন্মিবার পূর্ব্বে যার তার সঙ্গে মিশিলে, যে কোন সঙ্গীত বা পুস্তকে মনোনিবেশ করিলে সন্দেহ

আসিতে পারে। তাই ইষ্ট-দেবে আস্থা-স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য। এই আস্থা-স্থাপন বা ইষ্ট-নিষ্ঠার নিমিত্ত আপনার পক্ষে প্রয়োজন,—ইষ্টই ব্রহ্ম, ও তিনিই সাধকগণের হিতের জন্য অন্যান্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করা * * * এবং যুক্তি ও পুস্তকাদির সাহায্যে এই চিন্তাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করা; শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত ও শাস্ত্রাদি (দেবী-ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি) এবং শ্যামা-ভক্ত মহাপুরুষগণের জীবনী ও উপদেশাদির চর্চ্চা করা; মহাশক্তি জগজ্জননীর মহিমা এবং প্রেম চিন্তা, শ্রবণ ও আলোচনা করা; ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই তাঁহার অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি সাধনে অনুরক্ত হইয়া তৎ-সাহায্যে সকল সন্দেহ নিরাসের জন্য ঐকান্তিক যত্ন করা।

ফলতঃ, সাধন-সহায়ে উপলব্ধি ব্যতীত কেবল পরের মুখের কথা শুনিয়া সকল সন্দেহ নিঃশেষে বিদূরিত হয় না। 'এই মূর্ত্তিই একমাত্র আরাধ্য, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সকল'—এইরূপ চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া সাধন করিতে থাকুন, সন্দেহ আসিলেই এই সঙ্কল্প দ্বারা ও বিচার-বলে পুনরায় সন্দেহকে তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রকারে কিছু কাল সাধন করিলেই ইষ্ট-নিষ্ঠা দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা। তখন আর কোন গোলমাল থাকিবে না;—সকল মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে দেখিবেন, সকল নামই তাঁহার নাম বলিয়া মনে হইবে, সকল সাধককেই তাঁহার ভক্ত ও উপাসক বলিয়া ধারণা হইবে।

* * * *

৺কালী-পূজা এবং অন্যান্য সকল দেবতার পূজাই সাধকের

প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে অনেক মতে হইতে পারে। 'কারণ' ব্যবহার না করিলে যে কালী-পূজা হয় না,—এ কথা মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। পূজার ফল দান করিবে—ভক্তি, বাহ্যিক অনুষ্ঠান নহে। কারণই হউক আর যাহাই হউক, ভক্তি-পূর্ব্বক যাহা দিবেন, তা-ই ভগবানের গ্রহণীয়। ভগবান মন দেখেন, বাহিরের কর্ম্ম দ্বারা বিচার করেন না। অন্য দ্রব্য অপেক্ষা কারণকে তিনি অধিক ভালবাসেন না। সাধক নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বাহ্যিক নানা প্রকার উপচার দ্বারা পূজা করিয়া থাকে;—এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভক্তি-লাভ। ভক্তি যতই বাড়িতে থাকে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান ততই কমিতে থাকে। প্রকৃতি যতই উন্নত হইতে থাকে, অনুষ্ঠানও ততই পরিবর্ত্তিত হয়। পরে যখন হৃদয়ে ভক্তি-গঙ্গার বান আসে, তখন সেই স্রোতে সমুদয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান ভাসিয়া যায়। শাস্ত্র বলেন :—

বাহ্য-পূজা ... ... অধমাধম,
জপ ... ... অধম,
ধ্যান ... ... মধ্যম,
সর্ব্বত্র-ব্রহ্ম-দর্শন ... ... উত্তম।

এই চারিটী বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিশেষ। যে যেমন, তাহাকে গুরু তেমন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইয়া ক্রমে উন্নত করেন।

ভক্তিই প্রয়োজন—ভক্তিই লব্ধব্য। তাই সাধন-নিরত নারদকে তপস্যা ছাড়িয়া "জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের" নিকটে যাইয়া ভক্তি লাভ করিতে বলা হইয়াছিল।

আনন্দময়ীকে স্মরণ করিয়া ভাবের যে পবিত্র মত্ততা আসে—যাহাতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় দূর হইয়া সকল ভুল হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত নেশা। জগৎ-কারণ আনন্দময়ীই কারণ। বাজারের কারণ প্রয়োজন নাই।

স্বর্গাশ্রম। * * *

ওঁ

মা আমার! প্রেমময়ি মা আমার! করুণাময়ি মা আমার! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? তোমায় কেমন করিয়া ভাবিব মা? মাগো! তুমি নিজেই নিজকে প্রকাশিত করিয়া দাও মা! মোহান্ধকার দিব্যালোকে দূর কর মা!

মাগো! সৃষ্টি ও প্রলয়ের ত কত বিবরণই শুনিতেছি! কেহ বলেন, তুমি সগুণ হইয়া বিশ্ব-রচনা কর, আবার সংহারান্তে নির্গুণরূপে অবস্থিত হও। কাহারও মতে তুমি সদাই সগুণা; আবার কাহারও মতে তুমি সদাই নির্গুণা। তোমাকে কেহ সাকার, কেহ বা নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করেন। কাহারও কাছে তুমি ভীষণা, কাহারও কাছে জ্ঞানময়ী, আবার কাহারও কাছে তুমি প্রেমময়ী মহাশক্তি। আমি যে তোর অবোধ সন্তান, —এ সকল ত কিছুই বুঝিলাম না মা! যুক্তি শুনিতে শুনিতে যে মন গোলমেলে হইয়া গেল! মা! তুই এক এক মুখে এক এক কথা বাহির করিয়া রঙ্গ করিতেছিস্! আমি তোর ও রঙ্গ আর চাই না মা! আর আমায় ঘুরাস্ না মা! তুই ঠিক কথাটি আমায় বলিয়া দে মা! কি অদ্ভুত মা তুই! যতই দেখি, যতই ভাবি, অন্ত ত কিছুতেই পাইতেছি না মা! ক্রিয়া-জ্ঞান-ও-ইচ্ছাশক্তিরূপে—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ও-মহেশ্বররূপে—সৎ-চিৎ-ও-আনন্দভাবে অভিনয় করিতেছ! ব্রহ্মাণ্ড কি দুই-একটী? প্রতি মুহূর্ত্তে

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং অন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করিতেছ! পুরুষ-ও-প্রকৃতিরূপে, চৈতন্য-ও-জড়রূপে, শিব-ও-শক্তিরূপে, আত্মা-ও-কোশরূপে, স্রষ্টা-ও-সৃষ্টিরূপে সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হইতেছ! আত্মা—চৈতন্য—পুরুষরূপে "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"; আবার শরীররূপে—জড়রূপে—জগৎরূপে অনিত্য, সসীম, চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। শিবরূপে মা তুই ক্রিয়া-হীন, নির্গুণ; শক্তিরূপে মা কর্ম্মময়ী, সদাই সগুণা। মাগো! ইচ্ছামাত্র কত বিশ্ব রচনা করিতেছ, কত বিনাশ করিতেছ, আবার প্রত্যেক বিশ্বে কত রকমের খেলা অহরহঃ খেলিতেছ! সাপ হ'য়ে কাটিতেছ, আবার ওঝা হ'য়ে ঝাড়িতেছ! দুষ্টু সাজিয়া দুষ্টুমি করিতেছ, সাধু সাজিয়া সৎ কর্ম্ম করিতেছ, আবার মা! জননীরূপে সাধকের মায়া-মোচন করিতেছ! বিদ্যুৎ ও মাধ্যাকর্ষণ, বীর্য্য এবং দুর্ব্বলতা, দেশ এবং কাল, ঘৃণা এবং প্রেম, ভাল এবং মন্দ—নানা সাজে সাজিয়া কি বাজিই করিতেছ! কিন্তু কোন বাজিটীই বরাবর রাখিতেছ না! কি ভেল্কীদ্বারাই তাক্ লাগাইতেছ মা! এ ভেল্কী বাজি—সত্য-সত্যই ভেল্কী বাজি—সত্য কি মিথ্যা, বলিবার যো নাই! কচু পাতায় জলের মত তো-তে লাগিয়াও লাগিতেছে না। মনে হয়—তুই একাধারে সাকার ও নিরাকার, সর্ব্বদাই নির্গুণ ও সগুণ; তুই এক ও অনেক, একরূপী ও বহুরূপী; তোর অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত শক্তি; তোর সকলই অনন্ত,—প্রতি অণু-পরমাণুও অনন্ত!

মাগো! আমি সান্ত হইয়া কেমন করিয়া সে অনন্তের ধারণা

করিব না? সগুণ হইয়া কেমন করিয়া গুণাতীত ভাব চিন্তা করিব মা? আচ্ছা মা! রজ্জুর একটু অংশ পাইলেই ত সমগ্র দড়িটী পাওয়া যায়; এক বিন্দু জল জানিলেই ত সমগ্র জলের তত্ত্ব জানা যায়; তবে মা তোর কোন একটী ভাবের ধারণা হইলে, তোকে কোন একটু স্থানে দেখিতে পাইলে, তোকে কেন পাইব না মা? তাই বলি মা! মানুষের ভাব, মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের ভাষা লইয়া, যাহাতে তোমাকে দেখিতে ও বুঝিতে পারি, তাই কর মা! প্রেমাশ্রুদ্বারা তোমার চরণ-কমল বিধৌত করিয়া, তাহাতে প্রেমাঞ্জলি প্রদানে শান্তি-লাভ করিতে পারি—এমন কর মা! তোমার হাসি-মুখ দেখিব, তোমাকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিব, তোমার সঙ্গে কথা বলিব, আব্দার করিব, কোলে বসিব, তোমার কথা শুনিব—এমন প্রেমময়ী জননীরূপে আবির্ভূতা হও মা! ফাঁকি দিও না মা! মা গো! এমন এক রূপে তোমাকে দেখিতে চাই,—যাহা সান্ত হইয়াও অনন্তের বোধক হইবে, সাকার হইয়াও সাকার এবং নিরাকার, সগুণ হইয়াও সগুণ এবং নির্গুণ বুঝাইবে, যাহাতে তোমার ভীম ও কান্ত উভয় ভাবই বিদ্যমান থাকিবে, যাহা আমার প্রকৃতির অনুকূল হইবে, যাহাকে আমি 'তুমি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব এবং যাহা হইতেই আমি তোমাকে পাইতে সমর্থ হইব। মাগো! আমি অজ্ঞান বালক,—কল্পনা করিয়া ত তেমন মূর্ত্তি গড়িবার শক্তি নাই; তাই দয়া করিয়া মা আমায় দেখা দাও।

আর এক কথা মা! আমাকে ভয় দেখাস্‌নে মা! তোর

বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইয়াছিল, কালীরূপ দেখিয়া নরেন ভয় পাইয়াছিল, প্রাণের ভয় রাজা রামকৃষ্ণকে চরণ-কমল হইতে বঞ্চিত করিল! মাগো! আমি দুর্ব্বল বালক, আমাকে স্নেহময়ী-মাতৃ-ভাবে দেখা দে মা! আমাকে পবিত্র করিয়া প্রেম-নয়ন দিয়ে দে মা!

ওমা! এ তোর কেমন রূপ মা! তোর 'কালী' নাম কেন মা? মা মহাকারণরূপিণি নিরাধারে! প্রলয়কালে সকলই তো-তে লয়-প্রাপ্ত হয় বলিয়াই কি মা তোর 'কালী' নাম? তুই সর্ব্বময়ী বিশ্বোদরী বলিয়াই কি মা 'কালী' নাম ধারণ করিয়াছ? কাল রঙ্ কেন মা? তুই অরূপ বলিয়াই কি মা তো-কে সুনীল দেখিতেছি? তুই গুণময়ী, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী বলিয়াই কি মা তোর কালো রঙ্? অবিদ্যার চশ্‌মা পরিয়াছি বলিয়াই কি মা তোর দিব্য মূর্ত্তিকে কালো দেখিতেছি?—নইলে কালো রঙ্-এ জগৎ আলো করে কেন মা? মা গো! কাপড়ের অভাবেই কি মা দিগম্বরী সাজিয়াছ? ভাবাতীতা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী বলিয়াই কি মা বস্ত্রের অভাব মনে হইতেছে না? ভিতরে নির্গুণ, বাহিরে সগুণ—ইহা বুঝাইবার জন্যই কি শিবোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছ মা? গুণাতীতা বলিয়াই কি ষোড়শী বালিকা মূর্ত্তিতে আসিয়াছ? মাগো! সৃষ্টির মধ্যে বিনাশের বীজ এবং বিনাশের মধ্যে সৃষ্টির বীজ রাখিয়াছ; সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই ব্রহ্মাণ্ডে তোর প্রলয়ের নর্ত্তন চলিয়াছে;—তাই কি মা বিশ্বময়ী তুই শ্মশান-রঙ্গিনী? অথবা,

প্রেমিকের বাসনাশূন্য-শ্মশানোপম-হৃদয়মন্দির তোর প্রিয়-নিকেতন বলিয়াই কি মা তুই শ্মশানবাসিনী? সর্ব্ব-ত্যাগী যোগিনী, সন্ন্যাসিনী বলিয়াই কি মা তুই মুক্তকেশী,—না, সর্ব্বব্যাপিনী বলিয়া আকাশ-কুন্তলা? মাগো! অঘটন-ঘটন-পটীয়সি! কর্ম্মরূপী নাম-রূপের আবরণে সর্ব্বত্রই লুকাইয়া আছ,—ইহা জানাইবার জন্যই কি মা কর্ম্মশক্তিরূপ-নরকর-কিঙ্কিণী পরিধান করিয়াছ? কিম্বা, সৎকর্ম্মদ্বারা রিপুদল বিনষ্ট করিয়া সংসারের পারে গমন করিতে হয়,—ইহা বুঝাইতেই কর্ম্মস্থান-সংসারের সীমা—কটি-দেশে অসুর-কর-মেখলা ধারণ করিয়াছ? তোর কণ্ঠাভরণ মুণ্ড-মালা কি অশুভ-প্রবৃত্তি-পরাজয়ের সূচক, না পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মিকা জ্ঞানময়ী মালা জ্ঞানাধার পঞ্চাশ মুণ্ডে প্রস্তুত করিয়াছ? মা! মহাকালি কালরাত্রিকে! প্রলয়ও মঙ্গলের নিদান, মৃত্যুও কল্যাণের চিহ্ন, ভীষণতার আবরণে করুণাই প্রকটিতা,—ইহা জানাইবার জন্যই কি মা তোর হাস্য-বদন? দনুজ-দলনি! সাধকের বিঘ্ন বিনাশ করিয়া, তাহাকে অভয় দিবার ছলেই কি মা মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছ? এই যে কর্ম্ম-বাহুল্য, এই যে বৈচিত্র্য-পরম্পরা, এই যে অনন্ত-পরিবর্ত্তন-স্রোতঃ—এ সকলই তোমার আনন্দ-লীলা, প্রেমাভিনয়, স্বভাবের বিলাসমাত্র;—ইহা বুঝাইবার জন্যই কি মা রসময়ি! নিজের মনে নিজে হাসিতেছ? তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির ইঙ্গিত করিবার জন্যই কি চন্দ্র, সূর্য্য ও বৈশ্বানর—এই ত্রিনয়ন শোভা পাইতেছে? অথবা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে তোমাকে 'দর্শন' করা যায়, তাই তুমি ত্রিনয়না হইয়াছ? মাগো!

তো-তে এত বিপরীত ভাবের সমাবেশ দেখিতেছি কেন মা ? বাম ভাগে ভয়াবহ অসি ও ছিন্ন মুণ্ড, আবার দক্ষিণে বর ও অভয়। মুখে হাস্য এবং লোল রসনা ! মাগো ! এ কি শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রেম এবং তাহার শত্রুর প্রতি ভয়-প্রদর্শনই সূচনা করে না মা ? মাগো ! প্রেমময়ি জগজ্জননি ! আমি কেমন করিয়া তোকে বুঝিব মা ? আমার মনে যেমন ভাব দিতেছ, তেমন ভাবেই তোকে স্তব করিব মা ! তুই প্রসন্ন হ'য়ে আমায় কোলে নে মা !

হৃদি-সরোবরে লোহিত-কমল।
শোভে তদুপরি রক্ত পদ-তল ॥
নখর-নিকরে রাজে শশধর।
অঙ্গের বরণ সুনীল সুন্দর ॥
ভুবন ভরিল রূপের আলোকে।
সে রূপ নেহারি শরীর পুলকে ॥
রম্ভাতরুসম উরুর যুগল।
কর্ম্মশক্তি-কর কটির মেখল ॥
পরিয়াছে দিব্য বেদের মালিকা।
বিশ্বেশ্বরী দেবী সর্ব্বার্থসাধিকা ॥
নাভি সুগভীর, মাতা দিগম্বরী।
সর্ব্বময়ী মহামায়া বিশ্বোদরী ॥

অনন্ত উদর-সাগর ভিতরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গে ক্রীড়া করে ॥
উঠিছে, ভাসিছে, নাচিছে, ডুবিছে।
অণু-পরমাণু হাসিছে, কাঁদিছে ॥
দেবতা, দানব, সুজন, কুজন।
ভ্রমিছে ঘটিকা-চক্রের মতন ॥
আলোক-আঁধার জ্যোতিমাঝে খেলে।
সদাই চঞ্চল—সদা-স্থির জলে ॥
সাধক-বালক-মঙ্গল-কারণ।
অবিদ্যার শির করিয়া ধারণ ॥
নাশিছে তাহারে জ্ঞানের কৃপাণে।
মুক্তি-বর দিয়া অভয় প্রদানে ॥
বিশ্ব-বিমোহিনী জগৎ-জননী।
স্তনে ক্ষরে সুধা মৃত-সঞ্জীবনী ॥
করাইছে পান আপন সন্তানে।
চাহিতেছে মাতা করুণা-নয়নে ॥
প্রসন্ন-বদনে মধুর হাসিছে।
নীরব ভাষায় কতই বলিছে ॥
দেখিয়া সে হাসি, শুনিয়া সে বাণী।
পাইয়া আদর, প্রেমের চাহনি ॥
সন্তানের হয় বাসনা-পূরণ।
ইঙ্গিতে করিছে রসনা পীড়ন ॥

তখন মায়ের বিজ্ঞান-নয়ন।
আনন্দের ধারা করে বরিষণ॥
সে ধারা প্লাবনে ঢাকিছে সকল।
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ওঁ

নারায়ণেষু।

যে দেশের বিল্বমঙ্গল জগন্মঙ্গল মহাপুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যে দেশের রত্নাকরে বাল্মীকিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া ধরাকে অমর সৌরভ প্রদান করিয়াছে, সেই দেশের সন্তান হইয়া যদি তুমি আশা-হীন, উদ্যম-হীন, উৎসাহ-হীন হও, তবে তদপেক্ষা লজ্জার বিষয়, আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? আধ্যাত্মিকতার চির-বিলাস-স্থলী এই ভারত-ভূমি। পূর্ব্ব-বঙ্গের কৃষি-ক্ষেত্রের মত, অল্পায়াসেই এখানে 'মানব-জমিনে' সোণা ফলান যায়। বহু-ভাগ্য-ফলে যদি এদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, বহু-পুণ্য-ফলে যদি এদেশে বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ যুবক-দেহ লাভ করিয়াছ, তবে এ অমূল্য সুযোগ হেলায় হারাইও না। চেষ্টা কর, চেষ্টা করিতে থাক; সৎ চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হইবে না। সাধু-চেষ্টা যার, ভগবান তার সহায়। আর কেবল ভগবান কেন, চেষ্টা করিতে থাকিলে দেখিবে—সমগ্র জগৎ তোমার সহায়ক, বুঝিবে—জড়-জগৎও তোমার উপকার সাধন করিতেছে!

কি চেষ্টা করিবে? সেবা, উপাসনা, পড়া-শুনা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসময়ে, যথানিয়মে সুচারুরূপে সম্পাদন কর। অন্যায় কর্ম্ম পরিহার কর। দেহ ও মনের সংযম অভ্যাস কর,

পবিত্রতা ও শিষ্টাচারকে সতর্কতার সহিত রক্ষা কর। এইভাবে যদি কিছু কাল চলিতে পার, দেখিবে—তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তিতে ভূষিত হইয়াছে। তারপর, ঐ ত্রিধারার পবিত্র সঙ্গমে স্নাত ও বিজ্ঞান-কামী হইয়া যদি তুমি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বিধি-পূর্ব্বক উপযুক্তরূপে সাধন-সম্পন্ন থাকিতে পার, তবেই শান্তি-লাভে সমর্থ হইবে।

কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে যদি না পার, কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সামর্থ্য যদি সর্ব্বদা না থাকে, ভগবানের নিকটে তজ্জন্য প্রার্থনা কর। শোন নাই,—রোগ-মুক্তির আশায় কত লোক ৺বাবা বৈদ্যনাথ ও ৺বাবা তারকনাথের দ্বার-দেশে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকে? তুমিও ত্রিদোষ-নিবৃত্তির জন্য, অভাব ঘুচাইবার জন্য, ভগবানের দ্বারে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাক। তাঁর নাম কর, তাঁর মহিমা স্মরণ কর, তাঁর কৃপা প্রার্থনা কর, তাঁর কাছে শক্তি ভিক্ষা কর, তিনি যাহাতে তোমার সমুদয় ভার গ্রহণ করেন তজ্জন্য কাঁদিতে থাক। তোমার কাতর ক্রন্দনে ভগবানের স্বাধীনতা টুটিয়া যাইবে, তোমার অশান্তি ঘুচিয়া যাইবে।

বেশী বই পড়িয়া লাভ কি? একটা উপদেশের সম্যক্ পালনেই যদি মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ-পাঠ দ্বারা সময় ও শক্তি নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? বেশী পড়িলে অনেক সময়ে মুগ্ধ-চিত্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সন্দেহের আবরণ আরও ঘনীভূত হইতে পারে। আরও এক কথা। জীবনকে তৈয়ারী করিতে হইলে অনেক খাটিতে হইবে। কেবল

পড়া-শুনায় সময় ব্যয় করিতে থাকিলে খাটিবার অবসর পাইবে কেন? জীবনের একটা principle স্থির করিয়া লও এবং তদনুসারে কর্ত্তব্য-পথে চলিতে থাক। তোমার ভাবের অনুকূল দুই-এক-খানা বই পড়িতে পার, বেশী নয়।

রাঁচি। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

চিঠিও অনেক পড়িয়াছ, গল্পও অনেক শুনিয়াছ; কিন্তু তাহাতে ফল হইয়াছে কি? এখন পর্য্যন্তও সেই পূর্ব্বের মতনই গল্প শুনিবার, উপদেশ পাইবার সাধ বর্ত্তমান। একটী উপদেশ ধরিয়া থাকিতে পারিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়; শত শত উপদেশে প্রয়োজন কি? যাহা হউক, এবারও তোমার ইচ্ছানুসারে একটী গল্প লিখিতেছি।

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্র দেশে পুণ্ডরীক নামে এক মহাজন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা আত্মীয়, বান্ধব ও প্রতিবেশিগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রত্যেকটী কর্ত্তব্যেই তিনি ষোল-আনা প্রাণ ঢালিয়া দিতেন এবং অতিশয় যত্ন ও ধৈর্য্যের সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং কর্ম্মগুলি ভগবানের প্রীত্যর্থেই অনুষ্ঠিত হইত। একদিন তিনি শয্যা-শায়িত পিতৃদেবের চরণ-যুগল স্বীয় উরুদেশে সংস্থাপিত করিয়া প্রেমের সহিত পদ-সেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে সহসা তথায় ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। পিতৃ-সেবায় পুণ্ডরীক এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীভগবানের উপস্থিতি পরিজ্ঞাত হইতেও তাঁহার কিছু সময় লাগিয়াছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে

ভগবানের দিব্য-মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে কিয়ৎ-ক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় রহিলেন; পরে, আসন হইতে উত্থিত না হইয়াই, ভূ-লুণ্ঠিত-শিরে ভগবানকে প্রণাম করিয়া গদ্-গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, "হে কৃপা-নিধান! এ অকৃতী অভাজনকে দর্শন-দান করিয়া কি করুণার পরিচয়ই না দিয়াছ! দয়াময়! অতুলনীয় বাৎসল্যের আধার তুমি, আমার অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। পিতা বিশ্রাম করিতেছেন, আমি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত; তাঁহার পদ-যুগল নামাইয়া, আমি উঠিয়া এখন তোমার শ্রীচরণ-বন্দনাদি করিতে অসমর্থ। হে দীন-দয়াল! যদি এ দাসের প্রতি প্রসন্নই হইয়া থাক, তবে ঐ ইষ্টক-খণ্ডের উপর উপবেশন কর।" সহাস্য-বদনে ভগবান বলিলেন, "পুণ্ডরীক! আমার বসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যে সুচারুরূপে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পাদিত কর, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে সুন্দর ভাবে, প্রেমের সহিত তুমি পিতৃ-সেবা করিতেছিলে, তাহা দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়া তোমার নয়ন-পথ-গামী হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম।"

গল্প তো শুনিলে। এখন হইতেই যদি কর্ত্তব্য-পরায়ণ হও, তবেই গল্প-শোনা সার্থক হইবে, জীবনও ধন্য হইবে। যে পরিমাণ আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছে, তজ্জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যে অংশ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হও।

কোন্ সময়ে কোন্ বইখানি পড়িবে, কোন্ সময়ে কোন্

কার্য্যটী করিবে, বিচার পূর্ব্বক তাহার একটা নিয়ম নির্দ্ধারিত কর এবং তদনুসারে, ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত, সমুদয় কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করিতে যত্নবান হও। কোন নিয়মের অধীন না হইয়া, মনের খেয়াল অনুযায়ী কাজ করিতে থাকিলে, চরিত্র গঠিত হয় না। যে নিয়মটী করিবে, তাহা অসুবিধা-জনক বোধ হইলে পরিবর্ত্তিত করিতে পার; কিন্তু সেরূপ পরিবর্ত্তন যত কম হয়, ততই ভাল; এবং যে নিয়ম যখন বর্ত্তমান থাকিবে, পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই নিয়ম অবশ্যই মানিয়া চলিবে। ভাল লাগে না বলিয়াই নিয়ম বদ্‌লাইতে হইবে না। উপকার-অপকার বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে। প্রত্যহই নির্দ্দিষ্ট সময়ে শুইবে এবং উঠিবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান ও আহার করিবে, নিয়মিত কালে ধ্যান ও জপাদি করিতে বসিবে, যথা-সময়ে যথা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাদি পড়িবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেড়াইবে এবং ঠিক সময়ে অন্যান্য সকল কাজ করিতে যত্নবান থাকিবে। আজকার পড়া কালকার জন্য, এখনকার কাজ অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দিবে না।

বইগুলি, দোয়াত-কলমগুলি, জুতা-জামা ও কাপড়গুলি যথা-স্থানে সুশৃঙ্খলার সহিত সযত্নে রক্ষা করিবে। আজ এখানে, কাল ওখানে—এরূপ যেন কদাচ না হয়।

কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে; কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়া বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না। ঘরখানিতে উপযুক্ত সময়ে ঝাট দিবে, মাঝে-মাঝে লিপিবে।

অন্যায় ভোজন পরিহার করিবে। লোভকে চরিতার্থ করিবার জন্য খাইতে হইবে না; শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই আহার করিবে। যথাসম্ভব সাত্ত্বিক আহারে যত্ন-শীল হইবে। পবিত্র ভাবে, ভগবানের প্রসাদ মনে করিয়া, আহার গ্রহণ করিবে।

দিবা-নিদ্রা বর্জ্জন করিও। রাত্রির আহারের পর এক ঘণ্টা অতিবাহিত না হইলে শয়ন করিও না। স্বল্প নিদ্রা ও অতি নিদ্রা উভয়ই অমঙ্গলকর। চিৎ হইয়া শুইও না। নিদ্রার প্রাক্কালে ভগবচ্চিন্তা করিতে থাকিও।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসন-বদ্ধ ভাবে উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া সোজা ভাবে বসিয়া ধ্যান, জপ, মানস-পূজা ও প্রার্থনাদি করিবে। যেটী করিতে ভাল লাগে, সেইটীর জন্য বেশী সময় ব্যয় করিতে আপত্তি নাই; কিন্তু, সকলগুলিই প্রত্যহ করা চাই। মন না লাগিলেও করা চাই। যদি কোন অঙ্গ-বিশেষের ধ্যান করিতে বেশী ইচ্ছা করে, সেই অঙ্গের চিন্তা অনেকক্ষণ করিতে পার। কিন্তু সকল অঙ্গই কিছু সময় ধরিয়া দেখিতে হইবে। অঙ্গ-সকল পৃথক্ ভাবে দেখিবে, আবার কোন কোন সময়ে সমুদয় শরীরটীকে একত্র দেখিতেও চেষ্টা করিবে। জপ মনে মনে করিতেও পার, ইচ্ছা হইলে জোরে জোরে শব্দ করিয়া করিতেও পার।

উপরোক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা ত করিবেই; তা ছাড়া, অন্য যে কোন সময়েই সম্ভব হইবে, তখনই মূর্ত্তি-চিন্তন হউক্, নাম-জপ হউক্ বা অন্য যে প্রকারেই হউক্, ভগবানকে স্মরণ বা চিন্তন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যহই কিছু সময়, অন্ততঃ

কয়েক মিনিট কাল, গীতা বা অন্য কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ আবৃত্তি বা পাঠ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভাল ভাল কতকগুলি কবিতা মুখস্থ করিয়া রাখিলে মন্দ হয় না।

গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুগণের সহিত প্রণয়-পূর্ণ ব্যবহার করিবে। দাস-দাসীগণের সহিতও প্রীতি-ব্যঞ্জক আচরণ করা সঙ্গত। শিষ্টাচার ও মধুরতা সর্ব্বথা রক্ষণীয়। ঔদ্ধত্য কোন কারণেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

পরনিন্দা ও পরদ্রোহ পরিহার করিও। সকল জীবকে ভগবানের সন্তান মনে করিয়া প্রীতি করিতে শিখিও। যথা-সম্ভব পরোপকার করিতে যত্নশীল হইও।

কদাপি যেন অলস হইও না। অলসতায় শরীর নষ্ট হয়, মন দুর্ব্বল হয়, অন্যেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্ব্বদাই কোন-না-কোন সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিও।

যে উন্নতি-প্রয়াসী, তাহাকে সরল ও পবিত্র হইতে হইবে। সত্য-পরায়ণতায় ধর্ম্মের আরম্ভ এবং ক্রোধে তাহার বিনাশ—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

একটু একটু করিয়া আর কত বলিব? মোটের উপর একটা কথা বলি,—নিজের ও অপরের সম্বন্ধে, জগৎ ও ভগবানের সম্বন্ধে যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুসম্পন্ন করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবে।

ছোট ছোট কর্ত্তব্যও উপেক্ষা করিও না। মহাত্মা পওহারী বাবা যেরূপ একাগ্রতার সহিত ভজন করিতেন, ঠিক সেইরূপ

একাগ্র ভাবেই থালা ও বাটী পরিষ্কার করিতেন। শুনিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় "নিগ্রো-জাতির কর্ম্ম-বীর" নামে একখানা পুস্তক ছাপা হইয়াছে। উহাতে যাঁহার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তিনি এক সময়ে চাকরীর উমেদারী করিতে এক ধনীর প্রাসাদে গিয়াছিলেন। ধনী উহাঁকে গৃহ-মার্জ্জনা করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্ম-প্রার্থী এমন পরিপাটীরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন যে নিয়োগ-কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম-বীরই পরে, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পুণ্য-প্রভাবে, সমগ্র নিগ্রো-জাতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী জন-নায়ক হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, কাজ ছোট বলিয়া তাচ্ছল্য করিও না।

ঠিক-ঠিক রকমে সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে প্রতিজ্ঞা করা চাই,—"আমি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-পালন করিব, সর্ব্বদা সত্য-পথে চলিব। অন্যায় কখনও করিব না। যা' সঙ্গত, তা' সকল সময়েই করিব।" প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় প্রাণ-পণ যত্ন কর। একবার ভ্রষ্ট হইলেও উদ্যমহীন হইও না; আবার নবীন উৎসাহে, নূতন তেজে প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অধিকতর সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হও এবং ভগবানের নিকটে বল প্রার্থনা কর। ভগবান রথাঙ্গপাণি নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায় হইবেন।

মাঝে মাঝে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে,—"এ' দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ?" এরূপ স্থলে যেখানে নিজে সত্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইবে, সেখানে অবশ্যই

কোন উপযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায়শঃই ঘটিবে না। অনেক সময়েই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য নিজেই স্থির করিতে পারিবে।

প্রতিজ্ঞা-রক্ষার পথে, কর্ত্তব্য-সাধনের পথে প্রধান অন্তরায়—সংযমের অভাব। যদি ইন্দ্রিয়গণের ক্রীত-দাস হইয়া পড়, যদি মনের খেয়াল মতই সর্ব্বদা চলিতে থাক, তবে পরিশ্রমী ও কর্ম্ম-পটু হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই, সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে সংযমী হইতে। সংযম আর বৈরাগ্য প্রায় একই কথা। ইন্দ্রিয়ের অধীন হইবে না। বিষয়ের অধীন হইবে না। মনকে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে। যে ভগবানকে লাভ করিতে চায়, সে বিষয়ের সেবা করিবে কেন? যে নয়ন এখনও বন্ধু-বিশেষের রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্য ব্যস্ত, ভগবানের দিব্য-মধুর মূর্ত্তি দেখিতে সে নয়নের কি অধিকার? যে কর্ণ কুৎসিত সঙ্গীত শুনিবার জন্য সতৃষ্ণ, ভগবানের মধুময়ী বাণী শ্রবণ করিতে সে কর্ণের কি অধিকার? যে হৃদয় বিষয়-সেবাতেই মত্ত, সে পঙ্কিল হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার কি অধিকার? যদি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাও, যদি তাঁহার আনন্দ-ঘন মূর্ত্তিকে হৃদয়-সিংহাসনে চির-বিরাজিত রাখিতে চাও, তবে মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে হইবে, সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-দমন করিবার জন্য, মন সংযত করিবার জন্য পবিত্রতাই সর্ব্ব-প্রধান সাধন। সর্ব্বদা দেহ-মন পবিত্র রাখিতে

হইবে। যখনই অপবিত্রতা আসিবে, পবিত্রতা দ্বারা তাহাকে তাড়াইয়া দিবে।

এই ভাবে যদি কিছু কাল ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পালন করিতে পার, তবে যোগে প্রবৃত্তি ও অধিকার জন্মিবে। তখন বিধি-পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবার ফলে, মনকে একাগ্র করিতে সক্ষম হইবে। মন যখন একাগ্রতা-বশতঃ শান্ত হইবে, তখনই তুমি নিত্যানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। তখন তোমার হৃদয় মধুময় হইবে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমার উপর মধু-ক্ষরণ করিতে থাকিবে।

তাই, আবার বলিতেছি, সেই সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য অচিরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও; মনোযোগের সহিত, সরলতার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হও। কখনও ধৈর্য্য ও উৎসাহ পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যই প্রাণ এবং উৎসাহই বল। মহাজনদিগের জীবন-চরিত স্মরণ করিবে। কি জন্য সংসারে আসিয়াছ, তোমার কি কর্ত্তব্য, কি ভাবে চলিলে তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হয়—এ সকল বিচার করিবে এবং সর্ব্বদা সরলান্তঃকরণে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবে। পূজ্য-পাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি উন্নতিকামী হইয়া ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে, পার্থ-সারথী তাহারও সারথী হইতে প্রস্তুত।' আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

কন্‌খল্।

২২।৮।'১৭

* * *



নিরাপৎস্থু।

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। ভগবানের উপর যাহার আন্তরিক টান থাকে, সে সাধন-ভজন পরিত্যাগ করিয়া দিন কাটায় কিরূপে ? যে মুহূর্ত্তে ভগবানকে মনে পড়ে না, সে সময় বৃথাই অতিবাহিত হইল বলিয়া সাধক মনে করে। ভগবৎ-স্মরণ মানব-জীবনের লক্ষ্য। সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে মন দেওয়া ও অন্য বিষয়ে আসক্ত হওয়া ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। কত সৌভাগ্যফলে মানুষ হইয়াছ ও পুরুষ-জন্ম পাইয়াছ ! এ জন্মে যদি ভগবানকে লাভ করিতে না পার, তবে এমন সুযোগ আর কত কালে হইবে, ঠিক কি ? তোমাদের যে বয়স, এই কালেই সাধন সহজে সম্পন্ন হয় ; এই বয়সেই সরল-চিত্ত ভক্ত-সাধক অনতিক্লেশে ইষ্ট-দেবকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। যদি এই সময়ের সদ্ব্যবহার না কর, তবে বৃদ্ধকালে অনুতাপেও ফল হইবে না। সাধারণ পশু-ধর্ম্মী মানুষের মত কেবল আহার-নিদ্রাদিতে ত অনেক জন্মই কাটাইয়াছ, এ জন্মটা যাহাতে প্রকৃত মানুষের মত ব্যয় করিতে পার, তারই চেষ্টা কর। তোমাদের সময় আছে, শক্তি আছে, সুযোগ আছে। ইচ্ছা ও অধ্যবসায় থাকিলেই হয়।

ধ্যান ভাল হউক্ আর মন্দ হউক্, তাতে আজ-কাল বেশী কিছু আসিয়া যাইবে না। কেবল সতর্ক থাকিবে—যেন সর্ব্বদা

পবিত্র ও সরল থাকিতে পার, যত অধিকক্ষণ সম্ভব ভগবানকে মনে রাখিতে পার এবং অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যগুলি উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিতে পার। কেহ কেহ ধর্ম্মলাভ করিবার ছলে বিনয়, শিষ্টাচার ও গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিসর্জ্জন করে। সাবধান থাকিও, তুমি যেন তাহাদের দলে মিশিয়া কলঙ্কিত না হও।

ধ্যানে মূর্ত্তি ছোট হউক্ বা বড় হউক্, তা'তে কোনই দোষ নাই। যখন যে পরিমিত মূর্ত্তিই আসুক, তা'তেই মনের সংযোগ করিতে চেষ্টা করিবে। লোকে যেমন বাহিরে পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করে, তুমিও তেমনি মনে মনে, পবিত্র ভাবে ও ভক্তি-ভরে, সংকল্পিত পুষ্প, পত্র, নৈবেদ্য ও মিষ্টান্নাদি প্রদানে মানস-মূর্ত্তির পূজা করিবে। কতক্ষণ মূর্ত্তির দিকে এক-দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে এবং পরে, যতক্ষণ সম্ভব, মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে নাম করিবে।

নাম-জপের সময়ে যদি মূর্ত্তি দেখিতে পার, তবে ত ভালই। যদি তাহা না পার, তবে কেবল নাম-জপই করিবে। ইচ্ছা হইলে মন্ত্র-জপের সময়ে মন আজ্ঞা-চক্রে রাখিতে পার,—তা'তে দোষ হইবে না। কিন্তু দেখিও যেন তোমার চক্ষুদ্বয় আজ্ঞা-চক্র দর্শন না করে। চোখ বুজিয়া জপ করিতে চেষ্টা করিও। জপের সময়ে যদি মন অন্যদিকেও যায়, বা জপ ভিতর হইতে না উঠে, তা'তেও বেশী দোষ হইবে না। মুখে-মুখে জপ করিলেও ফল পাইবে। তবে যদি চিত্ত-বিক্ষেপ খুব বেশী আসিতে থাকে, তবে কিছু কাল জপ বন্ধ রাখিয়া বরং বিচার দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে মন শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

বেদ-বাণী

প্রত্যহই কিছু কাল (অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট) গীতা পড়িও। অর্থ না বুঝিলেও শুদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করিবে।

নিজে ত সর্ব্বদা সরল ও পবিত্র থাকিবেই, সঙ্গিগণকেও পবিত্র এবং সত্য-পরায়ণ থাকিতে বলিবে। অসৎ-সঙ্গে কথনও মিশিতে নাই।

"ভগবান মঙ্গলময়। তিনি যাহা করেন, তা'তে তোমার মঙ্গলই হইবে। দুঃখ-কষ্টও প্রেমময়েরই দান।"—ইহা ভুলিও না। দুঃখেই ধৈর্য্যের পরীক্ষা, প্রলোভনেই সংযমের পরীক্ষা, বিপদেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। তোমার উন্নতির জন্যই, তোমার শক্তি-বিকাশের জন্যই দুঃখ-কষ্টের আগমন। এগুলিকে আদর করিও, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিও, এগুলির মধ্যে প্রেমময়ের ছাপ্ দেখিয়া উৎফুল্ল হইও।

পড়া-শুনা নিয়মিতরূপে করিবে। যে ছাত্র বৎসরের প্রথম হইতে বরাবর প্রত্যহ নিয়মানুসারে পড়া-শুনা করে, পরীক্ষার সময়ে সে জগৎ অন্ধকারময় দেখে না; পরন্তু, পরীক্ষার ফলে সে বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আনন্দ-লাভই করে। যে বিষয়ে তোমার ত্রুটি, যে বিষয়টি জান না, তা' অন্যের নিকট হইতে শিখিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। মূর্খতা গোপন করা কর্ত্তব্য নহে। বিদ্যা-জাহিরও ভাল নয়।

রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়াছ ত? মানুষ হইতে হইলে এই বই দুইখানা পড়া উচিত।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

ভগবৎ-প্রাপ্তিই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার এবং তাহাই আমাদিগের লক্ষ্য। ভগবৎ-প্রাপ্তির চেষ্টাই পুরুষকার-পদ-বাচ্য; অন্য কর্ম্ম পশু-চেষ্টামাত্র। যে কর্ম্ম ভগবান-লাভের অনুকূল, তাহাই করণীয়; এবং যাহা ভগবান-লাভের প্রতিকূল, তাহাই বর্জ্জনীয়। যদি মানুষ হইয়াই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে সেই লক্ষ্য-স্থলে পহুঁছিবার জন্যই যত্ন কর। যদি ঐকান্তিকতা থাকে, তবে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে স্বল্প-শক্তি-বিশিষ্ট মানবও, সেই টিট্টিভের মত, এই চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারে। লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য একমাত্র প্রয়োজন—ভগবানের নাম-জপ ও ভগবৎ-স্মরণ। "অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে—সরল-ব্যাকুলান্তরে।" ডাকিতে ডাকিতেই ডাকিবার শক্তি বাড়ে। নাম করিতে করিতেই সাধনের বিঘ্ন দূর হইয়া যায়।

যে কোন প্রকারে পার, যত অধিক কাল সম্ভব, তাঁহাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা কর। তাঁহার প্রীতির জন্য সমুদয় কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হও। বিশ্ব-মন্দিরে বিশ্ব-মূর্ত্তিকে সেবা করিয়া—পূজা করিয়া কৃতার্থ হও।

সেবা করিতে কে না সমর্থ? তোমার শরীর হয়ত রুগ্ন; কিন্তু শারীরিক সেবাই একমাত্র সেবা নহে। আর রুগ্ন শরীর

দ্বারাও যে কাহারও সেবা হইতে পারে না, তাহাও মনে হয় না। যদি ইচ্ছা থাকে, দেখিবে—তোমার সম্মুখে সেবার সহস্র পন্থা বর্ত্তমান।

সময়ে সময়ে দু'টী কথা দ্বারা কত লোকের সেবা করা যায়! একটী পয়সা, একখানা ছিন্ন বসন, এক গেলাস খাবার জল,—সেবার এ সকল উপকরণও কি তোমার নাই? একটী ছোট ছেলেকে তার পড়া বলিয়া দিয়া তার সেবা করিতে কি তুমি অসমর্থ? মনে কর—তোমার বিছানা পাতিয়া দিবার জন্য একজন চাকর নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ কর্ম্মের জন্য সে তোমার নিকট হইতে বেতন পাইয়া থাকে। প্রত্যহ উপযুক্ত সময়ে বিছানাটি পাতিয়া রাখা তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক দিন যেন সে কোথা হইতে খাটিয়া হয়রান হইয়া আসিয়াছে। সেদিন তোমার নিজের বিছানাখানি নিজেই পাতিয়া লইয়া চাকরকে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি-প্রদান-রূপ সেবা করিতে কি তুমি অপারগ? তুমি কোথায়ও চলিয়াছ। তোমার গন্তব্যপথে, তোমার সম্মুখে, একটী কাক কি যেন ঠোক্‌রাইয়া খাইতেছে। যদি তুমি আর এক পদও অগ্রসর হও, কাকটী তার আহার ফেলিয়া নিশ্চয়ই উড়িয়া পালাইবে। তুমি যদি ঐ পথে না যাইয়া অন্য পথে একটু ঘুরিয়া যাও, কাকটীর আহার বন্ধ হয় না। এরূপ স্থলে একটু ঘুরিয়া যাইয়া কাকটীর সেবা করিতে কি তুমি পার না? ঐ যে তোমারই নিকটে জলের মধ্যে একটী পোকা হাবু-ডুবু খাইতেছে, উহাকে তীরে উত্তোলিত করা কি

তোমার পক্ষে অসম্ভব ? কত দৃষ্টান্ত দিব ? যতই সেবা করিবে, ততই সেবার সুযোগ পাইবে। প্রথম প্রথম মানুষ যখন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব থাকে, তখন সেবা করে না, সেবা করিতে চায় না, সেবা করিতে জানে না, কোথায় কি ভাবে সেবা করিতে হয়, তাহা বোঝেও না। কিন্তু, সেবার সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে, সেবা করিতে করিতে সেবা করিবার সুযোগও বেশী বেশী প্রকাশিত হইতে থাকে। পরিশেষে সে দেখিতে পায়,—সেবার সুযোগ অনন্ত ;—কৃপাময় ভগবান অনন্ত মূর্ত্তিতে, অনন্তরূপে আমাদিগকে সেবার সুযোগ—পূজার অধিকার প্রদান করিতেছেন !

আর কর্ম্ম করিয়া সেবা করিতে যদি কখনও না পার, অন্যের অসুবিধা না ঘটাইয়া, অন্যের অসুবিধা-ঘটান হইতে বিরত থাকিয়াও ত কত সময়ে সেবা করিতে পার ! তোমার আরামের জন্য, তোমার স্বার্থের জন্য, কত লোককে কত পরিশ্রম করিতে হয়। যে পরিমাণে তোমার আরাম-প্রবৃত্তি কমিবে, যে পরিমাণে তোমার স্বার্থ-বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, সেই পরিমাণে তোমার জন্য অন্যের খাটুনিও কমিবে, সেই পরিমাণে তুমি অন্যকে সেবা করিতেও সক্ষম হইবে।

তোমার জন্য তিন টাকার একটী জামা চাই। যদি দুই টাকার জামায় চালাইতে পার, তবে একটী টাকা কি জগতের সেবায় লাগান যায় না ?

কর্ত্তব্য সম্পাদনেও যে সেবা হয় ! ভালরূপে পড়া-শুনা করিয়া আত্মীয়-বন্ধু-গণকে সন্তুষ্ট করা যায়। ধর্ম্ম-জীবনে উন্নত হইয়া

যে ভগবানকেও সন্তুষ্ট করা যায়! আলস্য বর্জ্জন করিয়া, সত্যপথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যে জগতের সেবা, ভগবানের সেবা করা যায়! পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা কর,—তোমার বিনা চেষ্টায়, তোমার অজ্ঞাতসারে, জগৎ তোমার সেবা প্রাপ্ত হইবে।

পবিত্র-জীবন-যাপনের চেষ্টা খুব কঠিন নহে। অপবিত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হয়। কখনও যে খারাপ ছিলে, কখনও যে তোমার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল বা এখনও আছে, সে চিন্তাও করিবে না। যাহাতে মন অপবিত্র হয়, এমন কর্ম্ম, এমন চিন্তা, এমন পুস্তক-পাঠ, এমন লোক-সঙ্গ কিছুতেই করিবে না। সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে, পবিত্র চিন্তায়, পবিত্র কর্ম্মে শরীর-মনকে নিয়োজিত রাখিবে। মন কুপথে যাইলেই ফিরাইয়া আনিয়া সুপথে প্রেরণ করিবে।

সেবা করিতে করিতে পবিত্রতাও বাড়িবে। পবিত্রতা যে পরিমাণে বাড়িবে, সেই পরিমাণে সেবা করিবার, পবিত্রতা বজায় রাখিবার শক্তিও বাড়িবে। পবিত্রতা দ্বারাই মন একাগ্র হইবে, অশান্তি দূর হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম।

২২।৮।'১৮

* * *

ওঁ

নিরাপৎসু।

আজ-কাল জ্যৈষ্ঠ মাসে কত আম খাইতেছ, না? কিন্তু জান ত, এই পাকা আমগুলি তৈয়ার করিতে 'ভগা-মালী'কে কত মাস খাটিতে হইয়াছে! অনেক পরিশ্রমে রান্না না করিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। তেমনি যদি আনন্দ-লাভের—শান্তি-লাভের বাসনা থাকে, তবে খুব মনোযোগ দিয়া সাধন করিতে থাক। ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়,—মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন। এই সময়েই নাকি সাধনে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়। এই সময় কি ঘুমাইয়া কাটান ভাল? ধ্রুব, প্রহ্লাদ ত এই সময়েই সমুদয় মন-প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এ সুসময়টুকু যদি হেলায় হারাইয়া ফেল, বাকী জীবন হয়ত কেবল দুঃখ-পূর্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাসেই কাটাইতে হইবে। বৃদ্ধকালে সাধনের আশা অনেক সময়েই মরুভূমিতে জল-প্রাপ্তির আশার ন্যায় বৃথাই হয়। তাই বলিতেছি, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, একটী মুহূর্ত্তও যেন বৃথা ব্যয় না হয়; সময় ও শক্তির যেন অপব্যবহার না হয়। তোমাদের সুযোগ আছে, সামর্থ্য আছে, চেষ্টা করিলেই ফল পাইবে। চেষ্টা করিবে কি না, সে তোমার ইচ্ছা। আজ ইতি।

৺পুরীধাম।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

মা'র নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক। যাহাতে মা'র কৃপা লাভ করিতে পার, তজ্জন্য তাঁর নিকটে আব্দার করা পরিত্যাগ করিও না। যখনই সময় পাও, তখনই মা'র কাছে প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনা করিতে করিতেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। একটা কাজ করিও,—যে অভাবটি বেশী বোধ কর, সেইটী দূর করিবার জন্যই প্রার্থনা করিবে; সেই প্রার্থনাটী পূর্ণ না হইতে অপর একটী প্রার্থনা করিবে না। একটী প্রার্থনা ধরিয়া থাকিবে। এখন একটী চাইলাম, আর এক সময়ে আর একটী চাইলাম,—এ-তে কোনটীর জন্যই তোমার বিশেষ অভাব-বোধ প্রকাশ পায় না। যে দ্রব্যের জন্য তোমার ব্যাকুলতা আসে নাই, সে দ্রব্য জগজ্জননী সহজে দিতে চান্ না। তাই বেশ বিচার করিয়া একটী প্রার্থনা স্থির করিয়া লইতে হয়। এমন একটী প্রার্থনা করিবে, যে-টী মঞ্জুর হইলে তোমার মন শান্ত হয়, অভাব-বোধ ঘুচিয়া যায়। সেইটীর জন্য মা'র দুয়ারে,—তারকেশ্বরে রোগীদের মত,—পূর্ণ-কাম হওয়া পর্য্যন্ত 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকিবে। ছেলের আর্ত্তনাদ মা কত ক্ষণ উপেক্ষা করিবেন? মনে রাখিও,—তাঁহারই উপরেই আমাদের ষোল আনা দাবী। যা দরকার, তা তাঁহার নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে। আর চাইবেই বা

কার কাছে? সংসারে সকলেই অল্প-বিস্তর ভিক্ষুক ও দরিদ্র। তাদের কাছে হাত পাতিয়া আর কতটুকু পাইবে? তাই বলি, একমাত্র মা'র অঞ্চল ধরিয়াই থাক। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার সর্ব্বদাই আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে,—"Pray, and it will be heard. Knock and the gate will be opened unto you." এ কথা একটুকুও মিথ্যা নয়। ধরিয়া থাকা চাই। বিশ্বাসের সহিত, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ধরিয়া থাকা চাই। মা তোমার কথা শুনিতেছেন,—ইহাতে সন্দেহ করিও না। প্রাণের সহিত চাহিলেই পাইবে—এ কথাও অবিশ্বাস করিও না। সেই Muller সাহেবের গল্প ত পড়িয়াছ? একমাত্র প্রার্থনার বলেই তিনি কত অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। তুমি পারিবে না কেন?

প্রার্থনা ত করিবেই; হৃদয়ের আবেগে, মনে-প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মা'র সহিত কথা ত কহিবেই; তা ছাড়া, যতক্ষণ সম্ভব নাম-জপ করিবে। নামে অসাধ্য সাধন করা যায়। নামের গুণে, নামের শক্তিতে, নামের সাহায্যে সকল বাধা, সকল বিঘ্ন দূরীভূত হয়।



Received your letter. I expected one much earlier containing, among other useful informations, an account of the climate of the place and the quality of the food you are supplied with. I have, however, no intention of intruding upon your time for meditation. On the contrary, I wish to state that you should give up all those works, which may stand in the way of your Divine Contemplation; and if you think that your *Tapasya* will suffer by writing and receiving letters, you should not keep correspondence these days. I like that your business at present should be entirely with the Mother and She should be the only companion of your mind. Think of Her, live in Her, dive in Her. Do not lose a single minute, do not waste the slightest energy, do not let slip the smallest opportunity. Have an adamantine will, the bull-dog tenacity and the race-horse's spirit of indomitable perseverance. Remember that within the space of

three months, you are to live a life of 3000 years ; nay, you must try to be blessed every moment. One breath, one moment spent in vain, should give you pain more than death. Always be alert, always be on your guard. This is the time for showing your powers. This is the opportunity for obtaining the highest bliss, humanity can hanker after. So, always keep pushing, always move forward. Do not wait, do not turn back, do not doubt, do not sigh. Cheer up your spirits and continue the work. The Mother is on your side. The whole force of the Spiritual World will back you. Why should you delay ? Why should you falter ? You are born in Hindustan, you have become a male person, you are a Brahmin by birth. Then, you are young, educated and energetic. You have a desire for being good and the Mother has already shown favours to you. These rare opportunities, these rare combinations should electrify your whole heart with enthusiasm. The Mother, Who has graced you so often by this time, can grace you still more ; and

as there is no limitation to Her powers, She can favour you with the highest blessings at any moment. So, expect Her every minute and every second, remain in waiting for Her every moment. Should you ever remain unprepared ? Does it become you to remain unready ? Is it worth your while to forget Her at any time ? So, always think of Her and rely on Her. Bear in mind that She is always taking care of you and always doing good to you. It is no harm to depend upon Her ; rather, it is the highest wisdom to do so. Give up yourself to Her and live in peace. Remain in Her bosom and perform the *Tapas* till you become blessed with Her sight, blessed with eternal peace and the highest bliss.

The Mother is not only Durga or Gayatri, but is also Vishnu or Siva, Rama or Krishna. Nay, She is every thing and She is all things. She has become the worlds, She exists in them and they exist in Her. She is moving the worlds and every thing that is contained in each of the worlds. Feel Her presence everywhere and notice Her hand in

every movement. But I wish to stop here. I have no mind to fill your mind with second-hand information. I want that you should have the first-hand knowledge of Her from intuition; and I hope you will not fail to get it ere long.

Brindaban.

7-4-'20.

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

শ্রদ্ধা নিজের উপরে—নিজের আত্মার উপরে—নিজের পবিত্রতার উপরে—নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের উপরে—নিজের 'আমাকে ভাল হইতেই হইবে' এই নিশ্চয়তার উপরে। এই প্রকার শ্রদ্ধা যার থাকে, তার ভিতরে ক্রমে ক্রমে ভগবানের উপর শ্রদ্ধা, শাস্ত্র-বাক্যের উপর শ্রদ্ধা, সৎ লোকের উপর শ্রদ্ধা, উচ্চ আদর্শের উপর শ্রদ্ধা ও ভাল হইবার উপায়গুলির উপর শ্রদ্ধা—এ সকল প্রকাশিত হয়। কোন কোন ব্যক্তি মনে করে,—নিজের উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা ভগবানের উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। তারা যদি ভগবানের উপর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তবে অন্যবিধ শ্রদ্ধাগুলি তাদের ভিতরে আপনিই প্রকাশিত হইবে। শ্রদ্ধা একটীই পদার্থ। যে কোন সৎ-পদার্থকে (দ্রব্য বা গুণ) অবলম্বন করিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলেই ক্রমে সে অন্যান্য সমুদয় প্রয়োজনীয় সৎ পদার্থকে ধারণ করিয়া মানবকে অমৃত-ধামে লইয়া যাইবে। কাজেই যার নিজের উপর বা ভগবানের উপর শ্রদ্ধা নাই, সে যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর অথবা সদ্‌গুণাবলীর উপর বা কোন মহৎ আদর্শের উপরও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারে, তবেও তার উন্নতি হইবে। যারা নিজের বুদ্ধি, শক্তি ও আত্মার উপর শ্রদ্ধা-হীন হইয়া অন্য কিছুর উপর

শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে চায়, তাদের ভিতরও নিজের উপর শ্রদ্ধা কিছু থাকেই থাকে। যাক্, সে বিচারে প্রয়োজন নাই ;—কাজ হইলেই হইল। যে-কিছুর উপরেই হউক (মন্দ বা অপবিত্রতার উপর যেন শ্রদ্ধা না থাকে), যে শ্রদ্ধা থাকিবে, অনুশীলন দ্বারা তাহা বাড়াইতে হয়। জীবন যতই পবিত্র হইবে, ততই শ্রদ্ধাও বাড়িবে। বিচার ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা শ্রদ্ধা বাড়ে। •কেহ কেহ 'প্রার্থনার বলেও শ্রদ্ধা বাড়ে'—এরূপ বোধ করেন। 'যা মনে ভাল লাগে, তা-ই করিব ; যা ভাল লাগে না, তা করিব না'—এরূপ ভাব ভাল নয়। বিচারে যেটিকে কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাই মনে ভাল না লাগিলেও করিতে হয় ; এবং যে কার্য্য বিচার-ফলে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা মনে ভাল লাগিলেও করিতে হয় না। সাধারণের পক্ষে সাধারণতঃ sentiment অপেক্ষা reasonই সৎ-পরামর্শ-দাতা (Reason—নিজের অথবা কোন ভাল লোকের)। প্রথম প্রথম মানুষ (সংস্কার বশতঃ) সম্পূর্ণরূপে reasonকে মানিতে পারে না, কিন্তু অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞার বলে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে reasonএর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই মনের দমন হয়। বুদ্ধি-রূপ লাগাম দিয়া, মন-রূপ ঘোড়াকে বশ করিতে হইবে। অনবরত সাত্ত্বিক কর্ম্ম (সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণ) করিতে থাকিলে তমোগুণ যতই কমিবে, ততই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, জ্ঞান, শান্তি, ভক্তি—এ সকলই বাড়িতে থাকিবে। ইতি।

বিষ্ণুপুর। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

ওখানে গিয়াছ তপস্যা করিতে। তপস্যা লইয়াই দিন-রাত নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। আহারাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম-গুলির জন্য যতটুকু মন নেহাৎ না দিলে চলে না, ততটুকু মন—এবং কেবল ততটুকুই—ঐ সব কর্ম্মে লাগাইয়া বাকী সমুদয় মনটাই ভগবানে ডুবাইতে হইবে। ভগবানই তোমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র আপনার, একমাত্র বন্ধু এবং একমাত্র অবলম্বন হউন। অন্যের সহিত, অন্য বস্তুর সহিত সমুদয় সম্পর্ক, সমুদয় সম্বন্ধ যথাসাধ্য বিচ্ছিন্ন কর। ভাল ও মন্দ সমুদয়ের জন্যই, সর্ব্বদাই ভগবানের দিকেই তাকাও। অন্যের দ্বারস্থ হইও না; অন্যের আশা করিও না। অতীত জীবন, অতীত জীবনের সুখ-দুঃখ-ময় স্মৃতি-গুলি সম্যক্ প্রকারে ভুলিয়া যাইতে সচেষ্ট হও। এই মুহূর্ত্তেই তোমার নবীন জন্ম, নব-জীবন আরম্ভ হউক্। এ জন্মে, একমাত্র ভগবানের সহিতই তোমার আত্মীয়তা, ভালবাসা হউক্। যা কিছু বলিবার, তাঁকেই বল; যা কিছু শুনিবার, তাঁর কাছ হইতেই শোন; যা কিছু জানিবার, তাঁর কাছ হইতেই জানিবার চেষ্টা কর। তাঁহাকেই দেখিতে চাও, তাঁহাকেই শুনিতে চাও, তাঁহাকেই জানিতে চাও, তাঁহাকেই পাইতে চাও। এই ভাবে যদি চলিতে পার, তবেই তোমার হিমালয়-গমন সার্থক হইবে, তবেই

তুমি প্রকৃত মানুষ হইতে পারিবে। আর এ ভাবে না চলিয়া এখনও যদি পুরাতন সঙ্গীগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাও, তবে পূর্ব্ব জীবন আর নূতন জীবনে বেশী তফাৎ বোধ করিতে পারিবে না।

সরল হও, পবিত্র হও, উৎসাহশীল হও, ধৈর্য্য-পরায়ণ হও, আর ভগবানকে প্রাণ-পণে ডাকিতে থাক ;—সমুদয় অভাব ঘুচিয়া যাইবে, সমুদয় অশান্তি দূর হইবে।

বিবাদ ও অবিশ্বাস, হতাশতা ও নাস্তিকতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও ধৈর্য্যহীনতা, এগুলির মধ্যে পার্থক্য কি, ভাবিয়া দেখিও।

তপস্যাতে লাগিয়া থাক, চাঞ্চল্য আপনা-আপনিই দূর হইবে। ভগবান কি অবিবেচক ?

শিবমস্তু। ইতি।

দেওয়াজ।

১৬।১০।'২৮

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইয়া খুসী হইলাম। প্রলোভন, বাধা-বিঘ্ন ত মানুষের সাম্‌নেই আসে—জড় পদার্থের নিকট যায় না। মানুষের মতই, তেজ ও বীর্য্য সহকারে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে। প্রলোভন অতিক্রম করিবার প্রত্যেক চেষ্টাই শক্তিতে পরিণত হইয়া, তোমার সাহায্যের নিমিত্ত তোমার আধারে সঞ্চিত থাকিবে এবং শনৈঃ শনৈঃ তোমাকে আধ্যাত্মিক-উন্নতি-মার্গে পরিচালিত করিবে। ভগবৎ-প্রাপ্তি-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে যাহার আত্ম-নিষ্ঠা-জনিত বীর্য্য, সাংসারিক ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা এবং শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা থাকে, তাহার অদমনীয় ইচ্ছা-শক্তির তেজে, মহেশ্বরের নেত্রানলে কন্দর্পের ন্যায়, সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি ভস্ম-সাৎ হইয়া যায়। যে সাধক ভগবানে নির্ভর করিয়া থাকেন, ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। গীতাতে ভগবানের অভয়-বাণী কি পড় নাই ?—

"মচ্চিত্তঃ, সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে আর কিছুই করিতে হয় না। মনে রাখিও,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ॥"

ভগবান আরও বলিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" তবে আর ভয় কি? দেহ, মন, প্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয়ে, আনন্দে বিচরণ করিতে থাক। তিনিই "যোগ-ক্ষেম" বহন করিবেন।

মনে রাখিও—সত্য, সরলতা ও পবিত্রতা একই জিনিষ। পবিত্র হইতে পারিলেই ভগবদ্দর্শন হইবে।

এক দিনেই সত্য পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয় না। তাই, বিষণ্ণ হইও না। অগ্রসর হইতে থাক, অধ্যবসায় ও প্রফুল্লতার সহিত চলিতে থাক,—অবশ্যই সুদিন আসিবে, আনন্দ পাইবে, সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

লছমন্ ঝোলা।

১১।১১।'১৩

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উপরই নির্ভর কর। একমাত্র তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ।

* * * *

তাই বলি, ভগবানের দিকেই চাহিয়া থাক। তোমার যদি সাধু-ইচ্ছা ও উপযুক্ত চেষ্টা থাকে, তবে ভগবান নিশ্চয়ই তোমার সহায় হইবেন,—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তোমার সহায় হইবে। চলিতে থাক; যতটুকু শক্তি আছে, তার সদ্ব্যবহার কর; সরল ভাবে, ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হও। কালে ভগবানের কৃপায় সমুদয় বিঘ্নই দূর হইয়া যাইবে।

তোমার যতটুকু সাধ্য, তাই তোমার কাছে আশা করা যায়। তদতিরিক্ত তুমি করিবে কিরূপে? চেষ্টা কর, আর প্রার্থনা কর। চেষ্টা কর, আর ভগবৎ-কৃপা ভিক্ষা কর।

সরল ভাবে, পবিত্র ভাবে অগ্রসর হইও। জানিয়া-শুনিয়াও যেন গোঁজামিল দিও না—দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না। অনেক দুর্ব্বলতা বহুকাল এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গ ছাড়িতে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বীরের মত অসি-হস্তে নিজের সর্প-দষ্ট অঙ্গুলিটী কাটিতেই হইবে। ঐ-সকল প্রাচীন বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার

পূর্ব্বেই ভাবনা, পূর্ব্বেই কষ্ট; ছাড়িলেই সোয়াস্তি, ছাড়িলেই শান্তি। বিচার পূর্ব্বক পথ চলিও। ক্ষুদ্রতম পাপকেও রেহাই দিও না। ক্ষুদ্রতম দুর্ব্বলতার গতি-বিধিকেও connive করিও না। অন্যান্য কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া যত বেশী তপস্যা করিতে পার, করিও।

শিবমস্তু।

৺কাশীধাম।

১।৬।'২০

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*   *   *   *   *

যদি তুমি একটু কম বুদ্ধিমান হইয়া পূর্ব্বের মত discipline বজায় রাখিয়া একটু ছোট চালে চলিতে, তাহা হইলে, বোধ হয়, তোমাকে আজ বেশী উন্নত দেখিতাম। অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতা পুরুষকারের মুখোস্ পরিয়া, অধর্ম্ম ধর্ম্মের সাজ গ্রহণ করিয়া, অলস কর্ম্ম-বিমুখতা বৈরাগ্যের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, এবং জড়ত্ব অনাবিল শান্তির বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া থাকে।

ধর্ম্ম-পথে সংযম ও বিচারের প্রয়োজন, শাস্ত্র-বিধির অনুসরণ করা আবশ্যক, গুরু ও ভগবানের উপর নির্ভর করাই মঙ্গলজনক। যে রহস্যময় পথের কোন সংবাদই তুমি জান না, সে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া যদি স্বেচ্ছাচারকেই অবলম্বন কর, তবে সুফলের আশা করা বৃথা। যাহা হউক্, এখনও সময় আছে, এখনও শক্তি এবং সুযোগ আছে। এখনও যদি বুঝিয়া চলিতে পার, জীবনকে ধন্য করিবার সম্ভাবনা থাকিবে। * * * লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, বিচারের আলো এবং বিশ্বাসের যষ্টি হস্তে লইয়া, ধীর পদে, সতর্কতার সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাক। সমুদয় বাধা-বিঘ্ন ভগবানের কৃপায় দূর হইবে।

যখনই নিজকে দুর্ব্বল মনে কর, প্রার্থনা করিও। ফল

দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস বা প্রার্থনা পরিত্যাগ করিও না। তোমার অজ্ঞাতসারেও অনেক সুফল ফলিতে পারে। নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিও এবং যদি পার প্রত্যহই গীতার কয়েকটী শ্লোক পড়িও।

* * * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

শ্রীশ্রী৺পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—'পাপ', 'পাপ' মনে করিতে করিতে লোক পাপী হইয়া যায়; 'মুক্ত', 'মুক্ত' মনে করিতে করিতে লোক মুক্তই হইয়া যায়। বেদান্তাদি শাস্ত্রেরও ইহাই সার মর্ম্ম। অনেক দিন ধরিয়া নর্দ্দমায় আবর্জ্জনা জমিয়াছে। 'আবর্জ্জনা', 'আবর্জ্জনা' করিয়া কাঁদিলে সে আবর্জ্জনা দূর হইবে না। কাতরতা ত্যাগ কর, উৎসাহ-সম্পন্ন হও, বাল্তির পর বাল্তি বোঝাই করিয়া জল আনিয়া নর্দ্দমায় ঢালিতে থাক, অবিশ্রান্ত বেগে জলের প্রবাহ ছুটাইতে থাক;—বহুকাল-সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর হইবে। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, যদি জল-প্রবাহ বন্ধ না হয়, তবে নর্দ্দমা পরিষ্কার হইবেই। তাই, দুর্ব্বলতার জন্য বিষণ্ণ হইও না। মানসিক দুর্ব্বলতা মানুষেরই আসে—জড় পদার্থের আসে না। যাহারা যত বড় হইবার অধিকারী, তাহাদের নিকটে তত বেশী বাধা-বিঘ্ন আসিয়া থাকে। তাই দুর্ব্বলতা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা কর; সর্ব্বদা সৎ-চিন্তা-প্রবাহ মনের মধ্যে ছুটাইতে থাক। বাক্যে, কার্য্যে ও ভাবে সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কখনও অলস হইও না। কোন-না-কোন পবিত্র বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই শরীর, বিশেষতঃ মনকে নিযুক্ত রাখিবে। 'কু' ঢুকিবার অবসর পাইবে কেন? "আমার মধ্যে আজ কাল 'কু' নাই"—এ প্রকারও

মনে করিবে না। কু'র স্মৃতি কোন ক্রমেই জাগিতে দিবে না। "আমি সৎ", "আমি পবিত্র"—ইহাই মনে করিবে। মনকে আল্‌গা দিলেই 'কু' আসিবে। তাই সর্ব্বদা মনের দুয়ারে প্রহরী থাকিবে। যখনই চোরের মত আস্তে আস্তে কোন কুচিন্তা মনে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, তখনই সতর্ক হইবে; ভাবিবে,—"আমি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, শান্ত, ও নিরঞ্জন; আমার ভিতরে অপবিত্রতা নাই। এ শরীর ভগবানের পবিত্র মন্দির; ইহার ভিতরে সর্ব্বদা পবিত্রতা, মধুরতা ও শান্তির দিব্য জ্যোতিঃ বিরাজমান। আমি মানুষ, আমার ভিতরে ব্রহ্ম-শক্তি রহিয়াছে;—আমাকে শয়তান পরাস্ত করিবে? অসম্ভব। যিনি কামকে জ্ঞানানলে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, বিশ্ব-বিনাশী হলাহল জীর্ণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁরই শিষ্য, তাঁরই সেবক, তাঁরই পুত্র; আমার আবার ভয় কি?"

"আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত"—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতেই পবিত্রতা বদ্ধমূল হইবে। পবিত্রতা, চিত্ত-শুদ্ধিই সাধন-ভজনের লক্ষ্য;—পবিত্র মনেই আত্মার দর্শন হইয়া থাকে।

ওঁ

নারায়ণেষু।

কত জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া যাইতেছে ;—তোমার অবসন্ন হইবার কারণ কি? চেষ্টার ফলে নন্দিকেশ্বর এক জন্মেই শিব-সারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন ; চেষ্টা করিলে তুমিই বা লক্ষ্য-সাধনে সমর্থ হইবে না কেন? চেষ্টা করিবার জন্য, সফলতা লাভের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। যতই ব্যবহার করিবে, ততই তাহার বেশী বিকাশ, বেশী প্রকাশ অনুভব করিবে। Theoretical world ছাড়িয়া practical worldএ প্রবেশ কর। কথা ছাড়িয়া কর্ম্মী হও। প্রতিজ্ঞা কর, আর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা কর। সরল ভাবে, ধৈর্য্যের সহিত, নিপুণতার সহিত অগ্রসর হও; শীঘ্রই দেখিবে—শান্তিময় জগতের এক নূতন দ্বার তোমার জন্য খুলিয়া গিয়াছে।

শক্তির অল্পতা মনে করিয়া হতাশ হইও না। চড়ুই পাখীও সমুদ্র-শোষণ করিয়াছিল। ভগবান তোমাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়াছেন, তার বেশীর পরিচয় তিনি চা'ন্ না,—চাইতে পারেন না। তোমার পক্ষে যত-টুকু সম্ভব, কর; বাকী-টুকু তিনি করিয়া লইবেন। এখনও তোমার সাম্‌নে কত সুযোগ বর্ত্তমান। এখন

হইতেই নবীন তেজে, নবীন উদ্যমে নব জীবন গঠনের প্রতিজ্ঞা কর। কাজে লাগিয়া থাক। প্রাণ-পণে বিঘ্ন দূর করিবার চেষ্টা কর। রথাঙ্গপাণি তোমার সহায় ;—ভয় কি ?

শিবমস্তু। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

৩০।৭।'২০

* * *



নারায়ণেষু।

ধ্যানে যার নিকটে সুস্পষ্ট মূর্ত্তি আসে না, তার পক্ষে মাঝে মাঝে ইষ্ট-মূর্ত্তির ছবি দেখা, ছবি দেখিতে দেখিতে জপ করা, ছবির সাহায্যে ধ্যান করা, ছবিতে মানস-পূজা করা, ছবিটীকে মনে মনে নানা সাজে সজ্জিত করা, ছবিটী বা তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে মনোযোগের সহিত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকা, মনে মনে ছবির সাথে কথা কওয়া—এ সব অনুষ্ঠান মন্দ নয়। কতক্ষণ ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলে, তার পর কিছুকাল চক্ষু বুজিয়া মূর্ত্তি-চিন্তা করিতে লাগিলে, আবার ছবিখানি বা তার কোন অংশ দেখিয়া লইলে, আবার সেইটুকু মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলে—এ প্রকার ব্যবস্থাও করিতে পার। ঘরে একখানা ছবি সকল সময়ের জন্যই রাখা ভাল। যদি পার, ছবিখানাকে ফুল, পাতা বা কাগজ দিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিও। আমরা ত আর ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখি না; তাই, সৌন্দর্য্যের ভিখারী আমরা বাহিরের অলঙ্কারের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া সৌন্দর্য্য বাড়াইতে যত্ন করি। সকল সৌন্দর্য্যের খনি যিনি—সৌম্যাৎ সৌম্যতরাশেষা সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী—তাঁর সম্বন্ধেও আমাদের এই নিয়ম।

তার পর সাধু-সঙ্গ সম্বন্ধে। সাধু-সঙ্গ তো করিতেই হইবে;

কিন্তু তৎসম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রও যেমন নানা প্রকার, সাধুদের কথাও তেমনি নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তাই, সাধুগণের উপদেশ শুনিবার সময়ে তন্মধ্যে যেটুকু তোমার সাধনের ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, যেটুকু গ্রহণ করিলে তোমার উপকার হইতে পারিবে বলিয়া মনে কর, কেবল সেইটুকুই গ্রহণ করিবে। বাকী-টুকু তোমার জন্য নয়,—মনে করিয়া পরিত্যাগ করিবে। ইহা না করিয়া যদি প্রত্যেকেরই সকল কথা শুনিতে ও মানিতে যাও, তবে মুস্কিলে পড়িবে।

ওঁ

নিরাপৎসু।

তোমার পত্র পাইলাম। একজন লোকের দৈনিক খরচ এক টাকা মাত্র; কিন্তু দেনা আছে পাঁচ শত টাকা। দেনার জ্বালায় বড়ই অস্থির! পাওনাদারকে রোজই কিছু কিছু পরিশোধ করিয়া দেনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে—স্থির হইল। যে দিন কিছু না দিতে পারিবে, সে দিন যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। এখন তার কি করা প্রয়োজন? তুমি অবশ্যই বলিবে,—'যাহাতে এক টাকার অধিক আয় করিতে পারে, তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই, দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রত্যহই কিছু কিছু কর্জ্জ শোধ দিতে পারিবে। যত দিনে সম্পূর্ণ দেনা শোধ না হইবে, তত দিন কিছু কিছু কষ্টভোগ ত করিতেই হইবে! তার পর সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ হইলে আর কোন অশান্তি থাকিবে না।' প্রত্যেক মানুষেরই, ঐরূপ, পূর্ব্বকৃত অন্যায় কর্ম্মের সঞ্চিত-ফলরূপ দেনা থাকে। ঐ দেনা সম্পূর্ণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি-লাভ হয় না। দুর্ব্বলতা ও পূর্ব্বাভ্যাস-বশে যে সকল অন্যায় কর্ম্ম প্রত্যহ কৃত হয়, তাহাই দৈনিক ব্যয়—শক্তি ও শান্তির হ্রাস করে। তাই, শান্তি-কাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রত্যহ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে এত পরিমাণে পবিত্র চিন্তা ও সৎ কর্ম্ম উপার্জ্জন করে, যদ্দ্বারা দৈনিক কৃত কুকর্ম্মের শক্তি যথাসম্ভব দূর করিয়া

পূর্ব্ব-সঞ্চিত কুসংস্কার-রাশি কিয়ৎ-পরিমাণে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সতর্ক থাকা চাই, যেন কোনক্রমেই কোন দিন সৎকর্ম্ম ও পবিত্র চিন্তা অপেক্ষা কু-অভ্যাসের পরিচালন অধিক না হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার বল, প্রার্থনার সামর্থ্য এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে যতই অগ্রসর হইবে, ততই পথ সুগম হইবে। ক্রমেই কু-অভ্যাস ও কুচিন্তা কমিবে, পরে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই, যত অধিক কাল সম্ভব, পবিত্র ভাব রক্ষা করিবে। খারাপ পুস্তক পাঠ, কু-বিষয়ের আলোচনা, কুসঙ্গ, কুচিন্তা ও যাহাতে মন খারাপের দিকে যায় তাহা সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। বীর ক্ষত্রিয়গণ যেমন হাসিতে হাসিতে রণ-ক্ষেত্রে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সুখ-শান্তি-ময় স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয়, তেমনি তেজীয়ান সাধক প্রফুল্লমনে জীবন-সংগ্রামে কু-অভ্যাস-গুলি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-প্রাপ্ত হয়। প্রতিজ্ঞা করিবে,—'কিছুতেই অন্যায় কার্য্য করিব না।' যদি দুর্ব্বলতাবশতঃ কখনও প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হও, তখনই ভগবানের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আবার নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে। দুই বারে সফলকাম না হও, তিন বার বা যত বার প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা করিবে। পরিশেষে কৃতকার্য্য হইবেই। নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ সাধন করিবেই। মিথ্যা ব্যবহার করিও না। আলস্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়। দিবা-নিদ্রা ভাল নহে। সর্ব্বদা সরল ও পবিত্র থাকিতে চেষ্টা করিবে। যত অধিক সময়ে পার, ভগবানকে স্মরণ করিও। এখন বোধ হয় ফুট-বল্ আর খেল না। ওটা যেন আর খেলিও না। কর্ত্তব্য

কর্ম্মগুলি যথাসময়ে নিয়মিতরূপে সম্পাদিত করিবে। কখনও ঔদ্ধত্য করিও না। এইভাবে কিছু দিন চলিতে থাক, ভগবানের কৃপায় সুদিন আসিবে। কুচিন্তা আসিলে তজ্জন্য ভাবিও না; টের পাওয়া মাত্রই তাড়াইয়া দিবে ও সৎ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিতে থাক; শেষে কুচিন্তা আর আসিবে না। স্বপ্ন-দোষ সম্বন্ধেও ভাবিও না। ওটাকে ঘার্ম, বাহ্য, প্রস্রাবের মত মনে করিবে এবং ভুলিয়া যাইবে। তোমার মধ্যে কু-ভাব আছে, দুর্ব্বলতা আছে —এ চিন্তাও করিও না। শ্রমশীলতা, পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করিও—শান্তি আসিবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

কন্‌খল্।

২৯।৬।'১৫

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

যত বেশী সময়ে সম্ভব, পড়া-শুনা করিবে। পড়া-শুনাও একপ্রকার তপস্যা এবং ছাত্রদিগের পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। রীতিমত পড়া-শুনা না করিলে এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও নীতিমান না হইলে কেবল ধ্যান-জপ করিয়াই উন্নতি-লাভ করা তোমাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

মিথ্যার মত দুর্ব্বলতা আর নাই। সত্য-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রযত্নে সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। 'ফলাফল চিন্তা করিব না। লাভালাভ বিচার করিব না। মনে মুখে সর্ব্বদা মিল রাখিব। সত্যকে প্রাণ-পণে ধরিয়া থাকিব।'—ইহাই সত্য-পরায়ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা 'আসক্তি'তে; আর সত্যের প্রতিষ্ঠা 'ত্যাগে'। আসক্তিই বন্ধন—দুঃখের মূল; আর ত্যাগই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়। মিথ্যা বল কিসের জন্য?—সাধারণতঃ তিরস্কার, অপমান বা শারীরিক শাস্তি এড়াইবার জন্য। সত্যের জন্য, উন্নতির জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, ভগবানের জন্য এইটুকু সহ্য করিতে পার না? তবে ভাল হইবার জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা কত-টুকু, আর ভগবানের উপর প্রেমই বা কত-টুকু? প্রহ্লাদ ভগবানের জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়া-

ছিলেন! হরিদাস কত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন! রামমোহন বালক-বয়সেই সত্য-পরায়ণতার জন্য গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! আর সেইসকল মহাপুরুষের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া—তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া, পবিত্র-ব্রাহ্মণ-বংশধর তুমি সত্য-রক্ষার জন্য সামান্য—অতি সামান্য শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত নও! যে দেশের ঘরে ঘরে এখনও রামায়ণ-গ্রন্থ পঠিত হয়, সে দেশের একজন ব্রাহ্মণ যুবক সত্যের জন্য সামান্য একটু প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না! তোমাদের এ দুর্ব্বলতা কি লজ্জার কারণ নহে? তোমাদের মিথ্যাচার কি পবিত্র আর্য্য-ধর্ম্ম ও পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করিতেছে না? "ভারতবর্ষের লোক মিথ্যা কথা জানে না"—এই উক্তি—বিদেশীয় পর্য্যটকের এই পুরাতন মন্তব্য এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই! আর আমরা—সেই সত্য-সন্ধ ঋষিগণের বংশধর আমরা দেশের জন্য—জাতির জন্য কি সুনামই না আজকাল অর্জ্জন করিতেছি! এ সকল চিন্তা কর,—নিজের দায়িত্ব স্মরণ কর,—মানুষের মত, বীরের মত, পূর্ব্ব-পুরুষগণের মত, সত্যপথে, কর্ত্তব্যপথে, ভগবানের পথে অগ্রসর হও। পেছনে ফিরিয়া চাহিও না—এদিক্-ওদিক্ তাকাইও না—লাভ-ক্ষতির চিন্তা করিও না। সত্যের জন্যই সত্য, কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য, ভগবানের জন্যই ভগবান। অগ্রসর হও, প্রতিজ্ঞা কর, যত্ন কর;—ভগবান সহায় হইবেন।

যে সত্যবাদী হইতে পারে না, তার পক্ষে অন্য উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। আর যে সত্যবাদী হইতে পারে, তার পক্ষেও অন্য উপদেশ নিষ্প্রয়োজন।

শিবমস্তু।

তেঁতুলতলা, বর্দ্ধমান।
১৭ই বৈশাখ, ১৩২৪

* * *

ওঁ

নিরাপৎসু।

পত্র পাইলাম। ভগবৎ-প্রসঙ্গের কি শেষ আছে? যতই বলিবে, ততই বলিবার বাকী থাকিবে। কিন্তু বেশী শুনিয়া লাভ কি? পত্র পাইলে যদি কোন লাভ বাস্তবিকই হয়, তবে যে পত্রগুলি পাইয়াছ, তাহাতেই হইবে। * * * * কথা শুনিয়া কি হয়? কাজ করা চাই; মনে-প্রাণে কাজ করা চাই। আজ বাঙ্গালা বৎসর শেষ হইল। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতেছে, এক বৎসর বয়স বাড়িল, কত অভিজ্ঞতা বাড়িল! কেহ বা মনে করে, এক বৎসরের আয়ু কমিল! কিন্তু তিল তিল করিয়া—অলক্ষিতে যে সাধন-কাল এক বৎসর কমিয়া গেল এবং তৎসঙ্গে যে সাধন-সুযোগও অনেকটা চলিয়া গেল,—ইহা কয় জন চিন্তা করিয়া থাকে? তাই প্রতি মুহূর্ত্তই ভগবৎ-সেবায় ব্যয় করিতে হয়। আরও এক কথা। যখনই তুমি ভগবান হইতে বিচ্যুত থাকিবে, যখনই তুমি সাধন-সমর পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামে মনোযোগী হইবে, তখনই তোমার পতনের আশঙ্কা। অর্জ্জুন মুহূর্ত্তকাল অন্য-মনস্ক হইলেই ভীষ্ম তাহার দশ সহস্র সৈন্য নিধন করিতেন; ইহা মনে রাখিও এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও।

কন্‌খল্।

১৩।৪।'১৪ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

উপায় আবার কার না আছে? "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।" বৈদ্য-রাজ-সমুদয় ব্যারামেরই ঔষধির ব্যবস্থা করিয়াছেন;—ঔষধ উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিলে কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে রোগমুক্ত হইবেই।

যে রাজযক্ষ্মা-গ্রস্ত রোগী নিজকে মৃত্যু-কবলিত মনে করে না, তার আরোগ্য-লাভে বিলম্ব অনেক। অন্য পক্ষে, যে ব্যক্তি নিজের করাল ব্যাধির প্রাবল্য অনুভব করিতেছে, ধরাতলকে মৃত্যু-শয্যা বলিয়াই অবগত হইয়াছে, বিষয়গুলিকে কুপথ্য বলিয়াই মনে করিতেছে, তার রোগ বেশী দিন থাকিতেই পারে না। এই দুই সীমানার মধ্যস্থ রোগিগণ অবস্থানুসারে অল্প বা অধিক কাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আশা করি, তুমি নিজের পীড়া অবগত আছ।

উপায়ের অভাব কি? যদি তুমি পুরুষকার-পরায়ণ হও, সর্ব্ব-প্রযত্নে তোমার সমুদয় সামর্থ্যকে ধর্ম্ম-যুক্ত কর। তোমার সেবা দৈন্য-পূত হউক্, অভিমান-পঙ্কিল না হউক্। তোমার পূজা প্রেমোপকরণে পুণ্যময় হউক্, স্বার্থপরতা দ্বারা কলঙ্কিত না হউক্। তোমার ধর্ম্ম ও সদাচরণ আত্মোন্নতির জন্যই হউক্, লোক-দেখাইবার জন্য না হউক্। ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই

সমুদয় কর্ম্ম করিও, লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত করিও না। সমুদয় কর্ত্তব্যের প্রারম্ভে ভগবানকে স্মরণ করিও এবং কর্ত্তব্যগুলি যথা-সময়ে সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতে চেষ্টা করিও। যদি এভাবে কিছু কাল চলিতে পার, নিশ্চয়ই বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তার পর যা, তা আজ বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর যদি পুরুষকারের পথ ভাল না লাগে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর-শীল হইতে চেষ্টা কর। নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে যত্নবান হও। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন—ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র সাংসারিক সুখই হউক, আর পূর্ণ-তৃপ্তি-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দই হউক্—তৎ-সমুদয়ের জন্যই, সর্ব্বতোভাবে, একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিতেই অভ্যাস কর; অন্যের দ্বারস্থ হইও না। এভাবে চলিতে কথঞ্চিৎ-রূপেও যদি সক্ষম হও, অনতিবিলম্বেই অদূরে শান্তির আলো নয়ন-গোচর হইবে। তারপর যা, তা নিজেই বুঝিবে।

যদি এর কোন পথই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিতে না পার,—কখন এ-টী কখন ও-টী ভাল লাগে, কতক দৈব আর কতক পুরুষকার অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে যখন যে ভাব আসে, তদনুকূল ব্যবহার-পরায়ণ হইও। হয়ত কখনও কখনও অন্যের পরামর্শ প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু সে পরামর্শের আবশ্যকতা-বোধ যার জন্মিয়াছে, সে তাহা অনায়াসেই লাভ করে।

ইচ্ছা যে হয় না, ইচ্ছা যে বেশী দিন থাকে না, ইচ্ছা যে প্রতিকূল ইচ্ছার মধ্যে ডুবিয়া যায়, দুই-এক কৌটা 'আবিল মধু' *

---

* বেদবাণী প্রথম প্রচার ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংগ্রহের চেষ্টাকেই যে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া সময়ে সময়ে মনে হয়, জগৎ ও জীবনকে যে সুধাময়, সুখময় বলিয়া বোধ হয়—এ সকলই ব্যাধি এবং এ সকলেরই ঔষধ আছে। খুঁজিলেই—আগ্রহ থাকিলেই ঔষধ মিলিতে পারে।

ইচ্ছানুযায়ী যে সর্ব্বদা কাজ হয় না—ইহাই জগতের নিয়ম। সকল কাজ ইচ্ছামত না হইলেই বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ইচ্ছা থাকিলেই যথেষ্ট। সে ইচ্ছা বোধ হয় তোমার আছে।

ছাপ্‌রা।

২৪।৪।'১৮

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*　　　*　　　*　　　*

পরীক্ষার পর আর ক্লাশের পড়া থাকিবে না ;—তখন দুইটী কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইবে। একটী সদ্গ্রন্থ পাঠ, অপরটী তপস্যা। কখন কি কাজ করিতে হইবে, তার একটা routine করিয়া লইবে ; এবং তদনুযায়ী চলিবার চেষ্টা করিবে। তপস্যার জন্য যত বেশী সময় ব্যয় করা সম্ভব, তত বেশী সময়ই তপস্যায় লাগাইবে। তার পর বেশী সময় সদ্গ্রন্থ পাঠে নিয়োজিত করিবে। যে বই পড়িলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, সেই বইগুলিই পড়িও। কেবল পড়িয়া গেলেই হইবে না, বইএর ভাল কথাগুলি জীবনে খাটাইতেও চেষ্টা করিও। যখন কোন মহাপুরুষের জীবনী পড়িতে বসিবে, তাঁর সহিত নিজের তুলনা করিবে ; ভাল হইবার জন্য তোমার কি প্রয়োজন ও কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবে এবং তদনুযায়ী জীবন-গঠনে মনোযোগী হইবে। যখন একাকী বেড়াইবে, তখন যেন কোন সৎ-চিন্তা তোমার মনকে অধিকার করিয়া থাকে। যখন তপস্যা করিতে বা সদ্গ্রন্থ পড়িতে না পার, তখন কোনরূপ সৎ-চিন্তায় মনকে ডুবাইয়া রাখিও। তপস্যাও একরূপ নহে ; সৎ-চিন্তাও একরূপ নহে। তপস্যার জন্য যেমন কখনও নাম-জপ,

কখনও ধ্যান, কখনও মানস-পূজা, কখনও প্রার্থনা, কখনও সঙ্গীত—এসব করিতে পার ; তেমনই, 'কেমন করিয়া অমুক ব্যক্তি এত মহৎ লোক হইলেন ?', 'অমুকে ধর্ম্মের জন্য, জগতের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন !', 'ভাল হইবার জন্য আমার এইরূপ করা ও এইরূপ হওয়া আবশ্যক।', 'আমি ভাল হইবই হইব, ভাল হইবার জন্য প্রাণ-পণ করিব। এত লোক ভাল হইল, আর আমি পারিব না ? আমি পেছনে পড়িয়া থাকিব ?', 'যেমন করিয়াই হউক্, এই দোষগুলি দূর করিতেই হইবে।', 'ভগবানের কতই করুণা !', 'ভগবানের জন্য অমুক ভক্তের কতই ব্যাকুলতা !', 'জগতে দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত কোথায় ? জগতের সেবা করিবার সুযোগ যে আমার কতই রহিয়াছে !', 'কত সময়ই বৃথা ব্যয় করিয়াছি ! আর যেন সুযোগ হারাই না।', 'কিছুতেই কাহারও উপর হিংসা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করিব না।'—এইরূপে ও অন্যান্য নানারূপ ভাব অবলম্বনে চিন্তা করিতে পার। যতই পরার্থ ও পরমার্থ চিন্তা করিবে, ততই উন্নত হইবে। আর যতই কুচিন্তা করিবে, ততই অবনত হইবে। তাই, সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, যেন কখনও কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না। সৎ চিন্তার মধ্যেও আবার ধর্ম্ম-চিন্তার শক্তি বেশী। কাজেই যত বেশী ক্ষণ তপস্যার ভাব বজায় রাখিতে পার, তাহাই করিও। ধম্ম-পদের অনুবাদ, আত্মোৎসর্গ, ভক্ত-মাল, অমিয়-নিমাই-চরিত, চৈতন্য-চরিতামৃত, অমিতাভ, অমৃতাভ, তাপস-মালা প্রভৃতি বই পড়িতে চেষ্টা করিও। কোন অন্যায় কার্য্য করিলে অনুতপ্ত

হইও, তার কুফল চিন্তা করিও, 'পুনরায় আর কিছুতেই করিব না'—এরূপ প্রতিজ্ঞা ও আলোচনা করিও। পুনরায় ঐরূপ প্রলোভন উপস্থিত হইলে কি করিবে, তা স্থির করিও এবং ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিও। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিলে, প্রলোভনের সময়েও কখনও কখনও ঠিক থাকিতে পারিবে। প্রথম প্রথম না পারিলেও ক্রমেই প্রলোভন-জয়ের ক্ষমতা বাড়িবে। যতই নিয়ম-নিষ্ঠ হইবে, যতই তপস্যায় মনোযোগী হইতে পারিবে, ততই মনের শক্তি বাড়িবে ও দুর্ব্বলতা কমিবে। এই ভাবে এখন চলিতে থাক। নিজের দুর্ব্বলতা ভাবিয়া অবসন্ন হইও না। তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বল লোকও উন্নত হইয়াছে। হতাশ ও অবসন্ন হওয়াই ক্ষতির কারণ। হতাশ হইলে চেষ্টাও করে না, ভাল হইতেও পারে না। কিন্তু যদি উদ্যম-উৎসাহ থাকে, তবে চেষ্টা করিয়া, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে দুর্ব্বল লোকও সবল হইতে পারে। হতাশ হওয়াই মরিয়া যাওয়া। তাই বলি, নিরুৎসাহ হইও না, ভয় করিও না, চলিতে থাক। কাজ করিতে থাক, কাজে লাগিয়া থাক,—সুফল পাইবেই।

শিবমস্তু। ইতি।

৺বৃন্দাবনধাম।

৩।৪।'২০

* * *



নিরাপৎসু।

পত্র পাইলাম। এক দিন রোদের মধ্যে বার মাইল পথ হাঁটিয়াই যে হৈ-চৈ করে, তার জীবন-কালের "হৈ-চৈ"গুলি গণিয়াও বুঝি শেষ করা যায় না! মোটে ত সতের বছর বয়স! বাঁচিয়া থাক,—কত ছুটাছুটি, কত লাফালাফি, কত হা-হুতাশ, আরও কত কিছুর অভিনয় করিতে হইবে! এখন হইতে যদি সহ্য করিতে অভ্যাস কর, তবে এ সংসার-মরুভূমির সুদীর্ঘ ভ্রমণ-পথে চলিয়া যাইতে পারিবে; নতুবা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সম্বল না থাকিলে, জীবন-পথের যাত্রায় অনেক বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হইবে। সহ্য-গুণ সকল গুণ হইতেই বড়। পৃথিবীতে যে বেশী সইতে পারে, সে-ই টিকিয়া থাকে। "আহা-উহু"র দলের জন্য এ স্থান নয়।

পৃথিবীর সকল স্থানই বাপ-মায়ের কোল নয়। যে নূতন ক্ষেত্রে পড়িয়াছ, তাহা হইতেই ভবিষ্য-জীবন অনুমান করিয়া লও। কত পরিবর্ত্তন আসিবে। নূতন দেশে, নূতন লোকের মধ্যে, নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, নূতন নূতন সুবিধা-অসুবিধায় অনেক সময়ই কাটাইতে হইবে। যখনই যে স্থানে যে ভাবে থাকিতে হয়, প্রকৃতিকে তদুপযোগী করিয়া লইতে হয়; নতুবা, জীবনে অশান্তি অনিবার্য্য। যে কেবল এক রকম খাদ্যই খাইতে পারে, এক রকম বিছানায়ই

শুইতে পারে, এক রকম জুতাই পরিতে পারে, তার পক্ষে অসুবিধা সর্ব্বত্র। যখন যেমন, তখন তেমন। নূতন পরিবর্ত্তনের সুরে নিজের সুর মিলাইয়া লও। অবশ্য সেরূপ মিলাইতে যাইয়া নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের লক্ষ্য বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। নিজের যে-টুকু আসল ও ভাল, সে-টুকুর সহিত যে-টুকু পরিবর্ত্তন মিলাইয়া লওয়া চলে, কেবল সে-টুকুই লইবে। অন্যের মনে যতটা কম বেদনা দিয়া চলে, অন্যের দৃষ্টি হইতে তোমার বিশেষত্ব যতটা বেশী লুক্কায়িত থাকে, ততই ভাল। মিলিবে মিশিবে বাইরে, ভিতরে থাকিবে একাকী।

* * * *

সময়-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠার অভাব হইলে মানুষ হওয়া মুস্কিল। সকল সময়েই মন্দটা ছাড়িয়া ভালটা করিবে এবং তা করিবে যত ভালরূপে করা তোমার পক্ষে সম্ভব। ফাঁকি দিও না। নূতন স্থানে গিয়াছ; শিষ্টাচারের নিয়মগুলি যেন রক্ষিত হয়। তোমাকে দেখিয়া যেন তোমার পূর্ব্ব-স্থান বা পূর্ব্ব-পরিচিতগণ বা তোমার পিতা-মাতা ও শিক্ষক-মণ্ডলীকে কেহ অনুপযুক্ত মনে না করে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু। ইতি।

কলিকাতা।

১লা মাঘ।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*   *   *   *   *

তোমার শক্তিতে যতটা তপস্যা কুলায়, ততটার চেষ্টা কর; বাকীটা শ্রীভগবান করিয়া দিবেন। ভয় কি? উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও। সম্মুখেই অমৃতের প্রস্রবণ; এবং তুমি তাহার অধিকারী। এই স্বাধিকার হেলায় হারাইয়া তুমি স্বেচ্ছা-ক্রমে মৃতত্বকে আলিঙ্গন করিবে? কোন্ ভয়ে ভীত হইয়া, কোন্ প্রতিবন্ধকে বাধ্য হইয়া তুমি তোমার বরণীয় মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে? কোথায় তোমার শত্রু? কোথায় তোমার বিঘ্ন? সামান্য কতকগুলি জড়-কণিকা তোমাকে বন্ধন করিতে সমর্থ? গোষ্পদ তোমাকে ডুবাইয়া রাখিতে সক্ষম? নিজকে ভুলিও না। নিজের শক্তি ও সুযোগ বিস্মৃত হইও না। ছায়াকে ভূত মনে করিয়া আতঙ্ক-গ্রস্ত হইও না। ভ্রূকুটি করিয়া দণ্ডায়মান হও,—বিষয়-পঙ্কক পালাইবে, কাল্পনিক বন্ধন টুটিবে, মোহান্ধকার ঘুচিবে। একটু ধৈর্য্য, একটু সাহস, একটু বীরত্ব থাকিলেই তো আসক্তি ছিন্ন হইয়া যায়! কত লোক শ্রদ্ধার অসিতে সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আত্মারাম হইয়াছে; আর তুমি পারিবে না? ইচ্ছা

কর, ইচ্ছাকে বর্দ্ধিত কর, ইচ্ছার বেগ বাড়াইয়া দাও। ইচ্ছা থাকিলে বৈরাগ্য-লাভে কতক্ষণ? ইচ্ছা থাকিলে কি লাভেই বা কতক্ষণ? ইচ্ছাকে জাগাইয়া দাও, ইচ্ছাকে জাগাইয়া রাখ, ইচ্ছাকে পরিপুষ্ট কর।

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু। ইতি।

জুন্‌গা;
সিমলা পাহাড়।
৭।৬।'২১

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার দুই পত্রই পাইয়াছি। তোমার প্রশ্নাবলীর সম্যক্ আলোচনা এক পত্রে সম্ভব হয় না। তাই এই পত্রে সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য স্থূল-বিষয়-গুলিরই অবতারণা করিব। ইহা পাঠ করিয়া, কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেই, বোধ হয়, তোমার সমুদয় সন্দেহের মীমাংসা করিতে পারিবে।

জীব-মাত্রই সুখ চায়, দুঃখ কেহই চায় না। সকলেই পূর্ণ-তৃপ্তির কাঙ্গাল—পরা শান্তির ভিখারী। প্রাণী-জগতের এই উদ্দেশ্য, এই আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে, বোধ হয়, কুত্রাপি মত-বিরোধ নাই। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই সর্ব্বদা সকলে জগৎ-প্রাঙ্গণে ছুটা-ছুটি করিতেছে। ছুটা-ছুটি ত সকলেই করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশেরই —অন্য জীবের কথা ছাড়িয়াই দিতেছি—বুদ্ধি-জীবী মনুষ্য-সমাজের মধ্যেও অধিকাংশেরই আশা অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। সুখের লোভে আমরা যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতেছি, সেগুলি আমাদিগকে দুঃখ-সাগরেই পঁহুছাইয়া দিতেছে। ফলে, দুঃখেরও নিবৃত্তি হইতেছে না, ছুটা-ছুটিও কমিতেছে না। আমাদের দুরবস্থা দর্শন করিয়া, "মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি-দেবী শান্তি-লাভের যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের পছন্দ-সই হইতেছে না,—মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে না। যে কয়েকজন

ভাগ্যবান শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিচরণ করিয়া পূর্ণ-তৃপ্তির আস্বাদনে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত এবং আহ্বানেও আমাদের আস্থা হইতেছে না ;—নিজ নিজ বুদ্ধি ও সংস্কার অনুসারে আমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য ভ্রান্ত পথের আবিষ্কার করিয়া তদনুসরণের ফলে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে পতিত হইতেছি। এই তো মানব সাধারণের অবস্থা ! এ অবস্থায় শান্তি-কাম মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি ? কর্ত্তব্য—বেদ-বিহিত মার্গের আশ্রয়-গ্রহণ ; কর্ত্তব্য—আপ্ত-কাম সজ্জনের অনুবর্ত্তন ; কর্ত্তব্য—প্রাণ-পণে ভগবৎ-প্রাপ্তির চেষ্টা।

কে সেই ভগবান, যাঁহাকে পাইলেই আমার ছুটা-ছুটি চিরতরে বন্ধ হইবে ? ভগবান—অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ, পরা শান্তির নির্ঝরিণী, পূর্ণ-তৃপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁহাকে পাইলে অভাব-বোধ থাকিবে কেন ? তাঁহাকে পাইলে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে না কেন ? তিনিই আমার "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্" ; তিনিই আমার পূর্ণত্ব ; তিনিই আমার স্বরূপ। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আমি কেমন করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিব ? তাঁহাকে বাদ দিলেই যে আমি নির্জ্জীব, নিস্তেজ, শক্তি-হীন হইয়া পড়ি ! তাঁহাকে হারাইলেই যে আমার চঞ্চলতা, হা-হুতাশ বাড়িয়া যায় ! তাঁহাকে পাইলেই যে আমার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে, সমুদয় বন্ধন টুটিবে, সমুদয় ভয় দূর হইবে !

আচ্ছা, তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইব ? তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়—তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন। এই আত্ম-বিসর্জ্জন

করিবার জন্য প্রয়োজন—ষোল আনা মন দিয়া তাঁহাকে চিন্তা করা, ষোল আনা মন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসা। কিন্তু, এ যে বড় কঠিন কথা,—অসম্ভব উপদেশ! কঠিন নয়—অসম্ভব নয়; চেষ্টা-সাধ্য—সম্পূর্ণ সাধ্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ";—তবে আর তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না কেন, তাঁহার নিকটে আত্ম-বলি প্রদান করিতে পারিব না কেন? সংসারের বিষোদ্গারী ক্ষণ-বিধ্বংসী বস্তু-নিচয়কে ভালবাসিতে পারিব, আর যিনি "আপনার হ'তে হন্ আপনার"—সেই চির-সুহৃদকে, পরম-কল্যাণময়কে, পরম-প্রেমাস্পদকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে পারিব না? জন্ম-জন্মান্তরের প্রযত্ন-বলে দুঃখ-ভাণ্ড-গুলিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ; কিছু কাল চেষ্টা কর,—ভগবানেও অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের বলে অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতেই যেমন বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়াছে, ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতেই তেমনি ভগবানে অনুরাগ জন্মিবে। তোমার এক তোলা মনও তো তোমার নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখ নাই! সমুদয় মনটাই যে রূপ, রস,গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছ! মনের সেই অনর্থক-ছড়ান অংশ-গুলিকে সযত্নে কুড়াইয়া লও এবং সম্পূর্ণ মনটী শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা কর। এক দিনের চেষ্টায়ই সফলকাম হইতে পারিবে না; কিছু কাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে থাক।

কি ভাবে চেষ্টা করিবে? যত অধিক ক্ষণ সম্ভব তাঁহার চিন্তা কর। তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি, মহিমা এবং করুণার অনুধ্যান কর। তিনিই যে তোমার সমুদয় অভাব-মোচনে সমর্থ, তিনি ভিন্ন আর কেহই যে তোমার অশান্তি দূর করিতে সক্ষম নহে, ইহা বিচার কর। এইরূপ চিন্তা ও বিচারের ফলেই তাঁহার দিকে আকর্ষণ বাড়িবে। যে সকল কর্ম্ম করিলে এই আকর্ষণ বাড়ে, সে সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করিবে। যে কর্ম্ম করিলে মন তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যায়, সে কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের চেষ্টা করিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের এই বিচারই একমাত্র মাপ-কাঠি।

ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য শরীরের সহায়তা প্রয়োজন; এ নিমিত্ত স্বাস্থ্য-রক্ষায় মনোযোগী হইতে হইবে। প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য, আবশ্যক হইলে, বিধি-সঙ্গত উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে যত্নবান হইতে হইবে। সংযম ও বিচারাদির অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত অধ্যয়নাদির সাহায্যে অন্তঃকরণ-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইবে। যাঁহার সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, যাঁহার উপদেশে, যাঁহার দৃষ্টান্তে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তেমন নিষ্কাম, সত্য-পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গ ও সেবা করিতে হইবে। যাঁহাদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিলে ভক্তি বর্দ্ধিত হয়, এমন নির্ম্মল-চিত্ত সংযত বয়স্যের সহিত কেবল ভগবানের গুণানুবাদেই নিরত থাকিবে। প্রেম ও বৈরাগ্য অর্জ্জনের জন্য মনের সংযম ও নির্ম্মলতা আবশ্যক; এ জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান

করিতে ও সর্ব্বদা নীতি-পরায়ণ থাকিতে হইবে। স্বার্থ-বিনাশ ও উদারতা লাভের জন্য জগতের সেবা-পরায়ণ হইতে হইবে। এ ছাড়া সর্ব্ব-সাধারণের প্রতি—যে যেমন লোকই হউক না কেন বা যেমন ব্যবহারই করুক না কেন—সমত্ব রক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে। 'সকলই ভগবানের প্রকাশ', 'সকলেই ভগবানের সন্তান'—এই সকল বা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এরূপ অন্য কোনও ভাব আশ্রয় করিয়া সম-বুদ্ধি হইতে পারিলেই ভাল হয়। কাহারও প্রতি প্রেম, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ; কাহাকেও অল্প ভালবাসা, কাহাকেও বেশী ভালবাসা—এগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ভগবানই—একমাত্র ভগবানই আমাদিগের ভালবাসা পাইবার অধিকারী; অন্য কেহ নহে। তাঁহার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য কিম্বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়াই অন্য কেহকে ভালবাসা অর্পণ করিতে পার; নতুবা নহে। অন্য কেহকে স্বাধীন ভাবে ভালবাসিলে যে ষোল আনা মন ভগবানকে দেওয়া সম্ভব হইবে না!

শারীরিক আরাম-বিরাম ও ভোগ-সুখের জন্য, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও যশ-মানাদির জন্য, স্বার্থ-সাধন ও অভিমান-পুষ্টির জন্য কদাপি কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অতীত অনন্ত-জন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, তদ্দারা ত দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হও নাই, বরং সেগুলি দুঃখকে বৰ্দ্ধিতই করিয়াছে!

'ভগবানে মন দিব কি? সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখগুলির আশা যে মন ছাড়িতে চায় না! এগুলি না ছাড়িলে নাকি ভগবান

মিলিবে না ; তবে উপায় কি ?'—আচ্ছা, এ সুখগুলি কি তোমার জীবনকে মধুময় করিতে পারিয়াছে ? যদি না পারিয়া থাকে, যদি এগুলি তোমার দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া থাকে, তবে আর এগুলির সহিত খাতির রক্ষা কেন ? তবে আর এই ক্ষণিক সুখগুলির জন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া দুঃখের মাত্রা বাড়ান কেন ? তবে আর এই সুখগুলির আশা ত্যাগ করিয়া পূর্ণতৃপ্তি-লাভের চেষ্টা হইবে না কেন ?

বানরগুলিকে লোকে কেমন করিয়া আবদ্ধ করে, জান ? ক্ষুদ্র-মুখ-বিশিষ্ট একটী কলসীর মধ্যে সন্দেশ বা তত্তুল্য কোন খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া দেয়। বানর ঐ খাদ্যের লোভে—ঐ সুখোপকরণের লোভে কলসীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে দুই হাত ও মস্তক ঢুকাইয়া দেয়। দুই হাতে যতটা সম্ভব সন্দেশাদি মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত ও মস্তককে একত্রই বাহির করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তা পারে না। কলসীর ক্ষুদ্র মুখের কাছে আট্‌কাইয়া যায়। হাতের সন্দেশ পরিত্যাগও করে না, বাহির হইতেও পারে না। কতক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন মানুষ তাহাকে বন্ধন করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করে। সন্দেশের লোভে বানরের বুদ্ধি-ভ্রংশ হইল, বন্ধন ঘটিল, স্বাধীনতার নাশ হইল। সন্দেশটুকুকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মুক্তি ;—কিন্তু বিচার-বিহীন মন তাহাতে সমর্থ হইল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারের সহিত তোমার সম্বন্ধ—স্বাধীন সম্বন্ধ কিছুই নাই। সংসারে "মায়া-সূত্রে সবে গাঁথা"। সকল সম্বন্ধ

একমাত্র ভগবানের সহিত। 'এই ব্যক্তি আমার মাতুল, অতএব ইহাঁর জন্য ন্যায়-বিরুদ্ধ কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে; ইনি আমার শ্যালক, ইহাঁকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে; এই ব্যক্তি আমার বন্ধু, ইহাঁর আব্দার রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়-ভোগে মত্ত হইতে হইবে'—ইহা অধঃপতিত, আত্ম-বিস্মৃত মনেরই কথা; বিচারবান মনুষ্যের নহে। জগতের যে অংশ তোমার ধর্ম্ম-লাভের সহায় হইবে, সেই অংশের সহিতই তুমি, ধর্ম্ম-লাভার্থ যত ক্ষণ প্রয়োজন, মিত্রতা-সম্বন্ধ বজায় রাখিতে পার। ভক্তি-গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঃ—

"গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

৫।৫।১৮

—গুরুই বল আর স্বজনই বল, পিতাই বল আর মাতাই বল, দেবতাই বল আর পতিই বল,—কেহই কেহ নয়, যদি সে সংসার-জালাবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তির সাহায্য না করে।

তবে কি পিতা-মাতা প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইবে না? তা নয়। সমাজ যার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্যের বিধান করিয়াছেন, যেরূপ আচার-ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছেন, ধর্ম্মের হানি না করিয়া, যতদূর সম্ভব, তদ্রূপ ব্যবহার-পরায়ণ হইবে। কার্য্যের অনুরোধে, সম্পর্কের অনুরোধে, শিষ্টাচারের অনুরোধে,

যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমাজে নির্দ্দিষ্ট আছে, তা' কর; কিন্তু কাহাকেও মনের অংশ প্রদান করিও না। উদাসীন ভাবে, সম-বুদ্ধির সহিত বা সম-প্রেমের সহিত সকলের সহিত আচরণ কর। আচরণের তফাৎ হইবে বটে, কিন্তু মন থাকিবে সমান। এটা কঠিন কাজ বটে, কিন্তু যত্নবলে কঠিনও নরম হয়।

আরও একটী কথা। ইন্দ্রিয়গুলি বড়ই দুষ্ট। সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটী সুস্বাদু খাদ্য খাইতেছি। খাইতে খাইতে, স্বাদের জন্য লোভ হইল। শেষে শরীরের জন্য যখন ঐ খাদ্যটীর প্রয়োজন হইবে না, তখনও রসনার তৃপ্তির জন্য উহা গলাধঃকরণের চেষ্টা করি। একজন ধার্ম্মিক যুবকের সঙ্গ লাভ করিয়াছি। তাহার নিকটে ধর্ম্ম-কথা শুনিতে আমোদ লাগে। ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাহার নিকট গতায়াত করি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে, তাহার সুন্দর মুখ-শ্রী আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইতে থাকে। তার পর, তার মুখে ধর্ম্ম-কথা শুনিতেও আনন্দ পাই, তার মুখখানা দেখিতেও আনন্দ পাই। তার পর, যে কথা অন্যের মুখে শুনিয়া অল্প সুখ, সেই কথাই তার মুখে শুনিয়া বেশী সুখ বোধ করি। পরিশেষে, আমার কর্ণ তার কথায় কমই কাণ দিতে থাকে, আমার চক্ষুই প্রাণ ভরিয়া তার রূপ পান করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে তার অঙ্গ-সঙ্গের ইচ্ছা প্রবলা হয়। ধর্ম্মোন্নতির জন্য তার কাছে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যই তার কাছে এখন যাইতে চাই। যখনই এরূপ অধঃপতনের উপক্রম

অবগত হইবে, অমনি সংযম ও বিচারের যষ্টি দ্বারা মোহ-ঘটকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে।

যখনই দেখিবে, কাহারও জন্য চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, মন গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া তরলাবস্থা-প্রাপ্ত হইতেছে, প্রাণ হা-হুতাশ করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে—এ আসক্তি সমূলে বর্জ্জনীয়। বন্ধু-প্রীতি যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা প্রদান করে, ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতিকূল হয়, বীর্য্য হরণ করে, উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করে, সরলতার অপচয় করে, বিচার-বুদ্ধিকে মলিন করে, প্রলোভনের পথে টানিয়া লয়, সংযমকে তাড়াইয়া দেয়, তখনই বুঝিতে হইবে—উহা সমূলে বর্জ্জনীয়। যতই পবিত্রতা বাড়িবে, ততই বুঝিবে—ওগুলি কামার্ণবের তরঙ্গ-মাত্র। রসনার তৃপ্তির জন্য রসগোল্লার পানে ছুটিয়া যাওয়াও যেমন দোষ, নয়নের তৃপ্তির জন্য রূপের পানে ছুটাছুটি করাও তেমনই দোষ।

আরও একটা কথা আছে। কেহ বা মদ্যাসক্ত হইয়া, "ডাক্তারের কথামত স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া মদ খাইতেছি" বলিয়া মদ খায়। কেহ বা "ওর কাছে যাইয়া পড়া বুঝিয়া আসি, আমাকে বুঝাইয়া দিবার অন্য লোক নাই"—এই বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া বন্ধুর অঙ্গ-সঙ্গ করিতে ধায়। এ সকল কপটতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়। উপনিষৎ বলেন,—কপটতা, মিথ্যা ও মায়া থাকিতে ভগবান-লাভ হয় না।

এই খানেই চিঠি শেষ করি। আবারও বলি—সংসার হইতে মন তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ মন দ্বারা

ভগবানের সেবা করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রেম করিতে হইবে। তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তের সহিত, প্রেমিকের সহিত, এক সুরে, সরল ভাবে বলিতে হইবে :—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা, দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

৺কাশীধাম।
১৭।৯।'১৮

* * *